Mr. Charles Theophilus Metcalfe to be Magistrate and Collector of Burdwan.

Mr. Francis James Alexander to be Magistrate and Collector of Chumparun, in the Second Grade, but to continue to officiate, until further orders, as Magistrate and Collector of Dinagepore.

Mr. George Graham, M.A., to be a Joint-Magistrate and Deputy Collector of the First Grade.

Mr. Arthur Lloyd Clay to be a Joint-Magistrate and Deputy Collector of the Second Grade.

The following appointments are sanctioned from the 1st June 1871, consequent on the resignation of Mr. Alexander Elliott Russell :—

Mr. Charles Theophilus Metcalfe to be a Magistrate and Collector of the First Grade.

Mr. Fleetwood Hugo Pellew to be Magistrate and Collector of Sarun, in the Second Grade, but to continue to officiate, until further orders, as Magistrate and Collector of Hooghly.

Mr. Albert Champion Mangles to be a Joint-Magistrate and Deputy Collector of the First Grade.

Mr. Joseph Samuel Carstairs to be a Joint-Magistrate and Deputy Collector of the Second Grade.

Mr. Richard Adam Fisher, Extra Assistant Commissioner, Durrung, to have charge of the sub-division of Mungledye, during the absence, on leave, of Lieutenant Malcolm Ogilvie Boyd, or until further orders.

Mr. William Henry Verner officiated as a Joint-Magistrate and Deputy Collector of the Second Grade in the 24-Pergunnahs from the afternoon of the 12th June to the afternoon of the 19th August last.

Baboo Heera Lall Mookerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, attached to the Soonderbuns, is transferred to Dacca. This cancels the orders of the 29th ultimo, posting him to the 24-Pergunnahs.

Baboo Bonomali Singh, to officiate as a Deputy Magistrate, under Act XV of 1843, and a Deputy Collector, under Regulation IX of 1833, in the Orissa division, during the absence on deputation of Baboo Unnoda Persad Ghose, or until further orders. Baboo Bonomali Singh is vested with the powers of a Subordinate Magis-

শ্রীযুত চার্লস থিয়ফিলস মেটকাফ সাহেব বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

শ্রীযুত ফ্রান্সিস জেমস আলেকজাণ্ডর সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীমতে চাম্পারণের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন কিন্তু অন্য আজ্ঞা না হওনপর্য্যন্ত দিনাজপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে থাকিবেন।

শ্রীযুত জর্জ্জ গ্রেহাম সাহেব, এম, এ, প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

শ্রীযুত অর্থর লয়ড ক্লে সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

শ্রীযুত আলেকজণ্ডার এলিয়ট রসল সাহেব কর্ম্ম ত্যাগ করাতে ১৮৭১ সালের জুন মাসের ১ তারিখঅবধি নিম্নলিখিত নিয়োগ অনুমোদিত হইল।

শ্রীযুত চার্লস থিয়ফিলস মেটকাফ সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

শ্রীযুত ফ্লীটউড হ্যুগো পেল্যু সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীমতে সারণের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন। কিন্তু তন্য আজ্ঞা না হওনপর্য্যন্ত হুগলীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে থাকিবেন।

শ্রীযুত আলবর্ট চাম্পিয়ন মাঙ্গলস সাহেব প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

শ্রীযুত জোসেফ সামুয়েল কারষ্টেয়র্স সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীমতে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

লেপ্টেনেণ্ট শ্রীযুত মালকম ওগলবি বয়ড সাহেবের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থানকালে অথবা অন্য আজ্ঞা না হওনপর্য্যন্ত দরঙ্গের অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর শ্রীযুত রিচার্ড আডম ফিশর সাহেব মঙ্গলদায় শাখা-খণ্ডের অধ্যক্ষতা ভার পাইবেন।

শ্রীযুত উলিয়ম হেনরি বর্ণর সাহেব গত জুন মাসের ১২ তারিখের অপরাহ্নঅবধি আগষ্ট মাসের ১৯ তারিখের অপরাহ্নপর্য্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীমতে ২৪ পরগনার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিলেন।

সুন্দরবনে নিযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু হিরালাল মুখোপাধ্যায় ঢাকায় প্রেরিত হইয়াছেন। ২৪ পরগনায় তাহার অবস্থিত হওনার্থে গত মাসের ২৯ তারিখের আজ্ঞা রহিত করা গেল।

শ্রীযুত বাবু অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ অন্য কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়াতে তাঁহার অনুপস্থান কালে অথবা অন্য আজ্ঞা না হওনপর্য্যন্ত শ্রীযুত বাবু বনমালী সিংহ ডাড়্যাথ.ও ১৮৪৩ সালের ১৫ আইনমতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ১৮৩৩ সালের ৯ আইনমতে ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিবেন। তিনি অধঃস্থ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়াছেন। রাজকার্য্য সম্পাদনার্থ নিম্নতর কার্য্য গ্রাহ্য হইবার নিমিত্তে যে নূতন পরীক্ষা দিতে

trate, Second Class. This appointment is made on probation, subject to passing the new examination for admission into the Subordinate Executive Service.

Baboo Sitakant Mookerjee, Deputy Collector, Maldah, is vested with the powers of a Collector under Act XII of 1871.

LEAVE OF ABSENCE.

The 1st September 1871.—Moulvie Feda Ali, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Dacca, for three months, under paragraph 11 of the Uncovenanted Service Absentee Rules, from the date on which he has taken the leave.

The 2nd September 1871.—Baboo Prosonno Coomar Surbadhicary, Principal of the Sanskrit College, for two months, under paragraph 11 of the Uncovenanted Service Absentee Rules, in extension of the leave granted to him under the orders of the 14th February last.

The 5th September 1871.—Baboo Poorna Nund Borooah, Extra Assistant Commissioner, Goalparrah, for six months, from the 11th August last, under paragraph 11 of the Uncovenanted Service Absentee Rules.

Lieutenant Malcolm Ogilvie Boyd, Assistant Commissioner of Mungledye, in Durrung, for six weeks, under Section XIX of the Covenanted Service Absentee Rules, from the 15th instant, or any day within one month of that date on which he may take the leave.

NOTIFICATION.

The 5th September 1871.—The orders of the 29th ultimo, transferring Baboo Ramsunker Sen, Deputy Magistrate and Deputy Collector of Ranaghat, to the Sudder Station of Nuddea, and appointing Baboo Hem Chunder Kur, Deputy Magistrate and Deputy Collector, 24-Pergunnahs, to the charge of the Ranaghat sub-division, are cancelled.

The services of Mr. David Ogilvie Meiklejohn, Assistant Magistrate and Collector, Hooghly, are placed at the disposal of the Government of India in the Home Department.

C. BERNARD,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 5th September 1871.—Under Section I, Act X (B.C.) of 1871 (the District Road Cess Act), the Lieutenant-Governor is pleased to extend the aforesaid Act to the district of 24-Pergunnahs, and to provide that the Act shall commence and take effect in that district from the 16th September 1871.

C. BERNARD,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 12*th September* 1871.]

হইবে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার অপেক্ষায় এই নিয়োগ করা গেল।

মালদহের ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু সীতাকান্ত মুখোপাধ্যায় ১৮৭১ সালের ১২ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইয়াছেন।

ছুটী।

১৮৭১ সাল ১ সেপ্টেম্বর।—ঢাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী ফেদা আলি যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন সেই তারিখঅবধি অচিহ্নিত কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১১ ধারামতে তিন মাস ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৭১ সাল ২ সেপ্টেম্বর।—সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপল শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী গত ফেব্রুআরি মাসের ১৪ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত অচিহ্নিত কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১১ ধারামতে দুই মাস ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৭১ সাল ৫ সেপ্টেম্বর।—গোয়ালপাড়ার অতিরিক্ত আসিস্টাণ্ট কমিশ্যনর শ্রীযুত বাবু পূর্ণানন্দ বড়ুয়া অচিহ্নিত কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১১ ধারামতে গত আগষ্ট মাসের ১১ তারিখঅবধি ছয় মাস ছুটী পাইযাছেন।

দরঙ্গের অন্তর্গত মঙ্গলদায়ের আসিস্টাণ্ট কমিশ্যনর লেপ্টেনেণ্ট শ্রীযুত মালকম ওগলবি বয়ড্ সাহেব চিহ্নিত কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১৯ ধারামতে এই মাসের ১৫ তারিখঅবধি অথবা তাহার পর এক মাসের মধ্যে যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন সেই তারিখঅবধি ছয় সপ্তাহ ছুটী পাইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৭১ সাল ৫ সেপ্টেম্বর।—রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রামশঙ্কর সেন নদীয়ার সদর মোকামে নিযুক্ত হইবেন এবং ২৪ পরগনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু হেমচন্দ্র কর রাণাঘাট শাখাখণ্ডের অধ্যক্ষতা ভার পাইবেন গত মাসের ২৯ তারিখের এই২ আজ্ঞা রহিত করা গেল।

হুগলীর আশিস্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত ডেবিড ওগল্‌বি মিকলজন সাহেব হোম ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে নিযুক্ত হইয়াছেন।

সি বর্ণার্ড,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৭১ সাল ৫ সেপ্টেম্বর।—শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব জিলার পথকর বিষয়ক ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ১০ আইনের ১ ধারামতে উক্ত আইন ২৪ পরগনা জিলাতে প্রচলিত করিয়া উক্ত জিলাতে উক্ত আইন ১৮৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৬ তারিখঅবধি আরম্ভ ও সফল হইবার বিধান করিলেন।

সি বর্ণার্ড।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

NOTIFICATION.

The 5th September 1871.—In supersession of the Notification dated the 28th ultimo, which was published in the *Calcutta Gazette* of the 30th idem, it is hereby notified for general information that the next half-yearly examination of Assistants and other officers will commence on Monday, the 4th December 1871, instead of Monday, the 27th November.

C. BERNARD,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL AND POLITICAL DEPARTMENTS.

No. 830J.

APPOINTMENTS.

The 31st August 1871.—Mr. Ninian Hill Thomson, Officiating First Judge of the Calcutta Court of Small Causes, is appointed, under Section 3, Act X of 1870, to perform the functions of a Judge in the town of Calcutta, for the purpose of disposing of cases of land acquisition under the provisions of Part III of that Act.

The 1st September 1871.—The following Moonsiffs are promoted :—

Baboo Promothonath Mookerjee ... " Muno Lall Chatterjee ...	From the Second to the First Grade.
" Kedarnath Mozoomdar, B.L. Moulvie Syud Ali Hossein	From the Third to the Second Grade.

Baboo Prosonno Coomar Roy, B.L., to be a Moonsiff of the Third Grade, and to be Moonsiff of Diamond Harbour, in the 24-Pergunnahs.

Baboo Benode Behari Chowdry, B.L., is appointed to officiate as an additional Moonsiff in the 24-Pergunnahs, and is posted to Diamond Harbour, during the absence, on leave, of Baboo Rajkristo Sen, or until further orders.

Baboo Shumbhoo Chunder Dey, B.L., to officiate as Moonsiff of Munglecote, in East Burdwan, during the absence, on leave, of Baboo Rajrajessur Bhuttacharja, or until further orders.

Mr. Charles Fortescue Worsley to officiate as Cantonment Magistrate and Cantonment Small Cause Court Judge of Dinapore, and to have charge of that sub-division during the absence, on leave, of Lieutenant Colonel James Emerson, or until further orders.

The 2nd September 1871.—Baboo Shurendronath Pal Chowdry to be a Municipal Commissioner for the town of Ranaghat.

বিজ্ঞাপন।

১৮৭১ সাল ৫ সেপ্টেম্বর।—নবেম্বর মাসের ২৭ তারিখ সোমবারে আসিষ্টাণ্ট প্রভৃতির আগামি ষাণ্মাসিক পরীক্ষা আরম্ভ হইবে গত মাসের ২৮ তারিখের এই যে বিজ্ঞাপন এই মাসের ৫ তারিখের বাঙ্গলা গেজেটে প্রকাশিত হয় তৎপরিবর্ত্তে সর্ব্বসাধারণের জানার্থে প্রকাশ করা যাইতেছে যে ১৮৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখ সোমবারে উক্ত পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

সি বর্ণার্ড।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

জুডিশ্যাল ও পলিটিকল ডিপার্টমেণ্ট।

৮৩০ J. নম্বর।

নিয়োগ।

১৮৭১ সাল ৩১ আগস্ট।—কলিকতার ছোট আদালতের একটিং প্রথম জজ শ্রীযুত নিনিয়ন হিল তামসন সাহেব ১৮৭০ সালের ১০ আইনের তৃতীয় খণ্ডের বিধানমতে ভূমি গ্রহণার্থ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করণার্থে উক্ত আইনের ৩ ধারামতে কলিকাতা নগরের জজের ক্ষমতাক্রমে কর্ম্ম করণার্থে নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৮৭১ সাল ১ সেপ্টেম্বর —নিম্নলিখিত মুনসেফেরা উচ্চ পদভুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়। " " মনুলাল চট্টোপাধ্যায়।	দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণী।
" " কেদারনাথ মজুমদার, বি, এল " মৌলবী সৈয়দ আলি হুসেন	তৃতীয় শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণী।

শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার রায়, বি, এল, তৃতীয় শ্রেণীর মুনসেফ হইয়া ২৪ পরগনার অন্তর্গত কলাগাছির মুনসেফ হইবেন।

শ্রীযুত বাবু বিনোদবিহারী চৌধুরী, বি, এল, ২৪ পরগনায় আডিশ্যনল মুনসেফের কর্ম্ম করণার্থে নিযুক্ত হইয়া শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ সেনের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থান কালে অথবা অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত কলাগাছিতে অবস্থিত হইয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু রাজরাজেশ্বর ভট্টাচার্য্যের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থানকালে অথবা অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত শ্রীযুত বাবু শম্ভুচন্দ্র দে, বি এল, পূর্ব্ববর্দ্ধমানের অন্তর্গত মঙ্গলকোটের মুনসেফের কর্ম্ম করিবেন।

লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল শ্রীযুত জেমস এমর্সন সাহেবের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থান কালে অথবা অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত শ্রীযুত চার্লস ফর্টেস্কু ওর্মলী সাহেব দানাপুর সৈন্যাবাসস্থানের মাজিষ্ট্রেট ও ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের জজের কর্ম্ম করিবেন। তিনি উক্ত শাখাখণ্ডের অধ্যক্ষতা ভার পাইবেন।

১৮৭১ সাল ২ সেপ্টেম্বর।—শ্রীযুত বাবু সুরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী রাণাঘাট নগরের অন্যতর মুনিসিপল কমিশ্যনর হইবেন।

The 4th September 1871.—Captain Arthur Noel Phillips, Assistant Commissioner of North Luckimpore, is vested with the powers of a Subordinate Judge.

Surgeon John Morton Coates, M.D., to be Civil Surgeon of Moorshedabad, and to be also ex-officio Medical Inspector of Laborers, under Act II (B.C.) of 1870, in that District.

Assistant-Surgeon John Gay French to be Superintendent of Jails at Hazareebaugh.

The 5th September 1871.—Mr. Henry Christopher Connolly to be Civil Medical Officer of Bancoorah.

Mr. Vincent Richards to be Civil Medical Officer of Balasore.

Mr. Ross Lowis Mangles, v.c., absent on duty, to be Additional Judge of Tirhoot, with effect from the 11th May 1871, *vice* Mr. William Morris Beaufort resigned.

Sir William James Herschel to be District and Sessions Judge of Dinagepore, with effect from the 1st June 1871, *vice* Mr. Alexander Elliott Russell resigned. Sir William Herschel will, however, continue to officiate as District and Sessions Judge of Nuddea until further orders.

LEAVE OF ABSENCE.

The 1st September 1871.—Lieutenant-Colonel James Emerson, Cantonment Magistrate of Dinapore, for two months, under Section XIX. of the Covenanted Service Absentee Rules.

H. L. HARRISON,
Offg. Jr. Secy. to the Govt. of Bengal.

১৮৭১ সাল ৪ সেপ্টেম্বর।—উত্তর লক্ষ্মীপুরের আসিষ্টান্ট কমিশ্যনর কাপ্তান শ্রীযুত আর্থর নোয়েল ফিলিপস্ সাহেব সবর্ডিনেট জজের ক্ষমতা পাইয়াছেন।

সর্জ্জন শ্রীযুত জান মর্টন কোটস সাহেব, এম, ডি মুরশিদাবাদের সিবিল চিকিৎসক হইবেন। আরো স্বীয় পদোপলক্ষে ঐ জিলাতে ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ২ আইনমতে মজুরদের চিকিৎসাকার্য্যের ইনস্পেকটর হইবেন।

আসিষ্টান্ট চিকিৎসক শ্রীযুত জান গে ফ্রেঞ্চ সাহেব হাজারীবাগের জেলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

১৮৭১ সাল ৫ সেপ্টেম্বর।—শ্রীযুত হেনরি ক্রিষ্টফর কনলী সাহেব বাঁকুড়ার সিবিল চিকিৎসক হইবেন।

শ্রীযুত বিন্সেণ্ট রিচার্ডস সাহেব বালেশ্বরের সিবিল চিকিৎসক হইবেন।

শ্রীযুত উলিয়ম মরিস বোফর্ট সাহেব কর্ম্ম ত্যাগ করাতে তৎপরিবর্ত্তে শ্রীযুত রাস লুইস মাঙ্গলস সাহেব, বি, সি, ১৮৭০ সালের মে মাসের ১১ তারিখ অবধি ত্রিহুতের আডিশ্যনল জজ হইবেন। তিনি এইক্ষণে অন্য কর্ম্মে উপস্থিত আছেন।

শ্রীযুত আলেকজাণ্ডর এলিয়ট রসল সাহেব কর্ম্ম ত্যাগ করাতে তৎপরিবর্ত্তে শ্রীযুত সর উলিয়ম জেমস হর্শেল সাহেব ১৮৭১ সালের জুন মাসের ১ তারিখ অবধি দিনাজপুরের ডিষ্ট্রিকট ও সেশন জজ হইবেন। কিন্তু অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত নদীয়ার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে থাকিবেন।

ছুটী।

১৮৭১ সাল ১ সেপ্টেম্বর —দানাপুরের সৈন্যাবাস স্থানের মাজিষ্ট্রেট লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল শ্রীযুত জেমস এমর্সন সাহেব চিহ্নিত কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১৯ ধারামতে দুই মাস ছুটী পাইয়াছেন।

এচ এল হারিসন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং দ্বিতীয় সেক্রেটারী।

Public Works Department,—Bengal.

IRRIGATION.

No. 168.

The 5th September 1871.

Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is likely to be required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for a station for the port and harbour establishment at False Point, in the killah Koojung, zillah Cuttack, it is hereby notified, under Section 4 of Act X of 1870, that for the above purpose a piece of land, measuring more or less 2,530 acres in extent, and bounded on the north by the Boronee Mohan

পবলিক ওকস ডিপার্টমেণ্ট।

জলসেচন সম্পর্কীয়।

১৬৮ নম্বর।

১৮৭১ সাল ৫ সেপ্টেম্বর।

বিজ্ঞাপন।—বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব অবগত হইয়াছেন যে রাজকীয় কার্য্যার্থে অর্থাৎ কটক জিলার অন্তর্গত কুজঙ্গ কিল্লার ফলস পাইণ্টে বন্দর ও হার্ব্বর সংক্রান্ত ষ্টেশনের জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্টের ভূমি লওয়া সম্ভাবনা, অতএব ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৪ ধারামতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত কিল্লা কুজঙ্গে ন্যূনাধিক ২৫৩০ একর পরিমিত ভূমির প্রয়োজন সম্ভাবনা। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা বরণীমোহন নদী, পশ্চিম সীমা জম্বু ও বৌণীমোহন

river, on the west by the creek called Kamchakol, which connects the rivers Jumboo and Bownee Mohan, on the south by the river Jumboo, and on the east by the sea, is likely to be required within the aforesaid killah Koojung.

T. Haig, *Lieut.-Col., R. E.,*
Offg. Joint-Secy. to the Govt. of Bengal,
in the P. W. D., Irrigation Branch.

নদী সংযোগকারি কামচাকল নামে খাড়ি, দক্ষিণ সীমা জম্বু নদ, পূর্ব্ব সীমা সমুদ্র।

টি হেগ, লেপ্টেনেন্ট কর্ণেল, আর, ই,
পবলি ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে জলসেচন শাখায়
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং জাইণ্ট সেক্রেটারী।

Orders of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal.

LEAVE OF ABSENCE.

The 15th August 1871.

Baboo Judoonauth Mullick, Sudder Moonsiff of Midnapore, for twenty days, under paragraph 16 of the Uncovenanted Absentee Rules.

Baboo Raj Rajessur Bhuttacharjee, Moonsiff of Munglecote, Zillah East Burdwan, for one month, under paragraph 16 of the Uncovenanted Absentee Rules.

The 16th August 1871.

Baboo Gokool Chand, Moonsiff of Pursa, Zillah Sarun, now of Arrah, Zillah Shahabad, for one month, in extension of that granted to him on the 19th June last, under paragraph 11 of the Uncovenanted Absentee Rules.

The 22nd August 1871.

Baboo Ram Lall Sein, Moonsiff of Nicklee, Zillah Mymensingh, for ten days, under paragraph 11 of the Uncovenanted Absentee Rules.

Baboo Robi Chunder Gangooly, Additional Moonsiff of Comillah, Zillah Tipperah, for the ensuing Dusserah vacation, under paragraph 16 of the Uncovenanted Absentee Rules.

The 28th August 1871.

Baboo Hemango Chunder Bose, Moonsiff of Satkhirah, District 24-Pergunnahs, for one month, from the 12th instant, under paragraph 11 of the Uncovenanted Absentee Rules.

Baboo Judoonath Mookerjee, Moonsiff of Bhangah, District Dacca, for one month and fifteen days, from the 18th October next, under Financial Department No. 3622, dated the 12th December 1865.

The 29th August 1871.

Moulvie Sukhaoodeen Ahmed, Moonsiff of Sherepore, District Mymensingh, for two months, in extension of the leave granted to him on the 27th July last, under paragraph 11 of the Uncovenanted Absentee Rules.

বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের আজ্ঞা।

ছুটী।

১৮৭১ সাল ১৫ আগষ্ট।

মেদিনীপুরের সদর মুনসেফ শ্রীযুত বাবু যদুনাথ মল্লিক অচিহ্নিত কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১৬ ধারামতে বিশদিন ছুটী পাইয়াছেন।

পূর্ব্ব বর্দ্ধমান জিলার মঙ্গল কোটের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু রাজরাজেশ্বর ভট্টাচার্য্য অচিহ্নিত কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১৬ ধারামতে এক মাস ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৭১ সাল ১৬ আগষ্ট।

সারণ জিলার পরসার, এইক্ষণে শাহাবাদ জিলার আরার মুনসেফ শ্রীযুত গোকুল চাঁদ বাবু গত জুন মাসের ১৯ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত অচিহ্নিত কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১১ ধারামতে এক মাস ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৭১ সাল ২২ আগষ্ট।

ময়মুনসিংহ জিলার নিকলির মুনসেফ শ্রীযুত বাবু রামলাল সেন অচিহ্নিত কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১১ ধারামতে দশ দিন ছুটী পাইয়াছেন।

ত্রিপুরা জিলার কমিল্লার আডিশ্যনল মুনসেফ শ্রীযুত বাবু রবিচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় অচিহ্নিত কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১৬ ধারামতে আগামি দুর্গোৎসবের বন্দে ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৭১ সাল ২৮ আগষ্ট।

২৪-পরগনা জিলার সাতক্ষীরার মুনসেফ শ্রীযুত বাবু হেমাঙ্গ চন্দ্র বসু অচিহ্নিত কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১১ ধারামতে এই মাসের ১২ তারিখ অবধি এক মাস ছুটী পাইয়াছেন।

ঢাকা জিলার ভাঙ্গার মুনসেফ শ্রীযুত বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ফিনান্শ্যল ডিপার্টমেণ্টের ১৮৬৫ সালের ১২ ডিসেম্বরের ৩৬২২ নং বিজ্ঞাপনমতে আগামি অক্টোবর মাসের ১৮ তারিখঅবধি এক মাস পনের দিন ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৭১ সাল ২৯ আগষ্ট।

ময়মুনসিংহ জিলার শেরপুরের মুনসেফ শ্রীযুত মৌলবী সখাউদ্দীন আহম্মদ গত জুলাই মাসের ২৭ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত অচিহ্নিত কার্য্যকারকের ছুটীর বিধির ১১ ধারামতে দুই মাস ছুটী পাইয়াছেন।

The 31st August 1871.

Baboo Munoo Lall Chatterjee, Moonsiff of Pandooah, District Hooghly, for one month, under paragraph 16 of the Uncovenanted Absentee Rules.

The 1st September 1871.

Baboo Krishna Mohun Mookerjee, Additional Moonsiff of Khoolna, District Jessore, for the ensuing Dusserah Vacation, under paragraph 16 of the Uncovenanted Absentee Rules.

The 5th September 1871.

Baboo Umachurn Kastoogree, Moonsiff of Ameergung, District Tipperah, for the ensuing Dusserah Vacation, under paragraph 16 of the Uncovenanted Absentee Rules.

The 5th September 1871.

Baboo Grish Chunder Roy, Moonsiff of Commillah, in the District of Tipperah, for twenty days, from the 15th October, under paragraph 16 of the Uncovenanted Absentee Rules.

By order of the High Court.

W. M. SOUTTAR,
Offg. Registrar.

১৮৭১ সাল ৩১ আগষ্ট।

হুগলী জিলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়ার মুনসেফ শ্রীযুত বাবু মধুলাল চট্টোপাধ্যায় অচিহ্নিত কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১৬ ধারামতে এক মাস ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৭১ সাল ১ সেপ্টেম্বর।

যশোহর জিলার খুলনার মুনসেফ শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণ মোহন মুখোপাধ্যায় অচিহ্নিত কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১৬ ধারামতে আগামি দুর্গোৎসবের বন্দে ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৭১ সাল ৫ সেপ্টেম্বর।

ত্রিপুরা জিলার আমীর গাঁয়ের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু উমাচরণ কাস্টগিরি, অচিহ্নিত কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১৬ ধারামতে আগামি দুর্গোৎসবের বন্দে ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৭১ সাল ৫ সেপ্টেম্বর।

ত্রিপুরাজিলার অন্তর্গত কমিল্লার মুনসেফ শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র রায় অচিহ্নিত কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১৬ ধারামতে আগামি অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখঅবধি বিশ দিন ছুটী পাইয়াছেন।

হাই কোর্টের আজ্ঞাক্রমে,
ডবলিউ এম স্যুটর,
একটিং রেজিষ্ট্রার।

MISCELLANEOUS ADVERTISEMENT. সাধারণ ব্যক্তিদের ইশ্‌তিহার।

বিজ্ঞাপন।—জেলা যশোরের পং নলদির সাকলিয়াবাসী গঙ্গাকান্ত মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার স্ত্রী দুর্গাদেবীর পক্ষে ঐ গ্রামবাসী রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের নামে আমমোক্তারি ক্ষমতা রহিত করা হইয়াছে। ১ ভাদ্র ১২৭৮।

(108—3)

THE
GENERAL RULES AND CIRCULAR ORDERS
OF THE
CALCUTTA HIGH COURT,
(CIVIL AND CRIMINAL SIDES):
With separate Indices and Tables of cancelled orders,
BY
C. D. FIELD, M. A., L. L. D.,
Of the Inner Temple, Barrister-at-law, and of H. M.'s Bengal Civil Service, Offg. Judge of Chittagong.

Vol. I. from 1862 to 1868.—Vol. II. from 1868 to September 1871.—The Second Vol. will contain as an *Appendix* an *Index* to such of the Circular Orders of the Old Sadr Court as are now in force.

Price of the two volumes ... Rs. 10.

Apply to MESSRS. THACKER, SPINK & Co.,
5, *Government Place, Calcutta.*

(110—3)

[*Government Gazette*, 12*th September* 1871.]

কলিকাতা বাঙ্গাল সেক্রেটারীয়েট যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্যে শ্রীযুত এডউইন মারস্ লুইস সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

১ নং।

গবর্ণমেণ্ট গেজেটের ক্রোড়পত্র।

TUESDAY, SEPTEMBER 12, 1871.

মঙ্গলবার ১৮৭১ সাল ১২ সেপ্টেম্বর।

বিজ্ঞাপন।

ইহাতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নিম্নলিখিত বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনে যে সকল মহালের উল্লেখ হইল সে সকল মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকী স্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিয়মের অধীন হইয়া বিক্রয় হইবে।

বিক্রয়ের নিয়ম।

১।—প্রত্যেক মহাল পার্শ্বের লিখিত নির্দ্দিষ্ট সদর জমার অধীন হইয়া যে ব্যক্তি নীলামে প্রথম ডাকের উপর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ডাকিবে তাহাকে দেওয়া যাইবে।

২।—বর্ত্তমান পাট্টা এবং বন্দোবস্তের কার্য্য কি প্রবল আইনহইতে উৎপন্ন স্বত্ব সকল বিক্রয়ের পরে বহাল থাকিবে। রাজস্বের কার্য্যকারকদিগের কৃত জমাবন্দীতে যে২ খোদকস্তা রাইয়ত স্বাক্ষর করিয়াছে ক্রেতারা তাহারদিগের স্বত্ব মানিতে বাধ্য হইবে।

৩।—একশত টাকার অনধিক পণ হইলে সেই সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে।

৪।—একশত টাকার অধিক হইলে ডাক পণের চারি অংশের এক অংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবে বিক্রয়ের দিবস এক দিন বলিয়া গণনা করিলে বিক্রয়ান্তর পঞ্চদশ দিনের মধ্যাহ্ন কালে, কিম্বা সেই দিবস বন্দের দিন হইলে তৎপরে প্রথম যে দিন কাছারী খোলা যায় সেই দিনের মধ্যাহ্ন কালে, যদি অবশিষ্ট টাকা দাখিল না হয়, তবে বিক্রয় রহিত ও গচ্ছিত টাকা গবর্ণমেণ্টে জব্দ হইবে, ও প্রথম স্থলীয় বিক্রয়ের ন্যায় পুনর্ব্বার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করণপূর্ব্বক ঐ ত্রুটিকারি ক্রেতার ঝুঁকিতে সেই মহাল পুনর্ব্বার বিক্রয় হইবে।

৫।—মহালের উপর যে সামান্য সদর জমা ধার্য্য হইয়াছে ক্রেতারা তদতিরিক্ত রাস্তা প্রস্তুত ও গমনাগমনের সুবিধার নিমিত্ত কর ও দিতে বাধিত হইবেন। তাঁহারা যে তারিখঅবধি ক্রীত মহাল দখল করেন সেই তারিখঅবধি সদর জমার উপর শতকরা এক টাকার হিসাবে ঐ কর ধার্য্য হইবে। ঐ কর বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইতে পারিবে।

রেবিনিউ বোর্ডের আজ্ঞাক্রমে,
ডি জে মাকনিল,
একটিং সেক্রেটারী।

নীলামের ইশ্‌তিহার।

জিলা বীরভূম।

এস্তাহারনামা কাছারি কালেক্‌টরি জিলা বীরভূম।

ইহাতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে অত্র জিলার মধ্যবর্ত্তি নিম্নের লিখিত বি, শ্রেণীভুক্ত জমি ইষ্ট ইণ্ডীয়া রেইলওয়ে কোম্পানির আর আবশ্যক না থাকা প্রযুক্ত সন ১৮৭২ সালের ১২ জানুআরি মোতাবক সন ১২৭৮ সালের ২৯ পৌষ শুক্রবার জিলা বীরভূমের কালেক্‌টরী কাছারিতে বিক্রয় হইবেক। এই সকল জমি যে ব্যক্তিরা ক্রয় করিবেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত নিয়মের অধীন থাকিবেন।

১। একশত টাকার অনধিক পণ হইলে সেই সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে।

২। একশত টাকার অধিক হইলে ডাক পণের চারি অংশের একাংশ তৎক্ষণাৎ দিতে হইবেক বিক্রয়ের দিবস এক দিন ধরিয়া গণনা করিলে বিক্রয়ান্তর পঞ্চদশ দিনের মধ্যাহ্নকালে কিম্বা সেই দিবস বন্দের দিন হইলে তৎপর প্রথমে যে দিন কাছারি খোলা যায় সেই দিন মধ্যাহ্নকালে যদি অবশিষ্ট দাখিল না হয় তবে বিক্রয় রহিত ও গচ্ছিত টাকা গবর্ণমেণ্টে জব্দ হইবে ও প্রথমস্থলীয় বিক্রয়ের ন্যায় পুনর্ব্বার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করণ পূর্ব্বক ঐ ত্রুটিকারি ক্রেতার ঝুঁকিতে সেই মহাল পুনর্ব্বার বিক্রয় হইবেক।

৩। ঐ জমি সকল অবধারিত মূল্যের সর্ব্বউচ্চ ডাককারিকে নিষ্কর বিক্রয় করা যাইবেক ইতি।

রাজকীয় মহালের তৈফি-য়তের নম্বর	তৌজির নম্বর	মহালের নাম ও পর-গনা	জমির পরিমাণ	সদর জমা।			নীলামের প্রথম ডাক।	মন্তব্য।
				ধার্য্য করা রাজস্ব	রাস্তার টাক্‌স	মোট।		
			এঃ রোঃ পোঃ					
৪৯৭	১৪১	রামচন্দ্রপুর পং আলি নগর	৫।৩।২৫	০	০	০	২২৲	
,,	,,	,, ,,	০।১।৩১	০	০	০	৬৲	
,,	,,	,, ,,	১।০।১১	০	০	০	৮৲	
,,	,,	,, ,,	১।০।২৩	০	০	০	১৫৲	

T. T. ALLEN,
Offg. Collector.

(F)

বাঙ্গাল সেক্রেটারীয়েট যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত এডউইন মরিস্‌ লুইসসাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

CALCUTTA

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, SEPTEMBER 19, 1871.

মঙ্গলবার ১৮৭১ সাল ১৯ সেপ্টেম্বর।

Government of India.

LEGISLATIVE DEPARTMENT.

THE following Bill was introduced into the Council of the Governor General of India for the purpose of making Laws and Regulations on the 29th August 1871, and was referred to a Select Committee with instructions to make their report thereon in six weeks :—

No. 20 OF 1871.

A Bill for declaring the local extent of certain Acts passed by the Imperial Legislative Council.

Preamble.

WHEREAS it is expedient to declare the local extent of certain Acts passed by the Governor General in Council, the Legislative Council of India, and the Council of the Governor General for making Laws and Regulations; It is enacted as follows :—

Short Title.

1. This Act may be called the "General Acts' Local Extent Act, 1871."

Extent of Acts enumerated in Schedule.

2. The unrepealed provisions of the Acts mentioned in the Schedule hereto annexed are declared to extend to the whole of British India, except such territories as may be removed from the operation of the ordinary laws by any enactment

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কর্ম্মবিভাগ।

আইনের এই পাণ্ডুলিপি ১৮৭১ সালের আগষ্ট মাসের ২৯ তারিখে আইন ও ব্যবস্থা করণার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভায় পঠিত হইয়া মনোনীত কমিটীর প্রতি অর্পণ করা গেল ও ছয় সপ্তাহের মধ্যে তদ্বিষয়ের রিপোর্ট করিতে আদেশ হইল।

১৮৭১ সালের ২০ নম্বর।

রাজকীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত কোন২ আইনের দেশ সম্বন্ধীয় ব্যাপকতা নির্ণয় করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের ও ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভার এবং আইন ও ব্যবস্থা করণার্থ শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভার প্রণীত কোন২ আইন যে২ স্থানে ব্যাপ্ত হইবে তাহা নির্দ্দেশ করা বিহিত। এই হেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।

সংক্ষেপ নামের কথা।

১ ধারা। এই আইন "দেশসম্বন্ধে সাধারণ আইনের ব্যাপকতাবিষয়ক ১৮৭১ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে ইতি।

তফসীলের উল্লিখিত আইন যে২ স্থানে ব্যাপ্ত হইবে তাহার কথা।

২ ধারা। এই আইনের তফসীলে যে সকল আইনের উল্লেখ হইল তাহার যে২ বিধান রহিত হয় নাই যৎকালের যে আইনানুসারে যে দেশ সাধারণ আইনের বিধানের বহির্ভূত করা যায় তদ্ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত

for the time being in force : Provided that nothing herein contained shall be deemed to bar the power of the Governor General in Council or the Local Government, under the law for the time being in force, to extend to any part of such territories any Act mentioned in the said Schedule.

বিধান ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইবে। কিন্তু যৎকালের যে আইন অনুসারে উক্ত দেশের কোন অংশে উক্ত তফসীলের উল্লিখিত কোন আইন প্রচলিত করিতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের যে ক্ষমতা আছে এই আইনের কোন কথাদ্বারা তাহা নিবৃত্ত হইল বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না ইতি।

3. Nothing in this Act shall be held to affect the local limits of the operation of any Act not mentioned in the said Schedule.

Saving of local jurisdiction of Acts not mentioned in Schedule.

৩ ধারা। উক্ত তফসীলে যে২ আইনের উল্লেখ হয় নাই এই আইনের কোন কথাদ্বারা সেই আইনের স্থান সমন্ধীয় ব্যাপকতার ব্যাঘাত হইল জ্ঞান করিতে হইবে না ইতি।

তফসীলের অলিখিত আইনের ব্যাপকতা রক্ষা করণের কথা।

SCHEDULE.

No. and Year.	Subject or Title.
Act IX of 1836 ...	Power to Commanding Officer to administer oaths.
„ XXVI „ „ ...	Governor General's Camp Police.
„ IV „ 1837 ...	Power to acquire land.
„ XXV „ 1838 ...	Wills executed before the 1st January 1866.
„ XXXI „ „ ...	Fines inflicted by Supreme Courts.
„ XXII „ 1839 ...	An Act for enabling persons charged with offences to make their defence more effectually.
„ XXIX „ „ ...	An Act for the Amendment of the Law relating to Dower.
„ XXX „ „ ...	An Act for the Amendment of the Law of Inheritance.
„ XXXII „ „ ...	An Act concerning the Allowance of Interest in certain cases.
„ VI „ 1840 ...	An Act for the Amendment of the Law concerning the negociation of Bills of Exchange.
„ XIII „ „ ...	An Act for the Amendment of the Law regarding Factors, by extending to the territories of the East India Company, in cases governed by English Law, the provisions of the Statute 4, Geo. IV, Chap. 83, as altered and amended by the Statute 6, Geo IV. Chap. 94.
„ XXIII „ „ ...	An Act for executing within the local limits of the jurisdiction of Her Majesty's Courts Legal Process issued by authorities in the Mofussil.
„ VIII „ 1841 ...	An Act to enable Her Majesty's Supreme Courts within the Territories of the East India Company to give relief against adverse claims made upon persons having no interest in the subject of such claims.
„ X „ „ ...	An Act for prescribing the Rules to be observed, in order that ships or vessels belonging to ports within the Territories, under the Government of the East India Company, or belonging to Native Princes or States, or their subjects, may become entitled to the privileges of British ships under a proclamation of the Governor General of India in Council, made in pursuance of the Statute 3rd & 4th Vic., Chap. 56.

No. and Year.	Subject or Title.
Act XI of 1841 ...	An Act for consolidating and amending the Regulations concerning Military Courts of Requests for Native Officers and Soldiers in the Service of the East India Company.
„ XVIII „ „ ...	An Act for consolidating and amending the enactments concerning the exportation of Military Stores.
„ XIX „ „ ...	An Act for the protection of movable and immovable property against wrongful possession in cases of successions.
„ XXIV „ „ ...	An Act for the greater uniformity of the Law administered by Her Majesty's Supreme Courts with that administered in England, in regard to the undisposed residue of the Effects of Testators, Illusory Appointments, the transfer of Estates by persons under disabilities pursuant to the direction of Courts, and the better management of the property of such persons, and other like matters.
„ XXVI „ „ ...	An Act for extending in cases governed by English Law certain provisions of the Statutes 3rd and 4th William IV., Chap. 42, entitled "An Act for the further Amendment of the Law and the better Advancement of Justice."
„ IX „ 1842 ...	An Act for extending the Statute Ch. XXI, 4th and 5th of Queen Victoria, in certain cases to the Territories of the East India Company.
„ XII „ „ ...	An Act for the better regulation of Military Bazars, and defining the liabilities of camp followers.
„ V „ 1843 ...	An Act for declaring and amending the Law regarding the condition of Slavery within the Territories of the East India Company.
„ XX „ 1844 ...	An Act to amend the Law relating to Advances *bonâ fide* made to Agents intrusted with Goods, by extending to the Territories of the East India Company, in cases governed by English Law, the Provisions of the Statute 5 and 6 Victoria, c. 39, as altered by this Act.
„ XX „ 1847 ...	An Act for the encouragement of learning in the Territories subject to the Government of the East India Company, by defining and providing for the enforcement of the right called Copyright therein.
„ XXI „ 1848 ...	An Act for avoiding Wagers.
„ I „ 1849 ...	An Act to provide more effectually for the punishment of offences committed in Foreign States.
„ V „ 1850 ...	An Act for freedom of the Coasting Trade of India.
„ XI „ „ ...	An Act to amend Act X, 1841.
„ XII „ „ ...	For avoiding loss by the default of Public Accountants.
„ XVIII „ „ ...	An Act for the protection of Judicial Officers.
„ XIX „ „ ...	Concerning the binding of Apprentices.
„ XXI „ „ ...	An Act for extending the principle of Section IX, Regulation VII, 1832, of the Bengal Code, throughout the Territories subject to the Government of the East India Company.
„ XXVI „ „ ...	An Act to enable improvements to be made in Towns.
„ XXXIV „ „ ...	An Act for the better Custody of State Prisoners.

No. and Year.	Subject or Title.
Act XXXVII of 1850 ...	For regulating Inquiries into the behaviour of Public Servants.
„ XXX „ 1852 ...	An Act for the Naturalization of Aliens.
„ XXXIII „ „ ...	An Act to facilitate the enforcement of Judgments in places beyond the Jurisdiction of the Courts pronouncing the same.
„ II „ 1853 ...	An Act to remove doubts as to the liability of all subjects of Her Majesty to the same jurisdictions as Natives in respect of public and police duties and public charges incident to the holders of land or their local Agents or Managers.
„ VII „ 1854 ...	An Act for the apprehension within the territories under the Government of the East India Company, of persons charged with the Commission of heinous offences beyond the limits of the said territories, and for delivering them up to Justice, and to provide for the execution of warrants in places out of the Jurisdiction of the authorities issuing them.
„ XVIII „ „ ...	An Act relating to Railways in India.
„ XXXI „ „ ...	An Act to abolish real actions and also fines and common recoveries, and to simplify the modes of conveying land in cases to which the English Law is applicable.
„ XI „ 1855 ...	An Act relating to mesne profits and to improvements made by holders under defective titles in cases to which the English Law is applicable.
„ XII „ „ ...	An Act to enable Executors, Administrators or Representatives to sue and be sued for certain wrongs.
„ XIII „ „ ...	An Act to provide compensation to families for loss occasioned by the death of a person caused by actionable wrong.
„ XVIII „ „ ...	An Act to remove doubts relating to the power to grant Pardons and Reprieves and Remissions of Punishments in India.
„ XXII „ „ ...	An Act for the Regulation of Ports and Port-dues.
„ XXIII „ „ ...	An Act to amend the Law relating to the administration of the Estates of deceased persons charged with money by way of Mortgage.
„ XXIV „ „ ...	An Act to substitute penal servitude for the punishment of Transportation in respect of European and and American Convicts, and to amend the Law relating to the removal of such Convicts.
„ XXVI „ „ ...	An Act to facilitate the payment of small deposits in Government Savings' Banks to the representatives of deceased depositors.
„ XXVIII „ „ ...	An Act for the repeal of the Usury Laws.
„ XXXIV „ „ ...	An Act to explain and amend Act No. XXXIII of 1852.
„ IX „ 1856 ...	An Act to amend the Law relating to Bills of Lading.
„ XI „ „ ...	An Act for the better prevention of desertion by European Soldiers from the Land Forces of Her Majesty and of the East India Company in India.
„ XV „ „ ...	An Act to remove all legal obstacles to the marriage of Hindoo Widows.
„ XI „ 1857 ...	An Act for the prevention, trial and punishment of offences against the State.

No. and Year.		Subject or Title.
Act	XXV of 1857 ...	An Act to render Officers and Soldiers in the Native Army liable to forfeiture of property for mutiny, and to provide for the adjudication and recovery of forfeitures of property in certain cases.
,,	III ,, 1858 ...	An Act to amend the Law relating to the arrest and detention of State Prisoners.
,,	XXXV ,, ,, ...	An Act to make better provision for the care of the Estates of Lunatics not subject to the jurisdiction of the Supreme Courts of Judicature.
,,	XXXVI ,, ,, ...	An Act relating to Lunatic Asylums.
,,	III ,, 1859 ...	An Act for conferring Civil Jurisdiction in certain cases upon Cantonment Joint Magistrates, and for constituting those Officers' Registers of Deeds.
,,	VIII ,, ,, ...	An Act for simplifying the Procedure of the Courts of Civil Judicature not established by Royal Charter.
,,	XIV ,, ,, ...	An Act to provide for the Limitation of Suits.
,,	XV ,, ,, ...	An Act for granting exclusive privileges to Inventors.
,,	XVIII ,, ,, ..	An Act to amend the law relating to offences declared to be punishable on conviction before a Magistrate.
,,	XXI ,, 1860 ..	An Act for the Registration of Literary, Scientific and Charitable Societies.
,,	XXVII ,, ,, ..	An Act for facilitating the collection of debts on successions, and for the security of parties paying debts to the representatives of deceased persons.
,,	XXXIV ,, ,, ..	An Act to indemnify Officers of Government and other persons in respect of fines and contributions levied, and acts done by them during the late disturbances.
,,	IX ,, 1861 ..	An Act to amend the Law relating to Minors.
,,	XXIII ,, ,, ..	An Act to amend Act VIII of 1859 (for simplifying the Procedure of the Courts of Civil Judicature not established by Royal Charter.)
,,	XXV ,, ,, ..	An Act for simplifying the Procedure of the Courts of Criminal Judicature not established by Royal Charter.
,,	III ,, 1862 ..	An Act to amend the law relating to the use of a Government Seal.
,,	VI ,, 1863 ..	An Act to consolidate and amend the laws relating to the administration of the Department of Sea Customs in India.
,,	IX ,, ,, ..	An Act to amend the Code of Civil Procedure.
,,	XVI ,, ,, ..	An Act to make special provision for the levy of the Excise Duty payable on Spirits used exclusively in Arts and Manufactures or in Chemistry.
,,	XX ,, ,, ..	An Act to enable the Government to divest itself of the management of Religious Endowments.
,,	XXIII ,, ,, ..	An Act to provide for the adjudication of claims to wasteland.
,,	III ,, 1864 ..	An Act to give the Government certain powers with respect to Foreigners.

No. and Year.	Subject and Title.
Act VI of 1864 ..	An Act to authorize the punishment of whipping in certain cases.
„ XVII „ „ ..	An Act to constitute an Office of Official Trustee.
„ III „ 1865 ..	An Act relating to the rights and liabilities of Common Carriers.
„ XI „ „ ..	An Act to consolidate and amend the Law relating to Courts of Small Causes beyond the local limits of the Ordinary Original Civil Jurisdiction of the High Courts of Judicature.
„ XV „ „ ..	An Act to define and amend the Law relating to Marriage and Divorce among the Parsees.
„ XXI „ „ ...	An Act to define and amend the Law relating to Intestate Succession among the Parsees.
„ V „ 1866 ..	An Act provide a summary procedure on Bills of Exchange and to amend in certain respects the Commercial Law of British India.
„ X „ „ ..	An Act for the incorporation, regulation and winding-up of Trading Companies and other Associations.
„ XV „ „ ..	An Act to amend the Law of Partnership in India.
„ XXI „ „ ..	An Act to legalize, under certain circumstances, the dissolution of marriages of Native Converts to Christianity.
„ XXVIII „ „ ...	An Act to give to Trustees, Mortgages and others, in cases to which English Law is applicable, certain powers now commonly inserted in Settlements, Mortgages and Wills, and to amend the Law of property and relieve Trustees.
„ VIII „ 1867 ..	An Act to amend the Law relating to Horse-racing in India.
„ X „ „ ..	An Act to empower Courts of Small Causes in the Mofussil to refer for decision questions arising previous to the hearing of suits or in the execution of decrees or orders.
„ X „ 1868 ...	An Act to amend the Consolidated Customs' Act.
„ VIII „ 1869 ...	An Act further to amend the Code of Criminal Procedure.
„ I „ 1870 ..	An Act to provide rules relating to Quarantine.

Statement of Objects and Reasons.

Certain Acts of general application passed by the chief Indian Legislature have been treated as in force in territories acquired by the British Government subsequently to their enactment, although never formally extended to such territories. Other enactments, by the same authority and of a similar character, contain in themselves no express definition of their intended local extent.

The object of this Bill is to remove all doubt as to the legal operation of enacments coming within either of these classes, throughout the whole of British India.

Simla,
The 22nd August 1871.

F. R. Cockerell.

H. S. Cunningham,
Offg. Secy. to the Council of the Governor General for making Laws and Regulations.

তফসীল।

সাল ও নং।	নাম বা খ্যাতি।
১৮৩৬ সা. ৯ আ. ..	সৈন্য দলের অধ্যক্ষ সাহেবদিগকে শপথ করাইবার ক্ষমতা দানার্থ আইন।
,, ,, ২৬ আ. ..	শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের ছাউনিসংক্রান্ত পোলীসবিষয়ক আইন।
১৮৩৭ সা. ৪ আ. ...	ভূমি গ্রহণ করিবার ক্ষমতাবিষয়ক আইন।
১৮৩৮ সা. ২৫ আ. ...	১৮৬৬ সালের জানুআরি মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে যে উইল লেখা যায় তদ্বিষয়ক আইন।
,, ,, ৩১ আ. ...	সুপ্রিম কোর্টের আজ্ঞামত অর্থদণ্ডের কথা।
১৮৩৯ সা. ২২ আ. ...	কোন ব্যক্তির নামে অপরাধের অভিযোগ হইলে সফলরূপে তাহার প্রত্যুত্তর করিবার ক্ষমতা প্রদান করণের আইন।
,, ,, ২৯ আ. ...	যৌতুক ধনবিষয়ক আইন সংশোধন করিবার আইন।
,, ,, ৩০ আ. ...	উত্তরাধিকারিত্ববিষয়ক আইন সংশোধন করিবার আইন।
,, ,, ৩২ আ. ...	স্থলবিশেষে সুদ দেওনবিষয়ক আইন।
১৮৪০ সা. ৬ আ. ...	বিল অফ একসচেঞ্জ অর্থাৎ হুণ্ডী ক্রয়বিক্রয় করণবিষয়ক আইন সংশোধন করিবার আইন।
,, ,, ১৩ আ. ...	যে মোকদ্দমায় ইঙ্গলণ্ডীয় ব্যবস্থা প্রবল আছে সেই মোকদ্দমায় চতুর্থ জর্জ্জ রাজার ৪ বৎসরে ৮৩ অধ্যায় চতুর্থ জর্জ্জ রাজার ষষ্ঠ বৎসরের ৯৪ অধ্যায়ের দ্বারা সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশে ব্যাপ্ত করিয়া কুঠিওয়ালাদের বিষয়ক আইন সংশোধিত করিবার আইন।
,, ,, ২৩ আ. ...	মফঃসলের কার্য্যকারকদের হুকুম শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে জারী করণের নিমিত্ত আইন।
১৮৪১ সা. ৮ আ ...	কোন দাওয়াতে যে ব্যক্তিদের স্বার্থ না থাকে তাহার নামে বিপক্ষভাবে দাওয়া করা গেলে কোম্পানি বাহাদুরের দেশান্তর্গত শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রীম কোর্টের প্রতি ঐ ব্যক্তিদের উপকার করিবার ক্ষমতা প্রদান করণার্থ আইন।
,, ,, ১০ আ. ...	মহারাণী বিকটরিয়ার ৩ ও ৪ বৎসরের ৫৬ অধ্যায়ের আইনমতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন তদনুসারে ব্রিটনীয় জাহাজের যে অধিকার থাকে, কোম্পানি বাহাদুরের কিম্বা এতদ্দেশীয় রাজাদের বা অধিপতিদের শাসিত দেশের অন্তর্গত জাহাজ ও নৌকাদির সেই২ অধিকার পাইবার জন্যে যে বিধি মানিতে হইবে তাহার নির্দ্দেশ করণার্থ আইন।
,, ,, ১১ আ. ...	ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীন এদেশীয় সেনাপতি ও সেনাদের নিমিত্ত সৈন্য সম্পর্কীয় কোর্ট রিকেষ্টের বিষয়ি আইন শুধরণপূর্ব্বক এক আইনে সংগ্রহ করণের নিমিত্ত আইন।
,, ,, ১৮ আ ...	যুদ্ধসরঞ্জাম দেশান্তরে রপ্তা করণের আইন সকলের সংশোধনপূর্ব্বক একত্র করণের আইন।
,, ,, ১৯ আ. ...	উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ি স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির অন্যায়রূপে দখল নিবারণের আইন।
,, ,, ২৪ আ. ...	উইল সম্পাদকদের অনিরূপিত অবশিষ্ট দ্রব্য বিষয়ে এবং ছলমাহেতুক দ্রব্যাদি নিরূপণ ও আদালতের আজ্ঞানুসারে অক্ষম ব্যক্তিদের সম্পত্তি হস্তান্তর করণ ও সেই ব্যক্তিদের সম্পত্তির অধ্যক্ষতা করণ প্রভৃতি বিষয়ে ইঙ্গলণ্ডে যেং আইনমত কার্য্য হইয়া থাকে তাহার সঙ্গে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রীম কোর্টের আইনমত কার্য্যের একতা হওনার্থ আইন।
,, ,, ২৬ আ. ...	যেং মোকদ্দমায় ইঙ্গলণ্ডীয় আইন প্রবল হইয়া থাকে "আইন সংশোধন ও ন্যায় বিচার পূর্ব্বাপেক্ষা সফল করণার্থ আইন নামে" চতুর্থ উলিয়ম রাজার ৩ ও ৪ বৎসরের ৪২ অধ্যায়ের কএক বিধান সেই২ মোকদ্দমায় ব্যাপ্ত করণার্থ আইন।
১৮৪২ সা. ৯ আ. ...	স্থলবিশেষে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের প্রতি মহারাণী বিকটরিয়ার ৪ ও ৫ বৎসরের ২১ অধ্যায়ের আইন প্রচলিত করিবার আইন।
,, ,, ১২ আ. ...	সৈন্যসম্পর্কীয় রাজারের পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম নিয়ম করিবার নিমিত্ত এবং সৈন্য সমভিব্যাহারি লোকদের যেং ত্রুটী হইতে পারে তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত আইন।
১৮৪৩ সা. ৫ আ. ...	ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারের মধ্যে গোলামি অবস্থার বিষয়ি আইন নির্ণয় ও সংশোধন করণের আইন।
১৮৪৪ সা ২০ আ. ...	যে মোকদ্দমায় ইঙ্গলণ্ডীয় আইন প্রবল হইয়া থাকে সেই মোকদ্দমায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসিত দেশের প্রতি এই আইনক্রমে সংশোধিত মহারাণী বিকটরিয়ার ৫ ও ৬ বৎসরের ৩৯ অধ্যায়ের বিধান বর্ত্তাইয়া

সাল ও নং।		নাম বা খ্যাতি।
		যে কর্ম্মকারকদের হস্তে বিশ্বাসপূর্ব্বক মালাদি সমর্পণ করা যায় তাহারদিগকে সরলভাবে যে অগ্রিম টাকা দেওয়া যায় তদ্বিষয়ক আইন সংশোধন করিবার আইন।
১৮৪৭ সা. ২০ আ.	...	কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে গ্রন্থস্বত্ব নামক স্বত্ব নির্ণয় ও প্রবল করণের দ্বারা ঐ দেশের মধ্যে বিদ্যার সাহায্য করণের আইন।
১৮৪৮ সা. ২১ আ.	...	বাজী রাখা ব্যর্থ করণের আইন।
১৮৪৯ সা. ১ আ.	...	বিদেশে করা অপরাধের পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলরূপে দণ্ড করণের আইন।
১৮৫০ সা. ৫ অ.	...	ভারতবর্ষের সমুদ্রের তীরস্থ বন্দরে২ অবাধিতরূপে বাণিজ্য হওনের আইন।
,, ,, ১১ আ.	...	১৮৪১ সালের ১০ আইন শুধরিবার আইন।
,, ,, ১২ আ.	...	সরকারী হিসাবীর ক্রটিপ্রযুক্ত ক্ষতি নিবারণের আইন।
,, ,, ১৮ আ.	...	বিচারকর্ত্তাদের রক্ষা করণের আইন।
,, ,, ১৯ আ.	...	আপ্রেণ্টিসকে বদ্ধ করণের বিষয়ি আইন।
,, ,, ২১ আ.	...	বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৯ ধারার মূলনিয়ম কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত সকল দেশে চালাইবার আইন।
,, ,, ২৬ আ.	...	শহরের উত্তমতা করণের ক্ষমতা দেওনের আইন।
,, ,, ৩৪ আ.	..	শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যেং লোককে কয়েদ করিবার হুকুম হয় তাহারদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা ভালমতে কয়েদ করিয় রাখিবার আইন।
,, ,, ৩৭ আ.	...	সরকারী কর্ম্মকারকদের আচরণের বিষয়ের তদারকের নিয়ম [illegible] আইন।
১৮৫২ সা. ৩০ আ.	...	ভিন্ন দেশীয় লোকদিগকে বৃটনীস প্রজাদের ক্ষমতা প্রদানের বিধানবিষয়ক আইন।
,, ,, ৩৩ আ.	...	যে আদালতে ডিক্রী হয় সেই আদালতের এলাকার বাহিরের স্থানে ঐ ডিক্রী জারীর সুগম করণের আইন।
১৮৫৩ সা. ২ আ.	...	ভূম্যধিকারিদের কি তাহারদের গোমাশতা অথবা সরবরাহকারদের সরকারী ও পোলীসের যে কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে হয় ও যে সরকারী খরচ দিতে হয়, তৎসম্পর্কে এদেশীয় লোকেরা যেং আদালতের অধীন আছে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সকল প্রজার সেইং আদালতের অধীন হওনের যোগ্যতার বিষয়ে যে সন্দেহ আছে তাহা ভঞ্জনের আইন।
১৮৫৪ সা. ৭ আ.	..	যে ব্যক্তিদের নামে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের বাহিরে ভারি অপরাধ করণের নালিশ হয়, তাহারদিগকে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে গ্রেপ্তার করণের ও বিচারার্থে সমর্পণ করণের এবং পরওয়ানা জারীকরনিয়া কার্য্যকারকদের এলাকার বাহিরের স্থানে ঐ পরওয়ানা জারী হইবার বিধান করণের আইন।
,, ,, ১৮ আ.	...	ভারতবর্ষের রেলপথবিষয়ক আইন।
,, ,, ৩১ আ.	...	ইঙ্গলণ্ডীয় আইন যেং স্থলে খাটে সেইং স্থলে স্থাবর সম্পত্তির দাবীর মোকদ্দমা ও ফাইল ও কামন রিকবরি রহিত করিবার এবং ভূমি হস্তান্তর করণের নিয়ম সহজ করিবার আইন।
১৮৫৫ সা. ১১ আ.	...	ইঙ্গলণ্ডীয় আইন যেং স্থলে খাটিতে পারে সেইং স্থলে ওয়াসীলাতের বিষয়ের এবং দুর্ব্বল অধিকারক্রমে যাহারা দখিলকার হয় তাহারা ভূমির উত্তমতা করে তদ্বিষয়ের আইন।
,, ,, ১২ আ.	...	অছিদের কি আডমিনিষ্ট্রেটরদের কি স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদের কেনং লোকসানের বিষয়ে নালিশ করিবার ও তাহারদের নামে নালিশ হইবার ক্ষমতা দেওনের আইন।
,, ,, ১৩ আ.	...	যে ক্ষতির বাবৎ দাবীর নালিশ হইতে পারে এমত ক্ষতিরদ্বারা কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার পরিবারের ঐ ক্ষতিপূরণ পাইবার বিধান করণের আইন।
,, ,, ১৮ আ.	..	ভারতবর্ষের মধ্যে ক্ষমা করণের ও প্রাণদণ্ড ক্ষমা করণের ও দণ্ড রহিতকরণের ক্ষমতাবিষয়ি সন্দেহ ভঞ্জনের আইন।
,, ,, ২২ আ.	...	বন্দর ও বন্দরের মাশুলের বিধি করিবার আইন।
,, ,, ২৩ আ.	...	মৃত ব্যক্তিদের যে ইষ্টেটের উপর বন্ধকক্রমে কোন টাকার দায় থাকে তাহার কার্য্যনির্ব্বাহের বিষয়ের আইন সংশোধন করিবার আইন।
,, ,, ২৪ আ.	...	ইউরোপীয় ও আমেরিকা দেশীয় বন্দুয়ানেরদের দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের পরিবর্ত্তে খাটনির দণ্ড নিরূপণ করণের আর ঐ প্রকাকার বন্দুয়ানেরদিগকে স্থানান্তর করিবার আইন সংশোধন করিবার আইন।
,, ,, ২৬ আ.	...	যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের সেবিং ব্যাঙ্কে অল্প টাকা জমা করিয়া মরেন তাঁহারদের স্থলাভিষিক্তদিগকে ঐ টাকা দেওয়া সহজ করণের আইন।
,, ,, ২৮ আ.	...	অধিক সুদ লইবার আইন রদ করিবার আইন।

সাল ও নং।		নাম বা খ্যাতি।
১৮৫৫ সা. ৩৪ আ.	...	১৮৫২ সালের ৩৩ আইনের অর্থ করণের ও সেই আইন সংশোধন করণের আইন।
১৮৫৬ সা. ৯ আ.	...	বিল অফ লেডিং অর্থাৎ মাল বোঝাই করিবার একরারনামা বিষয়ক আইন সংশোধন করিবার আইন।
,, ,, ১১ আ.	...	ভারতবর্ষে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ও ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যদলে যে ইউরোপীয় সৈন্যেরা আছে তাহারদের পলায়ন করা নিবারণার্থ আইন।
,, ,, ১৫ আ.	...	হিন্দু বিধবাদের বিবাহের আইনঘটিত সকল বাধা রহিত করণের আইন।
১৮৫৭ সা. ১১ আ.	...	রাজ্যবিপরীত অপরাধ নিবারণ করিবার ও সেই অপরাধের বিচার ও দণ্ড করিবার আইন।
,, ,, ২৫ আ.	...	এদেশীয় পল্টনের হুদ্দাদারেরা ও সিপাহীরা রাজবিদ্রোহি হইলে তাহারদের সম্পত্তি জব্দ হইবার যোগ্য করিবার ও কোন২ স্থলে তাহারদের সম্পত্তি জব্দ হইবার আজ্ঞা করিবার ও তাহা ফিরিয়া পাইবার বিধান করিবার আইন।
১৮৫৮ সা. ৩ আ.	...	রাজ্যের বিপরীত অপরাধি যে লোকেরদের কয়েদ হইবার হুকুম শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে হয় তাহারদিগকে গ্রেফ্তার করিবার ও কয়েদ রাখিবার আইন সংশোধন করিবার আইন।
,, ,, ৩৫ আ.	...	ক্ষিপ্ত যে লোকেরা সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে না থাকে তাহারদের ইষ্টেট রক্ষা করিবার আরো উত্তম বিধান করিবার আইন।
,, ,, ৩৬ আ.	...	ক্ষেপা লোকেরদের আশ্রয়ের আইন।
১৮৫৯ সা. ৩ আ.	...	সৈন্যেরদের ছাউনি স্থানের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে কোন২ স্থলে দেওয়ানী কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওনের ও তাঁহারদিগকে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টর করণের আইন।
,, ,, ৮ আ.	...	দেওয়ানী মোকদ্দমার যে২ আদালত রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত হয় নাই সেই২ আদালতে মোকদ্দমার কার্য্য সহজ করিবার আইন।
,, ,, ১৪ আ.	...	মোকদ্দমার মিয়াদের বিধি করিবার আইন।
,, ,, ১৫ আ.	...	যাঁহারা নবকল্পিত কারিগরী প্রকাশ করেন তাঁহারদিগকে বিশেষ ক্ষমতা দিবার আইন।
,, ,, ১৮ আ.	...	মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে যে২ অপরাধের প্রমাণ হইয়া দণ্ড হইতে পারে তাহার আইন সংশোধন করিবার আইন।
১৮৬০ সা. ২১ আ.	...	সাহিত্য ও বিদ্যাঘটিত ও দানাদি কার্য্যের সমাজ রেজিষ্টরী করিবার আইন।
,, ,, ২৭ আ.	...	উত্তরাধিকারিত্বের গতিকে পাওনা টাকা আদায় করা সুগম করণের ও মৃত ব্যক্তিদের স্থলাভিষিক্ত লোকদিগকে যাহারা আপন২ কর্জ্জ টাকা পরিশোধ করিয়া দেয় তাহারদের বেমুঁকী হওনের আইন।
,, ,, ৩৪ আ.	...	সম্প্রতিকার গোলযোগের কালে সরকারী কার্য্যকারক সাহেবেরা ও অন্য লোকেরা যে সকল জরীমানার ও চাঁদার টাকা আদায় করিলেন ও যে২ কর্ম্ম করিলেন তাহার নিমিত্তে তাঁহারদিগকে দায়হইতে মুক্ত করিবার আইন।
১৮৬১ সা. ৯ আ.	...	নাবালগদের বিষয়ি আইন সংশোধন করিবার আইন।
,, ,, ২৩ আ.	...	ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সালের ৮ আইন (অর্থাৎ দেওয়ানী মোকদ্দমার যে২ আদালত রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত হয় নাই সেই২ আদালতে মোকদ্দমার কার্য্য সহজ করিবার আইন) সংশোধন করিবার আইন।
,, ,, ২৫ আ.	...	ফৌজদারী যে সকল আদালত রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত হয় নাই সেই সকল আদালতে মোকদ্দমার কার্য্য সুগম করিবার আইন।
১৮৬২ সা. ৩ আ.	...	গবর্ণমেণ্টের মোহর ব্যবহার করণবিষয়ি আইন সংশোধনের আইন।
১৮৬৩ সা. ৬ আ.	...	ভারতবর্ষে সমুদ্রদ্বারা আমদানী ও রপ্তানী করা দ্রব্যের উপর মাসুলের আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইন।
,, ,, ৯ আ.	...	দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইন সংশোধন করিবার আইন।
,, ,, ১৬ আ.	..	কেবল শিল্পাদি কর্ম্মে কি কিমিয়া বিদ্যাতে যে মদিরার ব্যবহার হয় তাহার উপর এক সাইসের মাসুল আদায় করিবার বিশেষ বিধান করণার্থ আইন।
,, ,, ২০ আ.	...	ধর্ম্মার্থে দত্ত ভূম্যাদি তত্ত্বাবধারণ কার্য্য গবর্ণমেণ্টের ত্যাগ করিবার ক্ষমতাদানার্থ আইন।
,, ,, ২৩ আ.	..	পতিত ভূমির উপর দাওয়ার নিষ্পত্তি করিবার বিধান করণার্থ আইন।
১৮৬৪ সা. ৩ আ.	..	ভিন্ন দেশীয় ব্যক্তিদের বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে ক্ষমতা বিশেষ দান করিবার আইন।
,, ,, ৬ আ.	..	কোন২ স্থলে কশাঘাত দণ্ড করণের অনুমতি দিবার আইন।

সাল ও নং।		নাম ও ব্যাখ্যাতি।
১৮৬৪ সা, ১৭ আ.	...	রাজকীয় ট্রষ্টির পদ সংস্থাপনের আইন।
১৮৬৫ সা. ৩ আ.	...	সাধারণ দ্রব্যবাহকদের স্বত্ব ও দায় বিষয়ক আইন।
,, ,, ১১ আ.	...	ধর্ম্মাধিকরণ নির্ব্বাহক হাই কোর্টের সাধারণ প্রথমস্থলীয় দেওয়ানী বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার বহির্ভূত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতবিষয়ক ব্যবস্থ সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইন।
,, ,, ১৫ আ.	...	পারসী লোকদিগের বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদসম্পর্কীয় ব্যবস্থা অবধারণ ও সংশোধনার্থ আইন।
,, ,, ২১ আ.	...	পারসী লোকদের মধ্যে চরমপত্রাভাবঘটিত উত্তরাধিকারিত্ব ব্যবস্থা নিরূপণ ও সংশোধনার্থ আইন।
১৮৬৬ সা. ৫ আ.	...	হুণ্ডীর উপর সরাসরী কার্য্যপ্রণালীর বিধান করণার্থ এবং ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বাণিজ্যবিষয়ক আইন কোন২ অংশে সংশোধন করণার্থ আইন।
,, ,, ১০ আ.	...	বণিক কোম্পানির ও সংসৃষ্ট অন্যান্য ব্যক্তির সমবেত করণ ও কার্য্যের ও কর্ম্ম বন্ধ করণের আইন।
,, ,, ১৫ আ.	...	ভারতবর্ষের মধ্যে সংভূয় সমুত্থানের ব্যবস্থা সংশোধনার্থ আইন।
,, ,, ২১ আ.	...	এদেশীয় যে লোকেরা খৃষ্টিধর্ম্মাবলম্বী হন বিশেষ২ গতিকে তাঁহারদের বিবাহবন্ধনবিলোপ ব্যবস্থা সিদ্ধ করণার্থ আইন।
,, ,, ২৮ আ.	...	ধনমিরূপণপত্রে ও বন্ধকীপত্রে ও উইলে যে২ ক্ষমতার উল্লেখ হইয়া থাকে ইঙ্গলণ্ডীয় আইন যে স্থলে বর্ত্তিতে পারে সেই স্থলে ন্যাসধারি ও বন্ধকগৃহীতা প্রভৃতিকে সেই২ ক্ষমতা প্রদান করণার্থ এবং স্বামিত্ব বিষয়কা আইন সংশোধন পূর্ব্বক ন্যাসধ্যারিদের ভার লঘু করণার্থ আইন।
১৮৬৭ সা. ৮ আ.	...	ভারতবর্ষের মধ্যে ঘোড়দৌড় করণবিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ আইন।
,, ,, ১০ আ.	...	মফঃসলের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে মোকদ্দমা শ্রবণের পূর্ব্বে কিম্বা ডিক্রী কি আজ্ঞা সাধনসংক্রান্ত বিবাদ, উত্থিত হইলে তাহা নিষ্পত্তি হইবার জন্যে সমর্পণ করিতে ঐ২ আদালতের প্রতি ক্ষমতাদান করণার্থ আইন।
১৮৬৮ সা. ১০ আ.	...	কষ্টমের সংগৃহীত আইনসংশোধনার্থ আইন।
১৮৬৯ সা. ৮ আ.	...	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইন সংশোধন করিবার আইন।
১৮৭০ সা. ১ আ.	...	কারাণ্টাইনবিষয়ক বিধি করিবার আইন।

অভিপ্রায়ের ও হেতুর বর্ণনা।

ভারতবর্ষীয় প্রধান ব্যবস্থাপ্রণেতাদের প্রচারিত কোন২ আইন সাধারণরূপে প্রয়োগ হওয়াতে প্রবল হইবার পরে ব্রিটনীয় গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত দেশে প্রচলিত বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা নিয়মমতে প্রচলিত করা যায় নাই। উক্ত কর্ত্তৃপক্ষের সেই প্রকারের অন্য২ আইনও কোন২ স্থানে প্রচলিত হইবে ঐ আইনে স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

এই কারণে উক্ত সকল আইন ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত সমস্ত দেশে নিয়মিতরূপে প্রচলিত থাকার সন্দেহ ভঞ্জন করা এই পাণ্ডুলিপির উদ্দেশ্য।

এফ আর কক্রেল,

সিমলা
১৮৭১ সাল ২২ আগষ্ট।

এচ এস কনিংহাম।
আইন ও ব্যবস্থা করণার্থ শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভার একটিং সেক্রেটারী।

JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৭১। ১৯ সেপ্টেম্বর।]

Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal.

REVENUE AND GENERAL DEPARTMENTS.

No. 1351R.

APPOINTMENTS.

The 7th September 1871.—Baboo Puddolochun Das to be temporarily Secretary to the Local Committee of Public Instruction at Goalparah.

The 11th September 1871.—Lieutenant Leopold James Henry Grey, Assistant Commissioner of Lohardaggah, is vested with the powers of a Subordinate Magistrate of the First Class.

The 12th September 1871.—Mr. Cecil Ansdell Wilkins, Assistant Magistrate and Deputy Collector, Monghyr, is vested with the powers of a Collector, under Act XII. of 1871, in that District.

Baboo Judoonath Bose, B.A., Deputy Magistrate and Deputy Collector, Midnapore, to have charge of the Sub-division of Gurbettah.

Baboo Rutton Lal Ghose, Deputy Magistrate and Deputy Collector of Gurbettah, is transferred to the Sudder Station of Midnapore.

Baboo Jogeshur Mookerjee, M.A. and B.L., Deputy Magistrate and Deputy Collector, to have charge of the Sub-division of Cutwa, in Burdwan.

Baboo Chunder Narain Sing, M.A., Deputy Magistrate and Deputy Collector of Cutwa, is transferred to the Sudder Station of Bancoorah.

Mr. G. M. Goodricke, Assistant Collector of Customs, Calcutta, is vested with powers to adjudge any confiscation, penalty, or increased rates of duty within the limits prescribed by Section 219, Act VI. of 1863, for an Assistant Collector of Customs.

Mr. C. P. Crouch, Officiating Assistant Superintendent of Police, Chittagong Hill Tracts, is vested with the powers of a Subordinate Magistrate, First Class, and Deputy Collector.

LEAVE OF ABSENCE.

The 9th September 1871.—Mr. Andrew William Cochran, Assistant Magistrate of Cox's Bazar, Chittagong, for six weeks, under Section XIX. of the Covenanted Service Absentee Rules. The Magistrate of the District will remain in charge of the Sub-division during this period.

The 12th September 1871.—Mr. James Hugh O'Donel, Deputy Superintendent of Revenue Survey, First Division, is allowed preparatory leave for ten days, to enable him to rejoin his appointment at Gowhatty.

[*Government Gazette*, 19*th September* 1871.]

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আজ্ঞা।

রেবিনিউ ও জেনরল ডিপার্টমেণ্ট।

১৩৫১R নম্বর।

নিয়োগ।

১৮৭১ সাল ৭ সেপ্টেম্বর।—শ্রীযুত বাবু পদ্মলোচন দাস কিয়ৎকালের নিমিত্তে গোয়ালপাড়ায় সাধারণের শিক্ষাসংক্রান্ত কমিটীর সেক্রেটারী হইবেন।

১৮৭১ সাল ১১ সেপ্টেম্বর।—লোহারডগার আসিস্টাণ্ট কমিশ্যনর লেপ্টেনেণ্ট শ্রীযুত লাইপোল্ড জেমস হেনরি গ্রে সাহেব অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়াছেন।

১৮৭১ সাল ১২ সেপ্টেম্বর।—মুঙ্গেরের আসিস্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত সিসিল আন্সডেল উইলকিন্স সাহেব ঐ জিলাতে ১৮৭১ সালের ১২ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইয়াছেন।

মেদিনীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু যদুনাথ বসু, বি, এ, গড়বেটা শাখাখণ্ডের অধ্যক্ষতা ভার পাইবেন।

গড়বেটার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রতনলাল ঘোষ মেদিনীপুরের সদর মোকামে প্রেরিত হইয়াছেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়, এম, এ, ও বি, এল, বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটওয়াশাখাখণ্ডের অধ্যক্ষতার ভার পাইয়াছেন।

কাটওয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু চন্দ্রনারায়ণ সিংহ, এম, এ, বাঁকুড়ার সদর মোকামে প্রেরিত হইয়াছেন।

১৮৬৩ সালের ৬ আইনের ২১৯ ধারায় কষ্টমেরর আসিস্টাণ্ট কালেক্টরের সম্পত্তি দণ্ড ও অর্থ দণ্ড করণের কিম্বা মাসুল বৃদ্ধিকরণের ক্ষমতার যে সীমা নির্দ্দিষ্ট হইল কলিকাতার কষ্টমের আসিস্টাণ্ট কালেক্টর শ্রীযুত জি এম গুড্রিক সাহেব সেই ক্ষমতা পাইয়াছেন।

চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশের পোলীসের একটিং আসিস্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত সি, পি, ক্রৌচ সাহেব অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইয়াছেন।

ছুটী।

১৮৭১ সাল ৯ সেপ্টেম্বর।—চট্টগ্রামের কক্স বাজারের আসিস্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত আন্‌ড্রু উলিয়ম কক্রান সাহেব চিহ্নিত কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১৯ ধারা মতে ছয় সপ্তাহ ছুটী পাইয়াছেন। উক্ত সময়ে শাখাখণ্ডের অধ্যক্ষতার ভার জিলার মাজিষ্ট্রেটের প্রতি থাকিবে।

১৮৭১ সাল ১২ সেপ্টেম্বর।—প্রথম খণ্ডের রাজস্বের জরীপী কার্য্যের ডেপুটী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জেমস হিউ ওডনেল সাহেব গৌহাটীতে আপন কর্ম্ম পুনঃগ্রহণ করিতে পারিবার জন্যে প্রস্তুত হওনার্থে দশ দিন ছুটী পাইয়াছেন।

NOTIFICATION.

The 6th September 1871.—Mr. Arthur Rattray, Extra Assistant Commissioner, Chittagong Hill Tracts, reported his departure from India on board the Steamer *Delhi* on the 13th ultimo.

C. BERNARD,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

The following Resolution recorded by the Lieutenant-Governor is published for general information :—

RESOLUTION.

Dated Yacht "Rhotas," Debrooghur, the 23rd August 1871.

With reference to instructions received from the Government of India for the revision of the rules for the grant of waste lands, and to the orders of this Government appointing a committee to report on the whole subject, it is resolved that, pending the revision of the waste land rules which is now under the consideration of the Lieutenant-Governor, it is desirable to make *ad interim* supplemental rules to prevent the evils which have occurred in practice. His Honor therefore lays down the rules given below. These rules do not affect the intact force of all the other rules as published by the Board of Revenue, except in so far as the latter are modified by the rules now promulgated ; and the directions regarding survey demarcations, &c., must of course be strictly observed. Commissioners will issue supplemental instructions according to the circumstances of each district, and take care that doubtful questions are reported for the orders of the Board of Revenue and of Government :—

RULES.

1. It shall be in the discretion of the Collector to reserve from sale any land which in his opinion for special reasons ought not to be sold, and to refuse any applications, provided that such reserve or refusal shall be reported for the orders of the Commissioner of the division. The Collector will reserve all land suited for the ordinary crops of the country which is in the neighbourhood of cultivated land, and which, in his opinion, is likely to be taken up under the ordinary settlement rules of the district within a reasonable period. He will also reserve all land bearing valuable timber, and all land known to contain valuable minerals. He will sell no land which may be claimed by wild tribes on the borders of the district, or over which they may claim any privilege, without special report and orders. Similarly, the Collector will not allow the occupation of waste land under any

বিজ্ঞাপন।

১৮৭১ সাল ৬ সেপ্টেম্বর।—চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশের অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর শ্রীযুত আর্থর রাট্রে সাহেব দিল্লী নামক জীমরে গত মাসের ১৩ তারিখে ভারতবর্ষহইতে যাত্রা করিয়াছেন এমত রিপোর্ট করেন।

সি, বর্ণার্ড,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের লিপিবদ্ধ এই নির্দ্ধারণবাক্য সাধারণের জ্ঞানার্থে প্রকাশ করা গেল।

নির্দ্ধারণ।

দেবরুগড়ে রোটাস নামক জাহাজে। ১৮৭১ সাল ২৩ আগষ্ট।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট পতিত ভূমি দান করিবার বিধি সংশোধন করিবার যে আদেশ দিয়াছেন, এবং ঐ বিষয় সমগ্রের রিপোর্ট করণার্থে এই গবর্ণমেণ্টের কমিটী নিযুক্ত করিবার যে আজ্ঞা হইয়াছে তদুপলক্ষে এই বিধি নির্দ্ধারিত হইল। শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব বর্ত্তমান সময়ে পতিত ভূমিবিষয়ক বিধি পুনর্ব্বিবেচনা করিতেছেন। কিন্তু ঐ ভূমিসম্পর্কীয় কার্য্যে যে কদাচার ঘটিয়াছে, উক্ত বিধির সংশোধন না হওয়াপর্য্যন্ত সেই কদাচার নিবারণ করিবার জন্যে কিয়ৎকালীন বিধি প্রচলিত করা বিহিত এই হেতুক মান্যবর সাহেব নিম্নলিখিত বিধি করিয়াছেন। কিন্তু রেবিনিউ বোর্ড যে সকল বিধি প্রচার করিয়াছেন তাহা পূর্ব্ববৎ প্রবল থাকিবে এই বিধিমতে মতান্তর না হইলে সেই বিধিমত কার্য্যের ব্যতিক্রম হইবে না। অতএব জরীপসংক্রান্ত কার্য্যের মাপাদি করিবার যত আদেশ থাকে তাহা দৃঢ়মতে মানিতে হইবে। প্রত্যেক জিলার অবস্থা বিবেচনায় কমিশ্যনরেরা পরিশিষ্ট আদেশ প্রচার করিবেন এবং কোন স্থলে সন্দেহ হইলে রেবিনিউ বোর্ডের ও গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা জানিবার জন্যে তদ্বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন।

বিধি।

১। বিশেষ কোন কারণে কোন এক খণ্ড ভূমি বিক্রয় করা অনুচিত কালেক্টর সাহেবের এই অভিমত হইলে তিনি আপন বিবেচনামতে ঐ ভূমি বিক্রয় না করিয়া রাখিতে ও তাহা পাইবার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন কিন্তু দেশখণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের আজ্ঞার জন্যে সেই কথার রিপোর্ট করিবেন। আবাদি ভূমির সন্নিকট যে প্রকারের ভূমিতে দেশের সাধারণ ফসল হইতে পারে অনধিক কালের মধ্যে জিলার বন্দোবস্তী কার্য্যের সাধারণ বিধিমতে সেই ভূমি লওয়া যাইবার সম্ভাবনা, কালেক্টর সাহেবের এমত বোধ হইলে তিনি সেই ভূমি বিক্রয় না করিয়া রাখিবেন। আর যে ভূমিতে মূল্যবান বাহাদুরি কাঠের বৃক্ষ হইয়া থাকে ও যে ভূমিতে বহুমূল্য ধাতু পাতরাদি থাকে তাহাও রাখিবেন। জিলার সীমাঞ্চলের বন্য জাতীয়েরা যে ভূমির দাওয়া করে ও যে ভূমির উপর কোন প্রকারের অধিকারের দাওয়া করে কালেক্টর সাহেব বিশেষ রিপোর্ট না করিয়া ও আজ্ঞা না পাইয়া সেই ভূমি বিক্রয় করিবেন না।

title derived from border chiefs or tribes, whose exclusive right to the land has not been expressly acknowledged by Government.

2. The minimum upset price is fixed at Rs. 5 per acre instead of Rs. 2-8 as hitherto, except in the case of lands for which regular applications have been already received.

3. Before proceeding to sell any lot the Collector must satisfy himself by local inquiry that the land is proper to be sold, and that there exist no rights or reasonable claims to it on the part of people settled on, or otherwise occupying or using the land or any part of it. He will be held strictly responsible that no rights of the people in actual occupation are overlooked, because they do not understand our laws and do not appear in our courts, as has heretofore been the case in several instances. Should there be any right, or reasonable semblance of right, he will refuse to sell and will report the matter for the orders of the Commissioner. In no case is any cultivated or inhabited land to be sold as waste, nor shall any land which appears to have been cultivated within twenty years be so sold without special report to the Commissioner. In all doubtful cases the Commissioner will report for the orders of the Board of Revenue.

4. *Opposing claims.*—Sections 3 and 4 of the Board of Revenue's rules under this head are cancelled, and the following rule is substituted :—

If the Collector shall consider that any claim or objection is established, he will stop the sale as directed by section 4 of Act XXIV. of 1863. If any claim to occupancy or user be established, or found to exist, the land must not be sold, and a special report must be made.

C. BERNARD,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 8th September 1871.—In accordance with the provisions of Section 35, Act V. (B.C.) of 1870 (the Calcutta Port Improvement Act, 1870), the Lieutenant-Governor has been pleased to sanction, with the approval of His Excellency the Governor General in Council, the plans and estimate, submitted by the Commissioners for the connection of jetty heads, at a cost of Rs. 3,00,000.

C. BERNARD,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

[*Government Gaette*, 19*th September* 1871.]

আরো সীমাঞ্চল দেশের অধ্যক্ষেরা বা জাতীয়েরা পতিত ভূমির যে একাধিকারের দাওয়া করেন. গবর্ণমেণ্ট তাহা স্পষ্টরূপে স্বীকার না করিলে, কালেক্টর সাহেব তাহারদেরহইতে প্রাপ্ত পাট্টার বলে কোন ব্যক্তিকে সেই ভূমির ভোগাধিকার করিতে দিবেন না।

২। ভূমি বিক্রয় হইলে একরপ্রতি প্রথম ডাক ২৷৷০ টাকা ধরা ছিল। এই অবধি ৫৲ টাকা ধরা যাইবে। কিন্তু যে ভূমি পাইবার নিয়মিত প্রার্থনা করা গিয়াছে তাহার বিষয়ে পূর্ব্ববিধি চলিবে।

৩। কালেক্টর সাহেব কোন ভূমিখণ্ড বিক্রয় করিবার পূর্ব্বে তাহা বিক্রয় করিবার উপযুক্ত ও যে ব্যক্তিরা ঐ ভূমিতে বাস করেন বা তাহার কোন অংশ অধিকার বা ব্যবহার করেন তাঁহারদের কোন স্বত্ব বা যুক্তিসিদ্ধ দাওয়া আছে কি না, তৎস্থানেই অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার এইং কথা হৃদ্বোধমতে জ্ঞাত হওয়া উচিত। যাহারা ভূমির ভোগাধিকার করে তাহারা আমারদের বিধি ব্যবস্থা বুঝে না ও আমাদের আদালতে কখন যায় নাই ইহা বলিয়া তাহারদের স্বত্ব কতবার উপেক্ষা করা গিয়াছে কিন্তু এইঅবধি তদ্রূপ না হয়। হইলে কালেক্টর সাহেব সেই বিষয়ে দৃঢ়মতে দায়ী জ্ঞান হইবেন। উক্ত ব্যক্তিদের কোন স্বত্ব থাকিলে কিম্বা যুক্তিমতে স্বত্বের আভাসও থাকিলে তিনি বিক্রয় করিতে স্বীকার না করিয়া কমিশ্যনর সাহেবের আজ্ঞা জানিবার জন্যে সেই বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন। যে ভূমিতে চাষ বা লোকনিবাস হইয়া থাকে তাহা কোন ক্রমেই পতিত বলিয়া বিক্রয় করা যাইবে না। যে ভূমি বিশ বৎসরাবধি কোন সময়ে চাষ হইয়াছে বোধ হয় কমিশ্যনর সাহেবের নিকট বিশেষ রিপোর্ট না করিয়া তাহা বিক্রয় করা যাইবে না। কোন স্থলে সন্দেহ হইলে কমিশ্যনর সাহেব রেবিনিউ বোর্ডের আজ্ঞা জানিবার জন্যে তাহার রিপোর্ট করিবেন।

৪। বিপক্ষ দাওয়ার কথা।—এই বিষয়ে রেবিনিউ বোর্ডের যে বিধি আছে তাহার ৩ ও ৪ ধারা রহিত করা গেল ও তৎপরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত বিধি করা গেল।

কোন দাওয়া কিম্বা আপত্তি প্রতিপন্ন হইয়াছে, কালেক্টর সাহেব এমত বোধ করিলে ১৮৬৩ সালের ২৪ আইনের ৪ ধারামতে বিক্রয় স্থগিত করিবেন। যদি ভোগাধিকার কি ব্যবহার করিবার কোন দাওয়া প্রতিপন্ন হয় কিম্বা ঐ দাওয়া থাকার কথা জানা যায় তবে ভূমি বিক্রয় না করিয়া বিশেষ রিপোর্ট করিতে হইবে।

সি বর্ণার্ড।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৭১ সাল ৮ সেপ্টেম্বর।—কলিকাতাবন্দরের সৌষ্ঠব করণার্থ ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩৫ ধারার বিধানমতে কমিশ্যনরেরা জেটির অগ্রভাগ সংযোগকরণ কার্য্যের নক্সা ও ৩০০০০০৲ টাকা ব্যয়ের যে অনুমানপত্র পাঠান মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের সম্মতিক্রমে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিয়াছেন।

সি, বর্ণার্ড,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JUDICIAL AND POLITICAL DEPARTMENTS.

No. 836J.

APPOINTMENTS.

The 6th September 1871.—Third Grade Sub-Assistant Surgeon Mudhoo Soodun Gupto to have charge of the Charitable Dispensary at Doomraon, in Shahabad.

The 11th September 1871.—Mr. Edward Melian Showers to officiate as District Superintendent of Police, Patna, during the absence, on leave, of Mr. John Lambert, or until further orders.

LEAVE OF ABSENCE.

The 11th September 1871.—Mr. John Lambert, District Superintendent of Police, Patna, for one month, from the 1st proximo, under paragraph 16 of the Uncovenanted Service Absentee Rules.

Dr. Robert George Mathew, Civil Assistant Surgeon of Midnapore, for one month, under Section XVIII. of the Covenanted Service Absentee Rules, from the 17th instant, or any subsequent day within one month of that date on which he may take the leave. The Sub-Assistant Surgeon of the Charitable Dispensary at Midnapore will remain in Medical charge of the Station during this period.

NOTIFICATION.

The 12th September 1871.—Her Majesty's Secretary of State for India has granted an extension of leave for three months, on Medical Certificate, to Mr. George Smoult Fagan, First Judge of the Calcutta Court of Small Causes.

H. L. HARRISON,
Offg. Jr. Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 31st August 1871.—It is hereby notified under Section 14, Act XI. of 1865, that the sittings of the Judge of the Small Cause Courts of Kooshtea, Goalundo, Meherpore, and Chooadangah, will take place in each of the Courts on the dates mentioned below :—

Kooshtea	from	1st	to	13th	of every month.
Goalundo	,,	14th	,,	18th	,, ,,
Meherpore	,,	19th	,,	24th	,, ,,
Chooadangah	,,	25th	,,	the end of the month.	

H. L. HARRISON,
Offg. Jr. Secy. to the Govt. of Bengal.

জুডিশ্যাল ও পলিটিকাল ডিপার্টমেণ্ট।

৮৩৬ J. নম্বর।

নিয়োগ।

১৮৭১ সাল ৬ সেপ্টেম্বর।—তৃতীয় শ্রেণীর সব-আসিস্টাণ্ট চিকিৎসক শ্রীযুত মধুসূদন গুপ্ত শাহাবাদের অন্তর্গত ডুমরাউনের দাতব্য ঔষধালয়ের অধ্যক্ষতার ভার পাইবেন।

১৮৭১ সাল ১১ সেপ্টেম্বর।—শ্রীযুত জান লাম্বর্ট সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থানকালে অথবা অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত শ্রীযুত এডওয়ার্ড মীলিয়ান শৌয়ার্স সাহেব পাটনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিবেন।

ছুটী।

১৮৭১ সাল ১১ সেপ্টেম্বর।—পাটনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জান লাম্বর্ট সাহেব অচিহ্নিত কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১৬ ধারামতে আগামি মাসের ১ তারিখঅবধি এক মাস ছুটী পাইয়াছেন।

মেদিনীপুরের সিবিল আসিস্টাণ্ট চিকিৎসক ডাক্তর শ্রীযুত রবর্ট জজ মাথিউ সাহেব এই মাসের ১৭ তারিখঅবধি অথবা তাহার পর এক মাসের মধ্য যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন সেই তারিখঅবধি চিহ্নিত কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১৮ ধারামতে এক মাস ছুটী পাইয়াছেন। উক্ত কাল পর্য্যন্ত মেদিনীপুরের দাতব্য ঔষধালয়ের সব-আসিস্টাণ্ট চিকিৎসক উক্ত মোকামের চিকিৎসা কার্য্যের ভার প্রাপ্ত থাকিবেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৭১ সাল ১২ সেপ্টেম্বর।—ভারতবর্ষের পক্ষ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ষ্টেট সেক্রেটারী সাহেব কলিকাতার ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের প্রথম জজ শ্রীযুত জর্জ স্মৌলট ফেগান সাহেবকে চিকিৎসকের সর্টিফিটমতে আর তিন মাস ছুটী দিয়াছেন।

এচ এল হারিসন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৭১ সাল ৩১ আগষ্ট।—১৮৬৫ সালের ১১ আইনের ১৪ ধারামতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে কুষ্টীয়া গোয়ালন্দ মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গার ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের জজ উক্ত প্রত্যেক আদালতে নিম্নলিখিত তারিখে অধিবেশন করিবেন।

কুষ্টীয়াতে	প্রতি মাসের	১	অবধি	১৩	তারিখপর্য্যন্ত।
গোয়ালন্দে	,,	১৪	ঐ	১৮	ঐ
মেহেরপুরে	,,	১৯	ঐ	২৪	ঐ
চুয়াডাঙ্গায়	,,	২৫	অবধি	মাসের শেষপর্য্যন্ত	

এচ, এল, হারিসন।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং দ্বিতীয় সেক্রেটারী।

NOTIFICATION.

The 7th September 1871.—It is hereby notified that the Head-Quarters of the Commissioner of the Burdwan Division have been removed from Burdwan to Hooghly.

H. L. HARRISON,
Offg. Jr. Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 6th September 1871.—With reference to the Notification published in the *Calcutta Gazette* of the 17th June 1863, page 1700, declaring Bishnath in Assam to be a place of debarkation under Section 27, Act III. of 1863 of the Lieutenant-Governor of Bengal in Council, it is hereby notified that Bishnath shall cease to be a place of debarkation from the 1st proximo.

H. L. HARRISON,
Offg. Jr. Secy. to the Govt. of Bengal.

Orders of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal.

NOTIFICATION.

TRANSFERS OF MOONSIFFS.

The 12th September 1871.—Baboo Baney Madhub Mitter, B. L., from Cutwa, East Burdwan, to be Moonsiff of Dinagepore.

Baboo Bulloram Mullick, from Pothna to Cutwa, East Burdwan.

Baboo Srinath Dutt, from Putteah, Chittagong, to Pothna, East Burdwan.

Baboo Umbica Churn Ghose, Additional Moonsiff in the District of Chittagong, to be Moonsiff of Putteah in the same district.

Baboo Kanai Lall Mookerjee, from Hathazaree, Chittagong, to Nicklee, Mymensingh.

Baboo Gobind Chunder Ghose, Additional Moonsiff in the District of Chittagong, to be Moonsiff of Hathazaree in the same district.

Baboo Roodrakant Biswas, B. L., from Mahomedpore to Munglecote, East Burdwan.

Baboo Raj Rajessur Bhuttacharjee, from Munglecote to Mahomedpore, East Burdwan.

By order of the High Court,

W. M. SOUTTAR,
Offg. Registrar.

[*Government Gazette*, 19*th September* 1871.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৭১ সাল ৭ সেপ্টেম্বর।—বর্দ্ধমান খণ্ডের কমিশ্যনরের সদর মোকাম বর্দ্ধমানহইতে উঠিয়া হুগলীতে গিয়াছে ইহা এতৎক্রমে প্রকাশ করা গেল।

এচ, এল, হারিসন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং দ্বিতীয় সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৭১ সাল ৬ সেপ্টেম্বর।—আসামের অন্তর্গত বিশ্বনাথ বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের মন্ত্রিসভার ১৮৬৩ সালের ৩ আইনের ২৭ ধারামতে মজুরদের উত্তরিবার স্থান নিরূপণ হইল ১৮৬৩ সালের জুন মাসের ২৩ তারিখের বাঙ্গলা গেজেটের ৬১১ পৃষ্ঠায় যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা যায় তদুপলক্ষে এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে যে আগামি মাসের ১ তারিখ অবধি বিশ্বনাথস্থান মজুরদের উত্তরিবার স্থান থাকিবে না।

এচ, এল, হারিসন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং দ্বিতীয় সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের আজ্ঞা।

বিজ্ঞাপন।

মুনসেফদের স্থানান্তরে নিয়োগ।

১৮৭১ সাল ১২ সেপ্টেম্বর।—শ্রীযুত বাবু বেণীমাধব মিত্র, বি, এল, পূর্ব্ববর্দ্ধমানের কাটওয়াহইতে দিনাজপুরের মুনসেফ হইবেন।

শ্রীযুত বাবু বলরাম মল্লিক পূর্ব্ব বর্দ্ধমানের পোথনা হইতে কাটওয়ার মুনসেফ হইবেন।

শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ দত্ত চট্টগ্রামের পতিয়া হইতে পূর্ব্ববর্দ্ধমানের পোথনার মুনসেফ হইবেন।

চট্টগ্রাম জিলার আডিশ্যনল মুনসেফ শ্রীযুত বাবু অম্বিকাচরণ ঘোষ ঐ জিলার পতিয়ার মুনসেফ হইবেন।

শ্রীযুত বাবু কানাই লাল মুখোপাধ্যায় চট্টগ্রামের হাটহাজারীহইতে ময়মনসিংহের নিকলীতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

চট্টগ্রাম জিলার আডিশ্যনল মুনসেফ শ্রীযুত বাবু গোবিন্দ চন্দ্র ঘোষ ঐ জিলার হাটহাজারীর মুনসেফ হইবেন।

শ্রীযুত বাবু রুদ্রকণ্ঠ বিশ্বাস, বি, এল, পূর্ব্ব বর্দ্ধমানের মহম্মদপুরহইতে মঙ্গলকোটে নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু রাজরাজেশ্বর ভট্টাচার্য্য পূর্ব্ব বর্দ্ধমান জিলার মঙ্গলকোটহইতে মহম্মদপুরে নিযুক্ত হইয়াছেন।

হাই কোর্টের আজ্ঞাক্রমে,
ডবলিউ এম স্যুটর,
একটিং রেজিষ্ট্রার।

COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA.

IN the matter of SHIBCHUNDER MULLICK, RAMDHONE MULLICK, and ROMANAUTH MULLICK, Insolvents.

Notice is hereby given that on Saturday, the 2nd day of September instant, upon the application of the Official Assignee in this matter, it was ordered that the said Assignee do, from and out of the sum of Rs. 65,624-5-8 in his hands, pay a dividend at the rate of 30 per cent. (which will amount to the sum of Rs. 61,958-4-3) upon the several claims admitted on the Schedule of the said Insolvents, so soon as such claims shall be duly substantiated to the satisfaction of the said Assignee.

A. B. MILLER,
Official Assignee.

OFFICIAL ASSIGNEE'S OFFICE,
Calcutta, 9th September 1871.

The like Notice. In the matter of DENONAUTH DAY, an Insolvent. Wherein it was, amongst other things, ordered that out of Rs. 7,159-15-9, a dividend at the rate of 12½ per cent. (amounting to Rs. 6,387-1-0) be paid.

A. B. MILLER,
Official Assignee.

The like Notice. In the matter of WILLIAM JAMES PITTAR, an Insolvent. Wherein it was, amongst other things, ordered that out of Rs. 3,096-1-5, a dividend at the rate of 3 per cent. (amounting to Rs. 2,878-11-6) be paid.

A. B. MILLER,
Official Assignee.

The like Notice. In the matter of GHASEERAM, an Insolvent. Wherein it was, amongst other things, ordered that out of Rs. 8,381-6-3, a dividend at the rate of 9 per cent. (amounting to Rs. 6,503-2-9) be paid.

A. B. MILLER,
Official Assignee.

The like Notice. In the matter of JOHANNES AGABEG, an Insolvent. Wherein it was, amongst other things, ordered that out of Rs. 830-4-10, a dividend at the rate of 16 per cent. (amounting to Rs. 704-9-9) be paid.

A. B. MILLER,
Official Assignee.

The like Notice. In the matter of JAMES ALEXANDER AYTON, an Insolvent. Wherein

কলিকাতার যোত্রহীন ঋণিদের উপকারার্থ আদালত।

যোত্রহীন শিবচন্দ্র মল্লিক ও রামধন মল্লিক ও রমানাথ মল্লিকের বিষয়ে।

আসৈনি সাহেব বর্ত্তমান সেপ্টেম্বর মাসের ২ তারিখ শনিবারে এই বিষয়ে যে প্রার্থনা করেন তাহাতে আজ্ঞা হইয়াছিল যে উক্ত যোত্রহীনের তফসীলের যে সকল দাওয়া স্বীকার হইয়াছে, তাহা উক্ত আসৈনি সাহেবের হৃদ্বোধমতে প্রমাণ হইবামাত্র তাঁহার হাতে যে ৬৫,৬২৪৷৴৮ টাকা আছে তাহাহইতে তিনি উক্ত প্রত্যেক দাওয়ার উপর শতকরা ৩০৲ টাকার হিসাবে সর্ব্বসুদ্ধ ৬১,৯৫৮।৩ টাকা ডিবিডেণ্ড দেন। ইহাতে সম্বাদ দেওয়া গেল।

এ বি মিলর,
সরকারী আসৈনি।

সরকারী আসৈনি সাহেবের দফ্তরখানা।
কলিকাতা, ১৮৭১ সাল ৯ সেপ্টেম্বর।

যোত্রহীন দীননাথ দের বিষয়ে তদ্রূপ সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই আজ্ঞা হইল যে ৭,১৫৯৸৶৯ টাকাহইতে শতকরা ১২৷৹ টাকার হিসাবে ডিবিডেণ্ড দেওয়া যায় অর্থাৎ সর্ব্বসুদ্ধ ৬,৩৮৭৴০ টাকা দেওয়া যায়।

এ বি মিলর,
সরকারী আসৈনি।

যোত্রহীন উলিয়ম জেমস্ পিটর সাহেবের বিষয়ে তদ্রূপ সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই আজ্ঞা হইল যে ৩,০৯৬৴৫ টাকাহইতে শতকরা ৩৲ টাকার হিসাবে ডিবিডেণ্ড দেওয়া যায় অর্থাৎ সর্ব্বসুদ্ধ ২,৮৭৮৷৶৬ টাকা দেওয়া যায়।

এ বি মিলর,
সরকারী আসৈনি।

যোত্রহীন ঘাসিরামের বিষয়ে তদ্রূপ সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই আজ্ঞা হইল যে ৮,৩৮১৶৩ টাকাহইতে শতকরা ৯৲ টাকার হিসাবে ডিবিডেণ্ড দেওয়া যায় অর্থাৎ সর্ব্বসুদ্ধ ৬,৫০৩৶৯ টাকা দেওয়া যায়।

এ বি মিলর,
সরকারী আসৈনি।

যোত্রহীন জোহানিস আগাবেগ সাহেবের বিষয়ে তদ্রূপ সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে, তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই আজ্ঞা হইল যে ৮৩০।১০ টাকাহইতে শতকরা ১৬৲ টাকার হিসাবে ডিবিডেণ্ড দেওয়া যায় অর্থাৎ সর্ব্বসুদ্ধ ৭০৪৷৴৯ টাকা দেওয়া যায়।

এ বি মিলর,
সরকারী আসৈনি।

যোত্রহীন জেমস আলেকসাণ্ডর এটন সাহেবের বিষয়ে তদ্রূপ সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে, তাহাতে অন্যান্য

it was, amongst other things, ordered that out of Rs. 2,066-1-3, a dividend at the rate of 2 per cent. (amounting to Rs. 1,798-6-3) be paid.

A. B. MILLER,
Official Assignee.

The like Notice. In the matter of THOMAS ADAMS, an Insolvent. Wherein it was, amongst other things, ordered that out of Rs. 2,589-6-4, a dividend at the rate of 2 per cent. (amounting to Rs. 2,140-4-0) be paid.

A. B. MILLER,
Official Assignee.

The like Notice. In the matter of ALLY DUGMAN, an Insolvent. Wwherein it was, amongst other things, ordered that out of Rs. 260-3-7, a dividend at the rate of 1 per cent. (amounting to Rs. 157-3-3) be paid.

A. B. MILLER,
Official Assignee.

The like Notice. In the matter of CHARLES ANQUITEL, an Insolvent. Wherein it was, amongst other things, ordered that out of Rs. 1,064-7-11, a dividend at the rate of 1 per cent. (amounting to Rs. 900-12) be paid.

A. B. MILLER,
Official Assignee.

The like Notice. In the matter of WILLIAM ALLHUSEN, an Insolvent. Wherein it was, amongst other things, ordered that out of Rs. 852-7-10, a dividend at the rate of 65 per cent. (amounting to Rs. 708-8-9) be paid.

A. B. MILLER,
Official Assignee.

The like Notice. In the matter of ROWLAND ALLPORT, an Insolvent. Wherein it was, amongst other things, ordered that out of Rs. 2,037-11-1, la dividend at the rate of 3 per cent. (amounting to Rs. 1,688-0-3) be paid.

A. B. MILLER,
Official Assignee.

The like Notice. In the matter of WILLIAM ANDERSON, an Insolvent. Wherein it was, amongst other things. ordered that out of Rs. 689-12-7, a dividend at the rate of 16 per cent. (amounting to Rs. 584-1-9) be paid.

A. B. MILLER,
Official Assignee.

The like Notice. In the matter of BUSHEER-OODDEEN, an Insolvent. Wherein it was,

বিষয়ের মধ্যে এই আজ্ঞা হইল যে ২,০৬৬/৩ টাকা-হইতে শতকরা ২৲ টাকার হিসাবে ডিবিডেণ্ড দেওয়া যায় অর্থাৎ সর্ব্বসুদ্ধ ১,৭৯৮।৵৩ টাকা দেওয়া যায়।

এ বি মিলর,
সরকারী আসৈনি।

যোত্রহীন তামস আডামস সাহেবের বিষয়ে তদ্রূপ সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে, তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই আজ্ঞা হইল যে ২,৫৮৯/৪ টাকাহইতে শত-করা ২৲ টাকার হিসাবে ডিবিডেণ্ড দেওয়া যায় অর্থাৎ সর্ব্বসুদ্ধ ২,১৪০।০ টাকা দেওয়া যায়।

এ-বি মিলর,
সরকারী আসৈনি।

যোত্রহীন আলি দগমানরে বিষয়ে তদ্রূপ সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে, তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই আজ্ঞা হইল যে ২৬০৲/৭ টাকাহইতে শতকরা ১৲ টাকার হিসাবে ডিবিডেণ্ড দেওয়া যায় অর্থাৎ সর্ব্ব-সুদ্ধ ১৫৭৲/৩ টাকা দেওয়া যায়।

এ বি মিলর,
সরকারী আসৈনি।

যোত্রহীন চার্লস আঙ্কিটেল সাহেবের বিষয়ে তদ্রূপ সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে, তাহাতে অন্যান্য বি-ষয়ের মধ্যে এই আজ্ঞা হইল যে ১,০৬৪।৵১১ টাকাহই-তে শতকরা ১৲ টাকার হিসাবে ডিবিডেণ্ড দেওয়া যায় অর্থাৎ সর্ব্বসুদ্ধ ৯০০৲০ টাকা দেওয়া যায়।

এ বি মিলর,
সরকারী আসৈনি।

যোত্রহীন উলিয়ম আলহুসেন সাহেবের বিষয়ে তদ্রূপ সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে, তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই আজ্ঞা হইল যে ৮৫২।৵১০ টাকা-হইতে শতকরা ৬৫৲ টাকার হিসাবে ডিবিডেণ্ড দেওয়া যায় অর্থাৎ সর্ব্বসুদ্ধ ৭০৮।৯ টাকা দেওয়া যায়।

এ বি মিলর,
সরকারী আসৈনি।

যোত্রহীন রাউলাণ্ড অলপোর্ট সাহেবের বিষয়ে তদ্রূপ সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে, তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই আজ্ঞা হইল যে ২,০৩৭।৵১১ টাকা-হইতে শতকরা ৩৲ টাকার হিসাবে ডিবিডেণ্ড দেওয়া যায় অর্থাৎ সর্ব্বসুদ্ধ ১,৬৮৮৲৩ টাকা দেওয়া যায়।

এ বি মিলর,
সরকারী আসৈনি।

যোত্রহীন উলিয়ম আণ্ডরসন সাহেবের বিষয়ে তদ্রূপ সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই আজ্ঞা হইল যে ৬৮৯৸৭ টাকাহইতে শতকরা ১৬৲ টাকার হিসাবে ডিবিডেণ্ড দেওয়া যায় অর্থাৎ সর্ব্বসুদ্ধ ৯৮৪/৯ দেওয়া যায়।

এ বি মিলর,
সরকারী আসৈনি।

যোত্রহীন বসীরুদ্দিনের বিষয়ে তদ্রূপ সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে, তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই আজ্ঞা

amongst, other, things ordered that out of Rs. 209-3-1, a dividend at the rate of 7 per cent. (amounting to Rs. 175-3-6) be paid.

A. B. MILLER,
Official Assignee.

(111—1)

In the matter of JOHN BODRY, an Insolvent, (3rd Insolvency).

Notice is hereby given that Saturday, the 7th day of October next, has been appointed for further hearing in this matter for the purpose of declaring a dividend, and that an account in detail of the receipts and disbursements of the Assignee from the 1st day of August 1870 until the 31st day of August last, has been filed, and may be inspected in the Office of the Chief Clerk. Any creditor or other person interested who may intend to establish or oppose any claim upon the estate of the said Insolvent will be heard, notice having been given at the Office of the Chief Clerk three clear days before the hearing.

A. B. MILLER,
Official Assignee.

OFFICIAL ASSIGNEE'S OFFICE,
Calcutta, 8th September 1871.

The like Notice. In the matter of GEORGE RICHARD PRENDAGAST BECHER, an Insolvent. Wherein the account of the Assignee is filed from 1st April 1869 to 31st August 1871.

A. B. MILLER,
Official Assignee.

The like Notice. In the matter of FREDERICK DeCHIZRANBOLST, an Insolvent. Wherein the account of the Assignee is filed from 1st April 1869 to 31st August 1871.

A. B. MILLER,
Official Assignee.

The like Notice. In the matter of FREDERICK WILLIAM BIRCH, an Insolvent. Wherein the account of the Assignee is filed from 1st April 1869 to 31st August 1871.

A. B. MILLER,
Official Assignee.

The like Notice. In the matter of FRANCIS BAILEY, an Insolvent. Wherein the account of

হইল যে ২০৯৶১ টাকাহইতে শতকরা ৭৲ টাকার হিসাবে ডিবিডেণ্ড দেওয়া যায় অর্থাৎ সর্ব্বসুদ্ধ ১৭৫৶৬ টাকা দেওয়া যায়।

এ বি মিলর,
সরকারী আসৈনি।

তৃতীয়বার যোত্রহীন জান বডরি সাহেবের বিষয়ে।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ডিবিডেণ্ড প্রকাশ করিবার নিমিত্তে ঐ বিষয়ের পুনশ্চ শুননির জন্যে আগামি অক্টোবর মাসের ৭ তারিখ শনিবার নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং ১৮৭০ সালের আগষ্ট মাসের ১ তারিখ অবধি গত আগষ্ট মাসের ৩১ তারিখ পর্য্যন্ত আসৈনি সাহেবের জমাখরচের হিসাব অর্পণ করা গিয়াছে, প্রধান ক্লার্ক সাহেবের কার্য্যালয়ে তাহা দেখা যাইতে পারে। যে মহাজন কিম্বা এবিষয়ে লিপ্ত অন্য যে কেহ উক্ত যোত্রহীনের ইষ্টেটের উপর কোন দাওয়া স্থাপন কি প্রতিবন্ধকতা করিতে চাহেন, তিনি শুননির দিবসের পূর্ব্ব তিন দিন থাকিতে প্রধান ক্লার্ক সাহেবের কার্য্যালয়ে সম্বাদ দিলে তাঁহার কথা শুনা যাইবে।

এ বি মিলর,
সরকারী আসৈনী।

সরকারী আসৈনি সাহেবের দফ্তরখানা।
কলিকাতা, ১৮৭১ সাল ৮ সেপ্টেম্বর।

যোত্রহীন জর্জ্জ রিচার্ড প্রেনডরগাষ্ট বিচর সাহেবের বিষয়ে তদ্রূপ সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে। এই বিষয়ে আসৈনি সাহেবের ১৮৬৯ সালের আপ্রিল মাসের ১ তারিখ অবধি ১৮৭১ সালের আগষ্ট মাসের ৩১ তারিখ পর্য্যন্ত হিসাব অর্পণ করা গিয়াছে।

এ বি মিলর,
সরকারী আসৈনী।

যোত্রহীন ফ্রেডরিক ডকিজরান বোলষ্ট সাহেবের বিষয়ে তদ্রূপ সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে। এই বিষয়ে আসৈনি সাহেবের ১৮৬৯ সালের আপ্রিল মাসের ১ তারিখ অবধি ১৮৭১ সালের আগষ্ট মাসের ৩১ তারিখ পর্য্যন্ত হিসাব অর্পণ করা গিয়াছে।

এ বি মিলর,
সরকারী আসৈনী।

যোত্রহীন ফ্রেডরিক উলিয়ম বর্চ সাহেবের বিষয়ে তদ্রূপ সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে। এই বিষয়ে আসৈনি ১৮৬৯ সালের আপ্রিল মাসের ১ তারিখ অবধি ১৮৭১ সালের আগষ্ট মাসের ৩১ তারিখপর্য্যন্ত হিসাব অর্পণ করা গিয়াছে।

এ বি মিলর,
সরকারী আসৈনী।

যোত্রহীন ফ্রান্সিস বেলি সাহেবের বিষয়ে তদ্রূপ সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে। এই বিষয়ে আসৈনি সাহে-

the Assignee is filed from 1st April 1869 to 31st August 1871.

A. B. MILLER,
Official Assignee.

The like Notice. In the matter of JOHN CAIRD, an Insolvent. Wherein the account of the Assignee is filed from 1st April 1869 to 31st August 1871.

A. B. MILLER,
Official Assignee.

The like Notice. In the matter of ARCHIBALD BRYCE, an Insolvent. Wherein the account of the Assignee is filed from 1st April 1869 to 31st August 1871.

A. B. MILLER,
Official Assignee.

The like Notice. In the matter of JAMES CULLEN, an Insolvent. Wherein the account of the Assignee is filed from 1st April 1869 to 31st August 1871.

A. B. MILLER,
Official Assignee.

The like Notice. In the matter of BRIJONAUTH DHUR, an Insolvent. Wherein the account of the Assignee is filed from 1st April 1869 to 31st August 1871.

A. B. MILLER,
Official Assignee.

The like Notice. In the matter of COLIN CAMPBELL, an Insolvent. Wherein the account of the Assignee is filed from 1st April 1869 to 31st August 1871.

A. B. MILLER,
Official Assignee.

The like Notice. In the matter of ANDRE LOUIS BRIANT, an Insolvent. Wherein the account of the Assignee is filed from 1st April 1869 to 31st August 1871.

A. B. MILLER,
Official Assignee.

The like Notice. In the matter of JOHN ARMSTRONG CURRIE, an Insolvent. Wherein

বের ১৮৬৯ সালের আপ্রিল মাসের ১ তারিখ অবধি ১৮৭১ সালের আগষ্ট মাসের ৩১ তারিখপর্য্যন্ত হিসাব অর্পণ করা গিয়াছে।

এ বি মিলর,
সরকারী আসৈনী।

যোত্রহীন জান কেয়ার্ড সাহেবের বিষয়ে তদ্রূপ সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে। এই বিষয়ে আসৈনি সাহেবের ১৮৬৯ সালের আপ্রিল মাসের ১ তারিখঅবধি ১৮৭১ সালের আগষ্ট মাসের ৩১ তারিখপর্য্যন্ত হিসাব অর্পণ করা গিয়াছে।

এ বি মিলর,
সরকারী আসৈনী।

যোত্রহীন আরচিবল্ড ব্রাইস সাহেবের বিষয়ে তদ্রূপ সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে। এই বিষয়ে আসৈনী সাহেবের ১৮৬৯ সালের আপ্রিল মাসের ৩১ তারিখঅবধি ১৮৭১ সালের আগষ্ট মাসের ৩১ তারিখপর্য্যন্ত হিসাব অর্পণ করা গিয়াছে।

এ বি মিলর,
সরকারী আসৈনী।

যোত্রহীন জেমস্ কলেন সাহেবের বিষয়ে তদ্রূপ সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে। এই বিষয়ে আসৈনি সাহেবের ১৮৬৯ সালের আপ্রিল মাসের ১ তারিখঅবধি ১৮৭১ সালের আগষ্ট মাসের ৩১ তারিখপর্য্যন্ত হিসাব অর্পণ করা গিয়াছে।

এ বি মিলর,
সরকারী আসৈনী।

যোত্রহীন ব্রজনাথ ধরের বিষয়ে তদ্রূপ সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে। এই বিষয়ে আসৈনি সাহেবের ১৮৬৯ সালের আপ্রিল মাসের ১ তারিখঅবধি ১৮৭১ সালের আগষ্ট মাসের ৩১ তারিখপর্য্যন্ত হিসাব অর্পণ করা গিয়াছে।

এ বি মিলর,
সরকারী আসৈনী।

যোত্রহীন কলিন কাম্বেল সাহেবের বিষয়ে তদ্রূপ সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে। এই বিষয়ে আসৈনি সাহেবের ১৮৬৯ সালের আপ্রিল মাসের ১ তারিখ অবধি ১৮৭১ সালের আগষ্ট মাসের ৩১ তারিখপর্য্যন্ত হিসাব অর্পণ করা গিয়াছে।

এ বি মিলর,
সরকারী আসৈনী।

যোত্রহীন আনুক্রলুইস ব্রাইয়েন্ট সাহেবের বিষয়ে তদ্রূপ সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে। এই বিষয়ে আসৈনি সাহেবের ১৮৬৯ সালের আপ্রিল মাসের ১ তারিখ অবধি ১৮৭১ সালের আগষ্ট মাসের ৩১ তারিখ পর্য্যন্ত হিসাব অর্পণ করা গিয়াছে।

এ বি মিলর,
সরকারী আসৈনী।

যোত্রহীন জান আর্ম্মষ্ট্রং করি সাহেবের বিষয়ে তদ্রূপ সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে। এই বিষয়ে আসৈনি

the account of the Assignee is filed from 1st April 1869 to 31st August 1871.

A. B. MILLER,
Official Assignee.

The like Notice. In the matter of JAMES CALQUHOUN, an Insolvent. Wherein the account of the Assignee is filed from 1st April 1869 to 31st August 1871.

A. B. MILLER,
Official Assignee.

The like Notice. In the matter of DUNCAN CALDER, an Insolvent. Wherein the account of the Assignee is filed from 1st April 1869 to 31st August, last.

A. B. MILLER,
Official Assignee.

The like Notice. In the matter of JOHN ANDREWS, an Insolvent. Wherein the account of the Assignee is filed from 1st April 1869 to 31st August 1871.

A. B. MILLER,
Official Assignee.

The like Notice. In the matter of BHOWANEYPERSAUD GHOSE, an Insolvent. Wherein the account of the Assignee is filed from 1st April 1869 to 31st August 1871.

A. B. MILLER,
Official Assignee.

(112—1)

সাহেবের ১৮৬৯ সালের আপ্রিল মাসের ১ তারিখ অবধি ১৮৭১ সালের আগষ্ট মাসের ৩১ তারিখপর্য্যন্ত হিসাব অর্পণ করা গিয়াছে।

এ বি মিলর,
সরকারী আসৈনী।

যোত্রহীন জেমস্ কহূন সাহেবের বিষয়ে তদ্রূপ সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে। এই বিষয়ে আসৈনি সাহেবের ১৮৬৯ সালের আপ্রিল মাসের ১ তারিখ অবধি ১৮৭১ সালের আগষ্ট মাসের ৩১ তারিখ পর্য্যন্ত হিসাব অর্পণ করা গিয়াছে।

এ বি মিলর,
সরকারী আসৈনী।

যোত্রহীন ডানকান কালডর সাহেবের বিষয়ে তদ্রূপ সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে। এই বিষয়ে আসৈনি সাহেবের ১৮৬৯ সালের আপ্রিল মাসের ১ তারিখ অবধি ১৮৭১ সালের আগষ্ট মাসের ৩১ তারিখপর্য্যন্ত হিসাব অর্পণ করা গিয়াছে।

এ বি মিলর,
সরকারী আসৈনি।

যোত্রহীন জান আনূক্রস সাহেবের বিষয়ে তদ্রূপ সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে। এই বিষয়ে আসৈনি সাহেবের ১৮৬৯ সালের আপ্রিল মাসের ১ তারিখ অবধি ১৮৭১ সালের আগষ্ট মাসের ৩১ তারিখপর্য্যন্ত হিসাব অর্পণ করা গিয়াছে।

এ বি মিলর,
সরকারী আসৈনি।

যোত্রহীন ভবানীপ্রসাদ ঘোষের বিষয়ে তদ্রূপ সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে। এই বিষয়ে আসৈনি সাহেবের ১৮৬৯ সালের আপ্রিল মাসের ১ তারিখ অবধি ১৮৭১ সালের আগষ্ট মাসের ৩১ তারিখপর্য্যন্ত হিসাব অর্পণ করা গিয়াছে।

এ বি মিলর,
সরকারী আসৈনি।

MISCELLANEOUS ADVERTISEMENT. সাধারণ ব্যক্তিদের ইশ্‌তিহার।

THE
GENERAL RULES AND CIRCULAR ORDERS
OF THE
CALCUTTA HIGH COURT,
(CIVIL AND CRIMINAL SIDES):
With separate Indices and Tables of cancelled orders,
BY
C. D. FIELD, M. A., L. L. D.,
Of the Inner Temple, Barrister-at-law, and of H. M.'s Bengal Civil Service, Offg. Judge of Chittagong,

Vol. I. from 1862 to 1868.—Vol. II. from 1868 to September 1871.—The Second Vol. will contain as an *Appendix* an *Index* to such of the Circular Orders of the Old Sadr Court as are now in force.

Price of the two volumes ... Rs. 10.

Apply to MESSRS. THACKER, SPINK & Co.,
5, *Government Place, Calcutta.*

(110—3)

কলিকাতা বাঙ্গাল সেক্রেটারীয়েট যন্ত্রালয়ে গবর্নমেন্টের জন্যে শ্রীযুত এডউইন মরিস্ লুইস সাহেবকর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

১ নং।

গবর্ণমেণ্ট গেজেটের ক্রোড়পত্র।

TUESDAY, SEPTEMBER 19, 1871.

মঙ্গলবার ১৮৭১ সাল ১৯ সেপ্টেম্বর।

বিজ্ঞাপন।

ইহাতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নিম্নলিখিত বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনে যে সকল মহালের উল্লেখ হইল সে সকল মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকী স্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিয়মের অধীন হইয়া বিক্রয় হইবে।

বিক্রয়ের নিয়ম।

১।—প্রত্যেক মহাল পার্শ্বের লিখিত নির্দ্দিষ্ট সদর জমার অধীন হইয়া যে ব্যক্তি নীলামে প্রথম ডাকের উপর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ডাকিবে তাহাকে দেওয়া যাইবে।

২।—বর্ত্তমান পাট্টা এবং বন্দোবস্তের কার্য্য কি প্রবল আইনহইতে উৎপন্ন স্বত্ব সকল বিক্রয়ের পরে বহাল থাকিবে। রাজস্বের কার্য্যকারকদিগের কৃত জমাবন্দীতে যে২ খোদকস্তা রাইয়ত স্বাক্ষর করিয়াছে ক্রেতারা তাহারদিগের স্বত্ব মানিতে বাধ্য হইবে।

৩।—একশত টাকার অনধিক পণ হইলে সেই সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে।

৪।—একশত টাকার অধিক হইলে ডাক পণের চারি অংশের এক অংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবে বিক্রয়ের দিবস এক দিন বলিয়া গণনা করিলে বিক্রয়ান্তর পঞ্চদশ দিনের মধ্যাহ্ন কালে, কিম্বা সেই দিবস বন্দের দিন হইলে তৎপরে প্রথম যে দিন কাছারী খোলা যায় সেই দিনের মধ্যাহ্ন কালে, যদি অবশিষ্ট টাকা দাখিল না হয়, তবে বিক্রয় রহিত ও গচ্ছিত টাকা গবর্ণমেণ্টে জব্দ হইবে, ও প্রথম স্থলীয় বিক্রয়ের ন্যায় পুনর্ব্বার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করণপূর্ব্বক ঐ ত্রুটিকারি ক্রেতার ঝুঁকিতে সেই মহাল পুনর্ব্বার বিক্রয় হইবে।

৫।—মহালের উপর যে সামান্য সদর জমা ধার্য্য হইয়াছে ক্রেতারা তদতিরিক্ত রাস্তা প্রস্তুত ও গমনাগমনের সুবিধার নিমিত্ত করও দিতে বাধিত হইবেন। তাঁহারা যে তারিখঅবধি ক্রীত মহাল দখল করেন সেই তারিখঅবধি সদর জমার উপর শতকরা এক টাকার হিসাবে ঐ কর ধার্য্য হইবে। ঐ কর বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইতে পারিবে।

রেবিনিউ বোর্ডের আজ্ঞাক্রমে,
ডি জে মাকনিল,
একটিং সেক্রেটারী।

নীলামের ইশ্‌তিহার।

জেলা মুরশিদাবাদ।

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্‌টরী জেলা মুরশিদাবাদ।

ইহারদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে অত্র জেলাস্থিত নিম্নলিখিত ইষ্টেটমেণ্টের বর্ণিত রেলওয়ে কোম্পানির ত্যাজ্য (C) চিহ্নিত ২ খণ্ড ভূমি অত্র কালেক্‌টরীর কাছারিতে সন ১৮৭১ সালের ৯ অক্‌টোবর মোতাবেক সন ১২৭৮ সনের ২৪ আশ্বিন সোমবার নীলামে বিক্রয় হইবেক। এই২ খণ্ড ভূমির নীলাম খরিদার নিম্নলিখিত নিয়মের অধীন হইবেন।

১। এক শত টাকার অনধিক পণ হইলে সেই সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে।

২। এক শত টাকার অধিক হইলে ডাকপণের চারি অংশের এক অংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবে বিক্রয়ের দিবস এক দিন বলিয়া গণনা করিলে বিক্রয়ান্তর পঞ্চদশ দিনের মধ্যাহ্নকালে কিম্বা সেই দিবস বন্দের দিন হইলে তৎপরে প্রথম যে দিন কাছারী খোলা যায় সেই দিনের মধ্যাহ্নকালে যদি অবশিষ্ট টাকা দাখিল না হয়, তবে বিক্রয় রহিত ও গচ্ছিত টাকা গবর্ণমেণ্টে জব্দ হইবে ও প্রথম স্থলীয় বিক্রয়ের ন্যায়. পুনর্ব্বার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করণপূর্ব্বক ঐ ত্রুটিকারি ক্রেতার ঝুঁকিতে সেই মহাল পুনর্ব্বার বিক্রয় হইবে।

৩। প্রত্যেক খণ্ড ভূমি যে কেহ নীলামের প্রথম ডাকহইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ডাকিবেন তাঁহার হস্তে লাখরাজস্বরূপে বিক্রয় করা যাইবেক ইতি সন ১৮৭১ সাল তারিখ ৪ সেপ্টেম্বর মোতাবেক সন ১২৭৮ সাল তারিখ ২০ ভাদ্র।

নম্বর ইষ্টেটমেণ্ট রেলওয়ে কোম্পানি C খণ্ড জমি মুনশিয়ত সরকারি	জেলার বহীর নম্বর	নাম মহাল ও পরগনা	পরিমাণ যত একর	সদর জমা			নীলামের প্রথম ডাক।	মন্তব্য।
				যত টাকা জমা ধার্য্য আছে	রাস্তার টাক্‌স	মোট		
	২৭৯১	পরগনে রাজশাহীর সামিল মৌজে রতনপুরের মধ্যে দক্ষিণ সীমানা বাসলুই নদী পশ্চিম সীমানা রতনপুর মৌজার ফকীর মিস্ত্রির বাটীর পূর্ব্ব দিং /৪। কাঠা যাইয়া উত্তর সীমানা রতনপুর মৌজার পতিত ডাঙ্গার ও রেলওয়ে কোম্পানির লক্তপূর্ব্ব রেলওয়ে কোম্পানির রাস্তার ।১ কাঠা যাইয়া ..	১।১।৩০	...	...	...	৮৫৲	
	ঐ	ঐ মৌজার ভূমির চৌহদ্দী দক্ষিণ সীমানা বাসলুই নদী পূর্ব্ব সীমানা রতনপুরের পতিত জমিও কাঠরোড উত্তর সীমানা রতনপুরের পতিত জমি ও রেলওয়ে কোম্পানির লক্ত পশ্চিম সীমানা রেলওয়ে কোম্পানির জমি এই জমিতে আম্র গাছ ও কাঁঠাল অশ্বত্থ শিরস কাঞ্চন ...	১।১।২৯	...	...	...	৫৪৲	

W. WAVELL,
Offg. Collector.

(F)

জিলা বীরভূম।

এস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি জিলা বীরভূম।

ইহাতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে অত্র জিলার মধ্যবর্ত্তি নিম্নের লিখিত বি, শ্রেণীভুক্ত জমি ইষ্ট ইণ্ডীয়া রেইলওয়ে কোম্পানির আর আবশ্যক না থাকা প্রযুক্ত সন ১৮৭২ সালের ১২ জানুআরি মোতাবক সন ১২৭৮ সালের ২৯ পৌষ শুক্রবার জিলা বীরভূমের কালেক্টরী কাছারিতে বিক্রয় হইবেক। এই সকল জমি যে ব্যক্তিরা ক্রয় করিবেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত নিয়মের অধীন থাকিবেন।

১। একশত টাকার অনধিক পণ হইলে সেই সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে।

২। একশত টাকার অধিক হইলে ডাক পণের চারি অংশের একাংশ তৎক্ষণাৎ দিতে হইবেক বিক্রয়ের দিবস এক দিন ধরিয়া গণনা করিলে বিক্রয়ান্তর পঞ্চদশ দিনের মধ্যাহ্নকালে কিম্বা সেই দিবস বন্দের দিন হইলে তৎপর প্রথমে যে দিন কাছারি খোলা যায় সেই দিন মধ্যাহ্নকালে যদি অবশিষ্ট দাখিল না হয় তবে বিক্রয় রহিত ও গচ্ছিত টাকা গবর্ণমেণ্টে জব্দ হইবে ও প্রথমস্থলীয় বিক্রয়ের ন্যায় পুনর্ব্বার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করণ পুর্ব্বক ঐ ত্রুটিকারি ক্রেতার ঝুঁকিতে সেই মহাল পুনর্ব্বার বিক্রয় হইবেক।

৩। ঐ জমি সকল অবধারিত মূল্যের সর্ব্বউচ্চ ডাককারিকে নিষ্কর বিক্রয় করা যাইবেক ইতি।

রাজকীয় মহালের টৈফিয়তের নম্বর	তৌজির নম্বর	মহালের নাম ও পরগনা	জমির পরিমাণ	সদর জমা। ধার্য্য করা রাজস্ব	রাস্তার টাক্স	মোট।	নীলামের প্রথম ডাক।	মন্তব্য।
			এঃ রোঃ পোঃ					
৪৯৭	১৪১	রামচন্দ্রপুর পং আলি নগর	৫।৩।২৫	০	০	০	২২৲	
,,	,,	,, ,,	০।১।৩১	০	০	০	৬১৲	
,,	,,	,, ,,	১।০।১১	০	০	০	৮৲	
,,	,,	,, ,,	১।০।২৩	০	০	০	১৫৲	

T. T. ALLEN,
Offg. Collector.

(F)

বাঙ্গাল সেক্রেটারীয়েট যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত এডউইন মারস্ লুইসসাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

অতিরিক্ত গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, SEPTEMBER 19, 1871.

মঙ্গলবার ১৮৭১ সাল ১৯ সেপ্টেম্বর।

Government of India.

Legislative Department.

The following Draft Report of a Select Committee, together with the Bill as settled by them, was presented to the Council of the Governor General of India for the purpose of making Laws and Regulations on the 31st March 1871 :—

We, the members of the Select Committee to which the Evidence Bill has been referred, have the honor to report that we have considered the Bill and the papers noted in the margin.

From Officiating Under-Secretary, Home Department, No. 423, dated 23rd October 1868, and enclosures.
From Assistant Secretary, Foreign Department, No. 333, dated 12th December 1868, and enclosure.
Remarks by the Hon'ble the Chief Justice, Bombay (no date).
" by Hon'ble Justice Phear, dated 8th December 1868.
From Secretary to Chief Commissioner, British Burmah, No. 595—1, dated 1st December 1868.
From Assistant Secretary to Government of Bengal, Legislative Department, No. 37, dated 9th January 1869, and enclosure.
From Deputy Judge Advocate-General of the Army, dated 26th January 1869, and enclosures.
From Officiating Under-Secretary, Home Department, No. 258, dated 17th February 1869, forwarding memorial from Mukhtárs and Revenue Agents, Howrah, dated 4th February 1869.
From Secretary to Indian Law Commissioners, dated 6th February 1869.
From Chief Secretary to Government, Fort St. George, No. 120, dated 18th March 1869, and enclosures.
From Secretary to Government of Bombay, No. 2971, dated 7th September 1869, and enclosures.
From Secretary to Government of Bombay, No. 3188, dated 24th September 1869, and enclosure.
Fifth Report of Her Majesty's Indian Law Commissioners on the Bill.
From Officiating Inspector-General of Police, Panjáb, No. 2657, dated 28th September 1870.
From Secretary to Government of India, Home Department, No. 1892, dated 18th October 1870, forwarding letter from Chief Commissioner, British Burmah, No. 61, dated 15th August 1870, and enclosures.

After a very careful consideration of the draft prepared by the Indian Law Commissioners, we have arrived at the conclusion that it is not suited to the wants of this country.

We have recorded in a separate report the grounds on which this conclusion is based. They are in a few words that the Commissioners' draft is not sufficiently elementary for the officers for whose use it is designed, and that it assumes an acquaintance on their part with the law of England which can scarcely be expected from them. Our draft, however, though arranged on a different principle from theirs, embodies most of its provisions. In general, it has been our object to reproduce the English Law of Evidence with certain modifications, most of which have been suggested by the Commissioners, though with some this is not the case. The English Law of Evidence appears to us to be totally destitute of arrangement. This arises partly from the circumstance that its leading terms are continually used

in different senses, and partly from the circumstance that the Law of Evidence was formed by degrees out of various elements, and in particular out of the English system of pleading and the habitual practice of the Courts of Common Law. For instance, the rule that evidence must be confined to points in issue is founded on the system of pleading. The rule that hearsay is no evidence is part of the practice of the Courts; but the two sets of rules run into each other in such an irregular way as to produce between them a result which no one can possibly understand systematically, unless he is both acquainted with the principles of a system of pleading which is being rapidly abolished, and with the every-day practice of the Common Law Courts, which can be acquired and understood only by those who habitually take part in it. This knowledge, moreover, must be qualified by a study of text-books which are seldom systematically arranged.

Many other circumstances, to which we need not refer, have contributed largely to the general result; but we may illustrate the extreme intricacy of the law, and the total absence of anything like system which pervades every part of it, by a single instance. In Mr. Pitt Taylor's work on Evidence it is stated that "ancient documents, when tendered in support of ancient possession," form the third exception to the rule which excludes hearsay. The question is whether A is entitled to a fishery. He produces a royal grant of the fishery to his ancestor. This fact the law describes as a peculiar kind of hearsay admissible by special exception. Surely this is using language in a most uninstructive manner.

This being the case, we have discarded altogether the phraseology in which the English text-writers usually express themselves, and have attempted first to ascertain, and then to arrange in their natural order, the principles which underlie the numerous cases and fragmentary rules which they have collected together. The result is as follows:

Every judicial proceeding whatever has for its purpose the ascertaining of some right or liability. If the proceeding is criminal, the object is to ascertain the liability to punishment of the person accused; if the proceeding is civil, the object is to ascertain some right of property or of status or the right of one party, and the liability of the other, to some form of relief.

All rights and liabilities are dependent upon and arise out of facts, and facts fall into two classes, those which can, and those which cannot, be perceived by the senses. Of facts which can be perceived by the senses, it is superfluous to give examples. Of facts which cannot be perceived by the senses, intention, fraud, good faith, and knowledge may be given as examples. But each class of facts has in common, one element which entitles them to the name of facts—they can be directly perceived either with or without the intervention of the senses. A man can testify to the fact that, at a certain time he had a certain intention, on the same ground as that on which he can testify that, at a certain time and place, he saw a particular man. He has, in each case, a present recollection of a past direct perception. Moreover, it is equally necessary to ascertain facts of each class in judicial proceedings, and they must in most cases be ascertained in precisely the same way.

Facts may be related to rights and liabilities in one of two different ways:

1. They may by themselves or in connection with other facts constitute such a state of things that the existence of the disputed right or liability would be a legal inference from them. From the fact that A is the eldest son of B, there arises of necessity the inference that A is by the law of England the heir-at-law of B, and that he has such rights as that status involves. From the fact that A caused the death of B under certain circumstances, and with a certain intention or knowledge there arises of necessity the inference that A murdered B, and is liable to the punishment provided by law for murder.

Facts thus related to a proceeding may be called facts in issue, unless, indeed, their existence is undisputed.

2. Facts, which are not themselves in issue in the sense above explained, may affect the probability of the existence of facts in issue, and these may be called collateral facts.

It appears to us that these two classes comprise all the facts with which it can in any event be necessary for courts of justice to concern themselves, so that this classification exhausts all facts considered in their relation to the proceeding in which they are to be proved.

This introduces the question of proof. It is obvious that, whether an alleged fact is a fact in issue or a collateral fact, the Court can draw no inference from existence till it believes it to exist; and it is also obvious that the belief of the Court in the existence of a given fact ought to proceed upon grounds altogether independent of the relation of the fact to the object and nature of the proceeding, in which its existence is to be determined. The question is whether A wrote a letter. The letter may have contained the terms of a contract. It may have been a libel. It may have constituted the motive for the commission of a crime by B. It may supply proof of an *alibi* in favour of A. It may be an admission or a confession of crime; but whatever may be the relation of the fact to the proceeding the Court cannot act upon it unless it believes that A did write the letter, and that belief must obviously be produced, in each of the cases mentioned, by the same or similar means. If, for instance, the Court requires the production of the original when the writing of the letter is a crime, there can be no reason why it should be satisfied with a copy when the writing of the letter is a motive for a crime. In short, the way in which a fact should be proved depends on the nature of the fact, and not on the relation of the fact to the proceeding.

The instrument by which the Court is convinced of a fact is evidence. It is often classified as being either direct or circumstantial. We have not adopted this classification.

If the distinction is that direct evidence establishes a fact in issue, whereas circumstantial evidence establishes a collateral fact, evidence is classified, not with reference to its essential qualities, but with reference to the use to which it is put; as if paper were to be defined, not by reference to its component elements, but as being used for writing or for printing. We have shown that the mode in which a fact must be proved depends on its nature, and not on the use to be made of it. Evidence, therefore, should be defined, not with reference to the nature of the fact which it is to prove, but with reference to its own nature.

Sometimes the distinction is stated thus: Direct evidence is a statement of what a man has actually seen or heard. Circumstantial evidence is something from which facts in issue are to be inferred. If the phrase is thus used, the word *evidence*, in the two phrases (direct *evidence* and circumstantial *evidence*) opposed to each other, has two different meanings. In the first, it means testimony; in the second, it means a fact which is to serve as the foundation for an inference. It would indeed be quite correct, if this view is taken, to say 'Circumstantial evidence must be proved by direct evidence.' This would be a most clumsy mode of expression, but it shows the ambiguity of the word "evidence," which means either—

(1) words spoken or things produced in order to convince the Court of the existence of facts; or
(2) facts of which the Court is so convinced which suggest some inference as to other facts.

We use the word 'evidence' in the first of these senses only, and so used it may be reduced to three heads—1, oral evidence; 2, documentary evidence; 3, material evidence.

Finally, the evidence by which facts are to be proved must be brought to the notice of the Court and submitted to its judgment, and the Court must form its judgment respecting them.

These general considerations appear to us to supply the groundwork for a systematic and complete distribution of the subject as follows:—

I.—Preliminary.
II.—The relevancy of facts to the issue.
III.—The proof of facts according to their nature, by oral, documentary or material evidence.
IV.—The production of evidence.
V.—Procedure.

We have accordingly distributed the subject under these heads, in the manner which we now proceed to describe somewhat more fully.

I.—Preliminary.

Under this head we have defined "fact," "facts in issue," "collateral facts," "a document," "evidence," "proof" and "proved," "necessary inference" and "presume." We have also laid down in general terms the duty of the Court.

Of our definitions of "fact," "facts in issue," "collateral facts," and "evidence," we need say no more than that they are framed in accordance with the principles already stated. We may, however, shortly illustrate the effect of the definition of evidence.

It will make perfectly clear several matters over which the ambiguity of the word, as used in English law, has thrown much confusion. The subject of circumstantial evidence will be distributed into its elements, and will be dealt with thus: The question is whether A committed a crime. The facts are—that he had a motive, displayed by statements of his own, for it; that the scene of the crime shows footmarks which correspond with his feet; that he was in possession of property which might have been procured by it, and that he wrote a letter indicating his guilt. On turning to chapter II, it will be found that all these are relevant facts, either as motive, incidents of facts in issue, effects of facts in issue, or conduct influenced by facts in issue. On turning to chapter III, it will be seen how each of these facts must be proved, namely, the statements displaying motive, by the direct oral evidence of some one who says he heard them; the footmarks, by the direct oral evidence of some one who says he saw them; the possession of the property, by the production of the property in Court, and by the direct oral evidence of some one who had seen it in the prisoner's possession; and the letter, by the production of the letter itself, or secondary evidence of it, if the case allows of secondary evidence.

So the phrase "hearsay evidence," which, as the Commissioners observe, is used by English writers in so vague and unsatisfactory a manner, finds no place in our draft, and we hope we have avoided the possibility of any confusion in connection with it. Chapter II provides specifically, and in a manner which corresponds, on the whole (though with some modifications), with the English law, in what cases the statements and opinions of third persons as to relevant facts shall, and in what cases they shall not, be themselves relevant, and chapter V, On Proof by Oral Evidence, provides that oral evidence shall in all cases be direct, on whatever ground the fact which it is to establish may be relevant to the issue: that is to say, if the fact is one which could be seen, it must be established by a witness who says he saw it, if it could be heard, by a witness who says he heard it, whether it is fact in issue, or a collateral fact. These provisions distribute the different things described by the phrase "hearsay evidence" in the same way in which the different things described by the phrase "circumstantial evidence" are distributed by the other provisions.

So, our definition does away with a confusion which arises out of the double meaning of the word 'evidence' in the phrases "primary" and "secondary evidence." "Primary evidence" sometimes means a relevant fact, and at other times the proof of a document by its production as opposed to proof by a copy. In our draft, "primary" and "secondary" are distinctly defined, and confined to an unambiguous meaning. 'Evidence' in each case means words spoken or things (documents or not) shown to the Court.

Finally, we have substituted, for the phrase "conclusive evidence," the phrase "necessary inference." The phrase "conclusive evidence" is not open to objection on the ground of obscurity or ambiguity, but the word "evidence" in it means, not what we understand by evidence, but a fact established by evidence from which a particular inference necessarily follows. Our phrase, therefore harmonises with the rest of our draft, whereas "conclusive evidence" would not.

The definitions of "proof," "proved" and "moral certainty" require some comment. The definition of "proof" is subordinate to that of "proved," which is, that a fact is said to be proved in two cases, that is to say when the Court after hearing the evidence respecting it—

(1) believes in its existence; or

(2) thinks its existence so probable that a reasonable man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists.

This degree of probability we describe as "moral certainty," and we provide that no fact shall be regarded as morally certain unless the evidence is such as to render its non-existence improbable. This is as near an approach as we have been able to make to a distinct equivalent for the phrase "reasonable doubt," which is usually employed by English Judges in leaving questions of fact to a jury. The question "When is doubt reasonable?" is one which cannot be completely answered; for at bottom it is a question, not of science, but of prudence, and our definition of the word "proved" is meant to make this plain. We have, however, attached to it the negative condition that a reasonable man ought not to be morally certain of a conclusion, merely because it is probable, if other conclusions are also probable. It is easier to illustrate this principle than to state, without a prolonged abstract discussion, which would be out of place on the present occasion, the general grounds on which it rests. Our illustrations are meant to point out to Judges that they are not to convict A of an offence which must have been committed either by him or by B, unless circumstances exist which make it improbable that the offence was committed by B. We have not attempted to carry the matter further. We believe that in all countries, and in this country more than in any other, it is absolutely necessary to leave to Judges a wide discretion as to the risk of error which they choose to incur in coming to a decision, and that this is a matter of prudence and practice, as to which rules ought to be laid down, rather with the view of guiding, than with the view of fettering, discretion.

The last provision, in the preliminary part, to which we would call attention, defines in very general terms the duty of the Court in deciding questions of fact. Its generality appeared to us to render the preliminary, rather than the concluding chapter, the proper place for it. This section declares that the duty of the Court is to determine questions of fact by drawing inferences—

(1) from the evidence given to the facts alleged to exist;
(2) from facts proved to facts not proved;
(3) from the absence of evidence which might have been given;
(4) from the admissions and conduct of the parties, and generally from the circumstances of the case.

We have said nothing of the principle on which these inferences are to be drawn, as that is a matter of logic, and does not belong specially to the subject of judicial evidence; but we wish to point out and put distinctly upon record the fact, that to infer, and not merely to accept or register evidence, is in all cases the duty of the Court. One of the many fallacies which owe their origin to the ambiguity of the word "evidence," and the looseness with which it is used, is the common assertion that direct evidence leaves no room for inference, whereas indirect or circumstantial evidence does. In fact, all evidence whatever is useful only as the groundwork for inferences, of which the inference that the facts which the witness alleges to exist do or did actually exist, is very often the most difficult to draw. The truth is, that to infer in one or other of the different shapes which we have stated is the great duty of the Judge in every case whatever, and we have thought it desirable to point this out in the plainest and broadest way.

We have added two qualifications only to this general rule: (1) that, when the law declares an inference to be necessary, the Court shall draw it, and shall not allow its truth to be contradicted; (2) that, when the law directs the Court to presume a fact, it shall infer its existence till the contrary appears. We have treated in detail of necessary inference and presumptions in other parts of the Bill.

II.—The relevancy of facts.

We have already pointed out the place which, in our opinion, belongs to this subject in the law of evidence. The question, what facts may you prove? obviously lies at the root of the whole matter, and unless a plain and full answer is given to the question, it is impossible to state the law systematically. The answer to the question is, we think, to be found in several of the wide exceptions which are made by English text-writers to the wide exclusive rules—that evidence must be confined to the points in issue, that hearsay is no evidence, and that the best evidence must be given, though other parts of the same exceptions are to be found in different branches of the law. We think, however, that by a comparison and collection of these exceptions we have succeeded in forming a collection of positive rules as to the relevancy of facts to the issue, which will admit every fact which a rational man could wish to have before him in investigating any question of fact.

These rules declare to be relevant—

1, all facts in issue:

2, all collateral facts, which

(*a*) form part of the same transaction;
(*b*) are the immediate occasion, cause, or effect of fact in issue;
(*c*) show motive, preparation, or conduct affected by a fact in issue;
(*d*) are necessary to be known in order to introduce or explain relevant facts;
(*e*) are done or said by a conspirator in furtherance of a common design;
(*f*) are either inconsistent with any fact in issue; or inconsistent with it except upon a supposition which should be proved by the other side; or render its existence or non-existence morally certain, according to the definition of moral certainty given above;
(*g*) affect the amount of damages in cases where damages are claimed;
(*h*) show the origin or existence of a disputed right or custom;

(*i*) show the existence of a relevant state of mind and body;

(*k*) show the existence of a series of which a relevant fact forms a part; or

(*l*) show (in certain cases) the existence of a given course of business.

The remainder of the chapter throws into a positive shape what in English law forms the exceptions to the rule, excluding the various matters described as hearsay. They relate to—

the conduct of the parties on previous occasions;

the statements of the parties on previous occasions;

previous judgments;

statements of third persons;

opinions of third persons.

1. In reference to the conduct of the parties on previous occasions, we embody in three sections the existing law of England as to evidence of character, with some modifications. We include, under the word 'character,' both reputation and disposition, and we permit evidence to be given of previous convictions against a prisoner for the purpose of prejudicing him. We do not see why he should not be prejudiced by such evidence, if it is true.

2. Under the head of The Statements of the Parties on other Occasions, we deal with the question of admissions, as to which we have not materially altered the existing law.

We have not thought it necessary to transfer from their present position in the Code of Criminal Procedure the rules as to confessions made to the police. This appears to us to be a special matter relating rather to the discipline of the police than to the principles of evidence.

3. Previous judgments appear to follow naturally upon previous statements. Under this head we deal with the question of *res judicata*.

We have not attempted to deal with the question of the bar of suits by previous judgment between the same parties. This is a question of procedure rather than of evidence, and will be properly dealt with whenever the Codes of Civil and Criminal Procedure are re-enacted. We have, on the other hand, dealt in substantial accordance with the principles of the law of England with the question of the relevancy of judgments between strangers. For the sake of simplicity, and in order to avoid the difficulty of defining or enumerating judgments *in rem*, we have adopted the statement of the law by Sir Barnes Peacock in *Kunya Lal* v. *Radha Churn*, 7, Suth. W. R., 339.

4. As to statements by third persons. We have made one considerable alteration in the existing law by admitting, generally, statements made by third persons about relevant facts, if attended by conduct which confirms their truth, or if they refer to facts independently proved, provided that the person making them appears to the Court to have special means of knowledge. We have given several illustrations of this, the strongest of which is suggested by Mr. Pitt Taylor. A captain about to sail on a voyage carefully examines the ship, declares his belief that she is sea-worthy, and embarks on her with his family and property uninsured. Statement of this sort are surely most unlikely to be false. Evidence of such statements will be admissible under this section, whether the person who makes them is living or dead, producible or not. Some of them would probably be admissible under the English rule which admits statements explanatory of conduct, but as the conduct explained must be relevant, and as no clear definition of relevancy is given by the law of England, it is very difficult to say how far this rule extends.

The next exception refers to statements made by a person who is dead or cannot be found or produced without unreasonable delay or expense. We declare such statements to be relevant if they relate to the cause of the person's death, or are made in the ordinary course of business, or express an opinion as to the existence of a public right, or state the existence of any relationship as to which the party has special means of knowlege, or when they are made in family pedigrees, titles, deeds, &c. We have omitted the restrictions placed by the law of England on the admission of dying declarations and statements about relationship, and as to the necessity that statements should be opposed to the pecuniary interest of the party making them, on the ground that they ought to affect the weight rather than the admissibility of what is, at best, to use Bentham's expression, "makeshift evidence."

We also provide for the admissibility of statements in public or official books, and (in certain cases) of evidence given in previous judicial proceedings.

5. The cases in which the opinions of third persons are relevant are dealt with in sections 44 to 50. They declare to be relevant the opinions of experts, opinions as to handwriting, opinions as to usages, and opinions as to relationship and the grounds of such opinions.

This completes that part of the Bill which relates to the relevancy of facts. In the particulars stated, and in some others of minor importance, which for the sake of brevity we have not noticed, it modifies the law of England; but we believe that, substantially, it presents that part of the law which is contained in (amongst others) the rules, together with the exceptions to the rules, that evidence must be confined to points in issue; that the best evidence must be given, and that hearsay is no evidence, though these rules include other matters which we treat of under other heads.

III.—Proof.

The second chapter having decided what facts are relevant, we proceed to show how a relevant fact is to be proved.

In the first place, the fact to be proved may be one of so much notoriety that the Court will take judicial notice of it, or it may be admitted by the parties. In either of these cases no evidence of its existence need be given. Chapter III, which relates to judicial notice, disposes of this subject. It is taken in part from Act II of 1855, in part from the Commissioners' draft Bill, and in part from the law of England.

If evidence has to be given of any fact, that evidence must be either oral, documentary, or material, and we proceed in the following chapters to deal with the peculiarities of each of these three kinds of evidence. There is, however, one topic which applies to all of them, of which we treat in Chapter IV. This is the distinction between primary and secondary evidence. As we have already shown, the phrase is ambiguous. We regard it as a legal way of recognizing the obvious principle that the best way of finding out the contents of a document is to read it yourself, and we have accordingly defined primary and secondary evidence thus: in the case of documents or other material things, the document or thing itself is primary evidence. A copy, model, or oral description is secondary evidence. In all other cases oral evidence is primary.

We next proceed (Chapters V, VI, VII, and VIII) to the question of proof by the various kinds of evidence successively, namely, oral, documentary, and material. With regard to oral evidence, we provide that it must in all cases whatever, whether it is primary or secondary, and whether the fact to be proved is a fact in issue or collateral, be direct. That is to say, if the fact to be proved is one that could be seen, it must be proved by some one who says he saw it. If it could be heard, by some one who says he heard it, and so with the other senses. We also provide that, if the fact to be proved is the opinion of a living and producible person, or the grounds on which such opinion is held, it must be proved by the person who holds that opinion on those grounds.

We have, however, provided that if the fact to be proved is the opinion of an expert who cannot be called (which is the case in the majority of cases in this country), and if such opinion has been expressed in any published treatise, it may be proved by the production of the treatise.

This provision, taken in connection with the provisions on relevancy contained in Chapter II, will, we hope, set the whole doctrine of hearsay in a perfectly plain light, for their joint effect is this—

(1) the sayings and doings of third persons are, as a rule, irrelevant, so that no proof of them can be admitted;

(2) in some excepted cases they are relevant;

(3) every act done or word spoken, which is relevant on any ground, must (if proved by oral evidence) be proved by some one who saw it with his own eyes, or heard it with his own ears.

With regard to the chapters which relate to the proof of facts by documentary evidence, and the cases in which secondary evidence may be admitted, we have followed, with few alterations, the existing law. We may observe that Chapter VII contains most of the few presumptions which we have thought it right to introduce into the Bill. They are presumptions which in almost every instance will be true—as to the genuineness of certified copies, gazettes, books purporting to be published at particular places, copies of depositions, &c.

We have inserted a few provisions in Chapter VIII as to material evidence. They reproduce the practice and, as we believe, the law of England, upon this subject, though no distinct provisions about it and few judicial decisions upon it are, so far as we are aware, to be found in English law-books.

On the subject of the exclusion of oral evidence of a contract, &c., reduced to writing, we have (in Chapter IX) simply followed the law of England and the Commissioners' draft.

IV.—The production of proof.

From the question of the proof of facts, we pass to the question of the manner in which the proof is to be produced, and this we treat under the following heads:—

The burden of proof (Chapter X):
Witnesses (Chapter XI):
The administration of oaths (Chapter XII):
Examination of witnesses (Chapter XIII):

With regard to the burden of proof, we lay down the broad rules, that the general burden of proof is on the party who, if no evidence at all were given, would fail, and that the burden of proving any particular fact is on the party who affirms it. These are the well-established English rules, and appear to us reasonable in themselves. We have not followed the precedent of the New York Code in laying down a long list of presumptions, agreeing with the Indian Law Commissioners in the opinion that it is better not to fetter the discretion of the Judges. We have however admitted one or two such presumptions to a place in the Code, as, in the absence of an express rule, the Judges might feel embarrassed. These are—the presumption of death from seven years' disappearance, and the presumption of partnership from the fact of acting as partners.

We may observe that we have disposed, in an illustration, of a matter in which the laws of several countries contain elaborate, and we think somewhat arbitrary provisions, the presumption to be made in the case of the death of several persons in a common catastrophe. We treat it as an instance of the rule as to the burden of proof. The person who affirms that A died before B must prove it. This is the principle adopted by the English Courts.

We follow the English law as to legitimacy being a necessary inference from marriage and cohabitation, and we adopt one or two of the rules of English law as to estoppel.

In the chapter as to the examination of witnesses, we have been careful to interfere as little as possible with the existing practice of the Courts which in the Mofussil Courts and under the Code of Civil Procedure is of necessity very loose and much guided by circumstances, but we have put into propositions the rules of English law as to the examination and cross-examination of witnesses.

We have also considered it necessary, having regard to the peculiar circumstances of this country, to put into the hands of the Judge an amount of discretion as to the admission of evidence which if, it exists by law, is at all events rarely or never exercised in England. We expressly empower him to ask any questions upon any facts relevant or irrelevant, at any period of the trial, and we expressly declare that it is his duty in criminal cases, if he thinks that the public interest requires it, not merely to receive and adjudicate upon the evidence submitted to him by the parties, but also "to

enquire to the utmost into the truth of the matter before him." The object of these provisions is to define simply and clearly the duties and the position of the Judges and those who practise before them. The English system, under which the Bench and the Bar act together and play their respective parts independently, and the professional organization on which it rests, have no doubt great advantages; but in this country such a system does not as yet exist, and will not for a very long course of time be introduced. In the Mofussil, generally speaking, the great mass of cases are conducted without the assistance of a Bar, and when advocates are employed there, they are usually brought from a distance, and have to appear before Judges who have not had the same professional training as English Judges, and are liable to be intimidated by advocates whose technical knowledge of law is greater than their own, and to whom the extremely intricate system of appeal which prevails in this country gives a power over the Judges unlike anything which exists in England. For this reason we have thought it necessary to strengthen the hands of the Judges and to enable them to act efficiently and promptly as the represeneatives of the public interest.

In connection with this subject, we may refer to some provisions which we have inserted in order to prevent the abuse of the power of cross-examination to credit. We believe the existence of that power to be essential to the administration of justice, and we believe it to be liable to great abuses. The need for the power and the danger of its abuse are proved by English experience, but in this country litigation of various kinds, and criminal prosecutions in particular, are the great engines of malignity, and it is accordingly even more necessary here than in England, both to permit the exposure of corrupt motives and to prevent the use of the power of exposure as a means of gratifying malice. We have accordingly provided as follows:

Such questions may relate either to matters relevant to the case, or to matters not relevant to the case. If they relate to matters relevant to the case, we think that the witness ought to be compellable to answer, but that his answer should not afterwards be used against him.

If they relate to matters not relevant to the case, except in so far as they affect the credit of the witness, we think that the witness ought not to be compelled to answer. His refusal to do so would, in most cases, serve the purpose of discrediting him, as well as an express admission that the imputation conveyed by the question was true.

In order to protect witnesses against needless questions of this kind, we enact that any advocate who asks such questions without written instructions (which the Court may call upon him to produce, and may impound when produced) shall be guilty of a contempt of Court, and that the Court may record any such questions if asked by a party to the proceedings. The record of the question or the written instructions are to be admissible as evidence of the publication of an imputation intended to harm the reputation of the person affected, and such imputations are not to be regarded as privileged communications, or as falling under any of the exceptions to section four hundred and ninety-nine of the Indian Penal Code, merely because they were made in the manner stated. Upon a trial for defamation, it would of course be open to the person accused to show, either that the imputation was true, and that it was for the public good that the imputation should be made (Ex. 1, section 449 I. P. C.), or that it was made in good faith for the protection of the interest of the person making it or of any other person (Ex. 9). This is the only method which occurs to us of providing at once for the interests of a *bonâ fide* questioner and an innocent witness.

In the same spirit, we have empowered the Court, in general terms, to forbid indecent and scandalous inquiries, unless they relate to facts in issue (as defined above), or to matters absolutely necessary to be known in order to determine whether the facts in issue existed; and also to forbid questions intended to insult or annoy.

We prefer this general power to the sections drawn by the Commissioners, which forbid questions to married persons "which substantially amount to inquiring whether that person has had sexual intercourse forbidden to him or her by the law to which he or she is subject," and "questions regarding the occurrence of sexual intercourse between a husband and wife, except in the case of Christians, where the suit is for a decree of nullity of marriage on the ground of bodily incapacity." We should regard these rules as dangerous It is possible to imagine numerous cases in which it might be highly important to show that a married person was living with some one who was not her husband or his wife. A woman brings a false accusation against her servant. The motive is revenge for the discovery by the servant of an intrigue by the mistress. A married man comes to prove an *alibi* on behalf of his mistress. A woman sues a married man on a bond. He pleads that the consideration was adultery. In all these cases, and so in many others which might be suggested, it appears to us that it would be absolutely necessary to admit such evidence as is referred to. As to questions relating to sexual intercourse between husband and wife, we think it better to forbid indecent and scandalous inquiries in general terms, than to lay down a positive rule which, in possible cases, might produce hardship.

Finally, we deal (Chapter XV) with the question of the improper admission or rejection of evidence. We provide in substance that in regular appeal each Court successively shall decide for itself to what evidence it will have regard. As for special appeals, we provide that if evidence is said to be improperly admitted, the objection must be taken before the inferior Appellate Court, and the Court called upon to say what its decision would be if the evidence objected to were rejected. If evidence is improperly rejected, we would permit the High Court either to look into the facts and deliver final judgment, or to remand the case.

Finally, we recommend that the draft Bill, together with this report, should be circulated for the opinion of the Local Governments.

J. F. STEPHEN.
J. STRACHEY.
F. S. CHAPMAN.
F. R. COCKERELL.
J. F. D. INGLIS.
W. ROBINSON.

The 31*st March* 1871.

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কর্ম্মবিভাগ।

মনোনীত কমিটীর রিপোর্টের ও তাঁহারদের অবধারিত আইনের নিম্নলিখিত পাণ্ডুলিপি ১৮৭১ সালের মার্চ মাসের ৩১ তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভায় অর্পণ করা গেল।

মনোনীত কমিটীর অন্তর্গত আমারদের প্রতি সাক্ষ্য বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি অর্পিত হওয়াতে আমরা ঐ পাণ্ডুলিপি ও পার্শ্বলিখিত পত্রাদি বিবেচনা করিলাম।

দেশীয় ডিপার্টমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৬৮ সালের অকটোবর মাসের ২৩ তারিখের ৪২৩ নম্বরের পত্র ও তৎসহিত পত্রাদি।

ফরিম ডিপার্টমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসের ১২ তারিখের ৩৩৩ নম্বরের পত্র ও তৎসহিত পত্র।

বোম্বাইয়ের মান্যবর চিফ জষ্টিস সাহেবের মন্তব্য (তারিখ নাই।)

মান্যবর জষ্টিস ফিয়র সাহেবের ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসের ৮ তারিখের মন্তব্য।

ব্রিটিশ ব্রহ্ম দেশের প্রধান কমিশ্যনর সাহেবের সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসের ১ তারিখের ৫৯৫—১ নম্বরের পত্র।

ব্যবস্থাপন কর্ম্মবিভাগে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৬৯ সালের জানুআরি মাসের ৯ তারিখের ৩৭ নম্বরের পত্র ও তৎসহিত পত্র।

সৈন্য সম্পর্কীয় ডেপুটী জজ আডবোকেট জেনরল সাহেবের ১৮৬৯ সালের জানুআরি মাসের ২৬ তারিখের পত্র ও তৎসহিত পত্রাদি।

দেশীয় ডিপার্টমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৬৯ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১৭ তারিখের ২৫৮ নম্বরের পত্র ও তৎসহিত হাবড়ার মোক্তারদের ও রেবিনিউ এজেণ্টদের ১৮৬৯ সালের ফেব্রুআরি মাসের ৪ তারিখের প্রার্থনাপত্র।

ভারতবর্ষের লা কমিশ্যনের সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৬৯ সালের ফেব্রুআরি মাসের ৬ তারিখের পত্র।

মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৬৯ সালের মার্চ মাসের ১৮ তারিখের ১২০ নম্বরের পত্র ও তৎসহিত পত্রাদি।

বোম্বাইয়ের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৭ তারিখের ২৯৭১ নম্বরের পত্র ও তৎসহিত পত্রাদি।

বোম্বাইয়ের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২৪ তারিখের ৩১৮৮ নম্বরের পত্র ও তৎসহিত পত্রাদি।

পাণ্ডুলিপির উপর শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ভারতবর্ষের লা কমিশ্যনরদের পঞ্চম রিপোর্ট।

পঞ্জাবের পোলীসের একটিং ইনস্পেকটর জেনরল সাহেবের ১৮৭০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের ২৬৫৭ নম্বরের পত্র।

হোম ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৭০ সালের অকটোবর মাসের ১৮ তারিখের ১৮৯২ নম্বরের পত্র ও তৎসহিত ব্রিটিশ ব্রহ্ম দেশের প্রধান কমিশ্যনর সাহেবের ১৮৭০ সালের আগষ্ট মাসের ১৫ তারিখের ৬১ নম্বরের পত্র ও তৎসহিত পত্রাদি।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক কমিশ্যনরগণ যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিলেন আমরা অত্যন্ত মনোযোগে তাহা বিবেচনা করিয়া এতদ্দেশের অভাবপূরণের অনুপযুক্ত জ্ঞান করিলাম।

সেই মতের হেতু অন্য রিপোর্টে লিখিয়াছি। তাহার সংক্ষেপ এই। কমিশ্যনরদের উক্ত আইন যে কার্য্যকারকদের ব্যবহারার্থে প্রণীত হয় তাঁহারদের প্রথম পাঠোপযুক্ত নয়। ফলতঃ লিখনের ভাব দৃষ্টে বোধ হয় যে এতদ্দেশীয় কর্ম্মকারকেরা ইঙ্গলণ্ডীয় ব্যবস্থা যেন অভ্যাস করিয়াছেন এই অনুভবে লেখা গেল। কিন্তু তাঁহারা যে ঐ ব্যবস্থা অভ্যাস করিলেন প্রায় এমত অপেক্ষা করা যাইতে পারে না। আমারদের এই পাণ্ডুলিপির বিধি বিন্যাস করিবার নিয়ম ভিন্ন হইলেও পূর্ব্ব পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ বিধান ইহাতেও গৃহীত হইয়াছে। সাক্ষ্য বিষয়ক ইঙ্গলণ্ডীয় ব্যবস্থা কোন২ অংশে মতান্তর করণ পূর্ব্বক প্রচার করা আমারদের সাধারণ উদ্দেশ্য। যে২ অংশ মতান্তর করিলাম তাহাও প্রায় কমিশ্যনরদের পরামর্শমতে করা গেল, কিন্তু সর্ব্ব স্থলে নয়। আমাদের বিবেচনায় সাক্ষ্য বিষয়ক ইঙ্গলণ্ডীয় আইন কোন নিয়মঅবধারণ পূর্ব্বক লেখা যায় নাই। এক কারণ এই। মূল কএক শব্দের ভিন্নং ভাব প্রয়োগ হইয়া থাকে। অন্য কারণ এই। সাক্ষ্য বিষয়ক উক্ত আইন এককালে লেখা যায় নাই ক্রমশঃ নানা প্রকারের মূলবিধি ধরিয়া, বিশেষতঃ কমন লা আদালতে উত্তর প্রত্যুত্তর করিবার ইঙ্গলণ্ডীয় নিয়ম ও সেই আদালতের নিত্য প্রবর্ত্তমান রীতি দৃষ্টে তাহা প্রণীত হইল। ইহার উদাহরণ এই। যে২ বিষয় ধরিয়া ইস্যু হয় কেবল সেই২ বিষয়ের সাক্ষ্য লইতে হইবে, উত্তর প্রত্যুত্তর করিবার নিয়ম এই বিধির মূল। শ্রুতবাক্য সাক্ষ্য নয় এই বিধি আদালতের রীতির একাংশ। কিন্তু উক্ত দুই প্রকারের বিধি পরস্পর এমন অনিয়মিতরূপে মিলিয়া যায় যে নিয়ম অবধারণপূর্ব্বক তাহা বোধগম্য করা সুকঠিন। ফলতঃ উত্তর প্রত্যুত্তর করিবার যে মূলবিধান দিন২ ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে সেই মূল বিধান সুবিদিত না হইলে, এবং কমন লা আদালতের প্রাত্যহিক যে রীতিমতে কার্য্য নিয়ত না করিলে আয়ত্ত করা যায় না সেই রীতি সুবিদিত না হইলে উক্ত দুই বিধি বুঝা যায় না। আরো তাহা বুঝিবার নিমিত্ত কএক পুস্তক অভ্যাস করা প্রয়োজন। সেই পুস্তকও নিয়মাবধারণ পূর্ব্বক প্রায় লেখা যায় নাই।

আরো নানাবিধ গতিকদ্বারা উক্ত সাধারণ ফলোদয় হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন নাই। একটিমাত্র উদাহরণ দিয়া ব্যবস্থার অত্যন্ত জটিলতার এবং সর্ব্বাংশে নিয়মের অভাবের প্রমাণ করি। বিশেষতঃ সাক্ষ্য বিষয়ে পিট টেলর সাহেবের পুস্তকে এই কথা লেখা আছে। বহুকালীন অধিকারের প্রমাণার্থে অতিপ্রাচীন দলীল উপস্থিত করা গেলে, শ্রুতবাক্য অগ্রাহ্য করিবার বিধির বর্জিত কথার মধ্যে ঐ দলীলই তৃতীয় কথা বলিয়া উল্লেখ্য। আনন্দ জলকর পাইবার অধিকারী কি না এই প্রশ্ন হইলে তিনি অতি পূর্ব্বপুরুষের নামে ঐ জলকরের সনন্দ দেখান। ব্যবস্থাতে এই বৃত্তান্ত বিশেষ বর্জিত বিধিমতে গ্রাহ্য বিশেষ প্রকারের শ্রুতবাক্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। ফলতঃ এই প্রকারের বাক্য শিক্ষা দিবার প্রথামতে ব্যবহার হয় নাই।

ইঙ্গলণ্ডীয় ব্যবস্থাগ্রন্থ লেখকেরা যে শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকেন উক্ত কারণে আমরা তাহা ত্যাগ করিয়াছি এবং তাঁহারদের সংগৃহীত বহু মোকদ্দমার ও ভঙ্গ২ বিধির মধ্যে যে২ মূলবিধির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহা নৈসর্গিক নিয়মে বদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তাহার ফল এই২ নিয়ম।

কোন প্রকারের স্বত্ব কিম্বা দায় নির্ণয় করা সকল বিচার কার্য্যের উদ্দেশ্য। অপরাধঘটিত মোকদ্দমা প্রভৃতি হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির দণ্ডযোগ্যতা নির্ণয় করা, ও অর্থঘটিত মোকদ্দমাপ্রভৃতি হইলে সম্পত্তিতে কিম্বা পদবিশেষে কোন ব্যক্তির স্বত্ব নির্ণয়, কিম্বা উপকার প্রাপণার্থে এক ব্যক্তির অধিকার ও অপর ব্যক্তির দায় নির্ণয় করা উদ্দেশ্য।

সকল প্রকারের স্বত্ব ও দায় বৃত্তান্তের প্রতি নির্ভর করে ও বৃত্তান্তহইতে উদিত হয়। বৃত্তান্ত দুই প্রকারের, এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বৃত্তান্তের উদাহরণ দেওয়া বাহুল্য। ইন্দ্রিয় দ্বারা যে বৃত্তান্ত গ্রাহ্য নয় তাহা এই২, কল্পনা, প্রতারণা, সরলতা, জ্ঞান ইত্যাদি। ইন্দ্রিয় দ্বারা কিম্বা ইন্দ্রিয়ভিন্ন হউক উক্ত দুই প্রকারের বৃত্তান্ত সপষ্টরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে ও উভয় এক মূলক এই প্রযুক্ত উভয়ই বৃত্তান্ত নামে ব্যক্ত হইতে পারে। ইহার উদাহরণ। আমি অমুক সময়ে ও স্থানে অমুক ব্যক্তিকে দেখিলাম, কোন ব্যক্তি যে মূলে এই মর্ম্মের সাক্ষ্য দিতে পারেন, সেই মূল ধরিয়া অমুক সময়ে আমার মনে অমুক কল্পনা ছিল এই সাক্ষ্যও দিতে পারেন। অর্থাৎ উভয় স্থলে স্পষ্ট ভূতানুভূতির বর্ত্তমান স্মরণ আছে। অধিকন্তু বিচার করণ কালে উক্ত দ্বিবিধ বৃত্তান্ত নিশ্চিত করা সমানরূপে আবশ্যক, এবং প্রায় সর্ব্বস্থলে ঐ দুই প্রকারের বৃত্তান্ত নিশ্চিত করিবার একি পদ্ধতি।

স্বত্বের ও দায়ের সঙ্গে বৃত্তান্তের দ্বিবিধ সম্পর্ক।

১। কোন বৃত্তান্ত দ্বারাই অপর বৃত্তান্তভিন্ন কিম্বা অন্য বৃত্তান্তের সংযোগে এমন অবস্থা উদ্ভূত হয় যে তদ্বারা বিবাদীয় স্বত্বের কি দায়ের অনুভূতি হইতে পারে, যথা, আনন্দ বলরামের জ্যেষ্ঠপুত্র, এই বৃত্তান্ত দ্বারা ইঙ্গলণ্ডীয় ব্যবস্থামতে আনন্দ বলরামের উত্তরাধিকারী হইয়া জ্যেষ্ঠত্বহেতুক যে পদ হয় আনন্দ অবশ্য সেই পদস্থ, ইহার অনুভূতি হইল। অন্য উদাহরণ এই। গতিক বিশেষে ও বিশেষ কল্পনা ও জ্ঞানাধীনে আনন্দের দ্বারা বলরামের মৃত্যু হয় সুতরাং আনন্দ বলরামকে বধ করিল ও আইনেতে বধাপরাধের যে দণ্ড আনন্দের সেই দণ্ড হইতে পারে ইহার অনুভূতি হয়।

মোকদ্দমার সহিত বৃত্তান্তের তদ্রূপ সম্পর্ক থাকিলে, যদি ঐ বৃত্তান্তের প্রতিবাদ হয়, তবে তাহাইস্যুঘটিত অর্থাৎ বিচার্য্য বৃত্তান্ত বলা যায়।

২। কোন বৃত্তান্ত পূর্ব্বোক্তমতে ইস্যুঘটিত বৃত্তান্ত না হইলেও, তদ্দ্বারা ইস্যুঘটিত অন্য বৃত্তান্তের উপকার বা অপকার হইতে পারে। তাহা হইলে তাহা প্রতিপোষক বৃত্তান্ত বলা যায়।

আমারদের বিবেচনায় এই দুই প্রকারের বৃত্তান্তভিন্ন কোন গতিকেই অন্য প্রকার বৃত্তান্তের সহিত আদালতের সম্পর্ক রাখার আবশ্যক নাই। অতএব যে মোকদ্দমায় সেই২ বৃত্তান্তের প্রমাণ করা প্রয়োজন তৎসম্পর্কীয় সমস্ত বৃত্তান্ত উক্ত দুই শ্রেণীর মধ্যে আইসে।

এই স্থলে প্রমাণের কথা বিবেচ্য হইতে পারে। কোন বৃত্তান্ত ব্যক্ত হইলে, তাহা ইস্যুঘটিত কিম্বা প্রতিপোষক বৃত্তান্ত হউক, আদালত যত কাল ঐ বৃত্তান্তে প্রত্যয় না করেন তত কাল তন্মূলক অনুভূতি করিতে পারিবেন না, ইহাই স্পষ্ট। আরো যে মোকদ্দমায় কোন বৃত্তান্ত নির্ণয় করিতে হইবে সেই মোকদ্দমার উদ্দেশ্যের ও ভাবের সহিত ঐ বৃত্তান্তের যে সম্পর্ক থাকে তদ্ভিন্ন সম্যকরূপে স্বতন্ত্র হেতুমূলে ঐ বৃত্তান্তে আদালতের প্রতীতি জন্মাইতে হইবে। যথা, আনন্দ অমুক পত্র লিখিলেন কি না। সেই পত্রে কোন চুক্তির নিয়ম প্রকাশ হইতে পারে। কিম্বা অপবাদসূচক কথা থাকিতে পারে। কিম্বা ঐ পত্র বলরামের দ্বারা কোন অপরাধ করিবার প্রবৃত্তিজনকপত্র হইতে পারে। কিম্বা আনন্দের ভিন্ন স্থানে থাকার প্রমাণ হইতে পারে। কিম্বা অপরাধ স্বীকারসূচকপত্র হইতে পারে। অথবা মোকদ্দমার সহিত ঐ বৃত্তান্তের অন্য সম্পর্ক থাকিতে পারে কিন্তু আনন্দই যে সেই পত্র লিখিল এই কথায় যত কাল আদালতের প্রতীতি না হয় তত কাল আদালত সেই পত্রানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন না। আরোউপরোক্ত অন্যতর স্থলে উক্ত প্রতীতি জন্মাইবার একিরূপ পদ্ধতি আছে ইহা স্পষ্ট। যথা কোন পত্র লেখাই অপরাধ, এমন স্থলে যদি আদালত মূলপত্র আনাইবার আজ্ঞা দিতে পারেন, তবে কোন পত্র লেখাই অপরাধ করিবার প্রবৃত্তিজনক বিষয় হইলে সেই পত্রের প্রতিলিপিমাত্র আদালতের গ্রাহ্য করিবার কোন কারণ নাই। সংক্ষেপতঃ, বৃত্তান্ত কিরূপে সপ্রমাণ করা যাইবে, এই কথা মোকদ্দমার সহিত ঐ বৃত্তান্তের সম্পর্কানুসারে নিরূপণ করা যাইবে না। বৃত্তান্তের স্বতন্ত্র ভাবানুসারে নিরূপণ করা যাইবে।

আদালত যে উপায়দ্বারা বৃত্তান্ত সত্য জানেন তাহাকে সাক্ষ্য বলে। অনেক স্থলে তাহার দুই শ্রেণী করা গিয়াছে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও আনুষঙ্গিক। কিন্তু আমরা তাহা গ্রাহ্য করি নাই।

প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যদ্বারা ইস্যুঘটিত বৃত্তান্ত ও আনুষঙ্গিক সাক্ষ্যদ্বারা প্রতিপোষক বৃত্তান্ত স্থাপিত হয় উক্ত দুই শ্রেণীর এইরূপ বিভিন্নতা ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু যেমন কাগজ শব্দের অর্থ করিতে হইলে তাহা যে২ দ্রব্যে নির্ম্মিত হয় তাহার

বর্ণনা না করিয়া লিখিবার কিম্বা ছাপিবার কর্ম্মে ব্যবহার্য্য দ্রব্য বলিয়া নির্ণয় করিলাম, উক্ত স্থলে তেমনি সাক্ষ্য সাত্ত্বিক গুণানুসারে শ্রেণীবদ্ধ না হইয়া যে কার্য্যে লাগে সেই কার্য্যানুসারে শ্রেণীবদ্ধ হইল। কিন্তু বৃত্তান্ত যে কার্য্যে বর্ত্তিবে তদনুসারে তাহার প্রমাণ করিতে হইবে না, ভাবানুসারে প্রমাণ করিতে হইবে, ইহা পূর্ব্বে ব্যক্ত হইয়াছে। অতএব যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে হইবে তাহার ভাব লক্ষ করিয়া সাক্ষ্যের অর্থ করিতে হইবে না, সাক্ষ্যেরই ভাবানুসারে অর্থ নির্ণয় করিতে হইবে।

সময়ান্তরে উক্ত দুই শ্রেণীর এইরূপ বিভেদ নির্ণয় হয়, যথা, কোন ব্যক্তি স্বচক্ষে দেখিয়া কিম্বা স্বকর্ণে শুনিয়া যাহা কহে তাহাকে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য, ও অন্য যে২ বিষয়দ্বারা ইস্যুঘটিত বৃত্তান্তের অনুভূতি হয় তাহাকে আনুষঙ্গিক সাক্ষ্য কহিতে হইবে। পরন্তু সাক্ষ্য শব্দের এইরূপ ব্যবহার হইলে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য ও আনুষঙ্গিক সাক্ষ্য পরস্পর বিপরীত এই দুই কথায় সাক্ষ্য শব্দের বিভিন্ন অর্থ হয়। প্রথম স্থলে সাক্ষ্য বুঝায়। দ্বিতীয় স্থলে যে বৃত্তান্ত অনুভূতির মূলস্বরূপ সেই বৃত্তান্ত বুঝায়। এই অর্থ ধরিতে গেলে "প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যদ্বারা আনুষঙ্গিক সাক্ষ্যের প্রমাণ করিতে হইবে" এই কথা কহিলেও দোষ হয় না। কিন্তু এইরূপ কথা অত্যন্ত অপটু। পরন্তু ইহাতে সাক্ষ্য শব্দের অর্থের অস্পষ্টতার উপলব্ধি হয়। ফলতঃ

(১) কোন ব্যাপার যে ঘটিয়াছে এই বিষয়ে আদালতের নিশ্চিত জ্ঞান জন্মাইবার নিমিত্তে যে কথা কহা যায় কিম্বা যে দ্রব্য উপস্থিত করা যায় তাহা সাক্ষ্য, অথবা

(২) পূর্ব্বোক্তমতে আদালত যে বৃত্তান্ত নিশ্চিত জ্ঞান করিলেন তদ্দ্বারা অন্য২ বৃত্তান্তের অনুভূতির উপলব্ধি হইলে তাহাই সাক্ষ্য।

আমরা সাক্ষ্য শব্দের কেবল প্রথমোক্ত অর্থ ধরিয়াছি। সেই অর্থানুসারে তাহার তিন ভাগ করা গেল অর্থাৎ ১, বাচনিক সাক্ষ্য। ২, লিখিত সাক্ষ্য। ৩, দ্রব্যাত্মক সাক্ষ্য।

উপসংহার স্থলে, যে সাক্ষ্যদ্বারা বৃত্তান্তের প্রমাণ করা যাইবে তাহা আদালতে জ্ঞাত করাইয়া বিচারার্থে সমর্পণ করিতে হইবে এবং আদালত তদ্বিষয়ের নির্ণয় করিবেন।

এই সাধারণ কথানুসারে লক্ষিত বিষয় সুনিয়মমতে ও সম্যকরূপে বিভাগ করিবার নিম্নলিখিত মূলাঙ্ক পাওয়া গেল।

প্রথম।—পরিভাষা।
দ্বিতীয়।—বিবাদীয় বিষয়ের সহিত বৃত্তান্তের প্রাসঙ্গিকতা।
তৃতীয়।—বৃত্তান্তের ভাবানুসারে বাচনিক বা লিখিত বা দ্রব্যাত্মক সাক্ষ্যদ্বারা তাহার প্রমাণ।
চতুর্থ।—সাক্ষ্য উপস্থিত করণ।
পঞ্চম।—কার্য্যপ্রণালী।

উক্ত মূলাঙ্ক ধরিয়া লক্ষিত বিষয় অংশাংশ করিলাম। তাহার বিস্তারিত বর্ণনা এই।

প্রথম।—পরিভাষা।

এই স্থলে আমরা বৃত্তান্ত, ইস্যুঘটিত বৃত্তান্ত, প্রতিপোষক বৃত্তান্ত, দলীল, সাক্ষ্য, প্রমাণ ও প্রমাণীকৃত, অবশ্যানুভূতি ও অনুমান, এই২ শব্দের অর্থ করিলাম। এবং সাধারণ শব্দ প্রয়োগ করিয়া আদালতের কর্ত্তব্য কর্ম্মও নির্দ্দেশ করিলাম।

বৃত্তান্ত, ইস্যুঘটিত বৃত্তান্ত, প্রতিপোষক বৃত্তান্ত, ও সাক্ষ্য এই২ শব্দের যে২ অর্থ করিলাম তদ্বিষয়ে এইমাত্র বক্তব্য, পূর্ব্বোক্ত মূল বিধি ধরিয়া সেই২ শব্দের অর্থ করা গেল। কিন্তু সাক্ষ্য শব্দের যে অর্থ করা গেল তাহার ফলের সংক্ষেপ উদাহরণ লেখা যাইতেছে।

ইঙ্গলণ্ডীয় আইনে ঐ শব্দের যদ্রূপ ব্যবহার হইয়াছে তদ্দ্বারা শব্দের অর্থ অনির্দ্দিষ্ট হওয়াতে অনেক বিষয় অস্পষ্ট হইল। এই বিধিদ্বারা তাহা স্পষ্ট করা যাইবে। আনুষঙ্গিক সাক্ষ্য মূলাংশে বিভক্ত হইলে তদ্ঘটিত কার্য্য এইরূপ হয়, যথা, আনন্দ অমুক অপরাধ করিয়াছে কি না, এই প্রশ্ন হইল। বৃত্তান্ত এই২। নিজ কথানুসারে তাহার সেই কর্ম্মপ্রবর্ত্তক হেতু ছিল। যে স্থানে অপরাধ করা গেল সেই স্থানে তাহার পায়ের পরিমাণ মত পদচিহ্ন আছে। সেই অপরাধ দ্বারা যে দ্রব্য পাওয়া যাইতে পারিত সেইরূপ দ্রব্য তাহার অধিকারে আছে। ও সে আপন অপরাধ অনুসূচক পত্র লিখিয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায় দৃষ্টে এই সকল বৃত্তান্ত প্রবৃত্তিজনক কিম্বা ইস্যুঘটিত বৃত্তান্তের নৈমিত্তিক ব্যাপার কিম্বা ইস্যুঘটিত বৃত্তান্তের ফলসূচক কিম্বা ইস্যুঘটিত বৃত্তান্ত দ্বারা প্রবর্ত্তিত কার্য্যসূচক বলিয়া প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয়। উক্ত প্রত্যেক বৃত্তান্তের প্রমাণ কিরূপে লওয়া যাইবে তৃতীয় অধ্যায়দৃষ্টে তাহা জানা যায়। অর্থাৎ, সেই ব্যক্তি আমার শ্রুতিগোচরে ঐ প্রবৃত্তি প্রকাশক কথা কহিয়াছে কোন ব্যক্তির এই মর্ম্মাত্মক বাচনিক সাক্ষ্য দ্বারা সেই প্রবৃত্তিসূচক বাক্যের প্রমাণ করা যাইবে। যে ব্যক্তি ঐ পদচিহ্ন দেখিয়াছে তদ্বিষয়ে তাহার বাচনিক সাক্ষ্য দ্বারা ঐ পদচিহ্নের প্রমাণ করা যাইবে। আদালতে উক্ত দ্রব্য উপস্থিত করণ দ্বারা এবং প্রতিবাদির অধিকারে সেই দ্রব্য দেখিয়াছি কোন ব্যক্তির এই মর্ম্মাত্মক বাচনিক প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দ্বারা ঐ দ্রব্য তাহার অধিকারে থাকার প্রমাণ করা যাইবে। এবং উক্ত পত্র উপস্থিত করণ দ্বারা, অথবা মোকদ্দমায় গৌণ সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইতে পারিলে গৌণ সাক্ষ্য দ্বারা পত্রের প্রমাণ করা যাইবে।

ইঙ্গলণ্ডীয় ব্যবস্থা লেখকগণ অতি অস্পষ্ট ও অনির্দ্দিষ্ট ভাবে "শ্রুত সাক্ষ্য" শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, ব্যবস্থাপক কমিশ্যনরগণ ইহা কহিলেন। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিতে সেই শব্দ নাই। ও তৎসম্পর্কে যে অস্পষ্টতা সম্ভব

হয় তাহারও প্রতিকার করিয়াছি এমত আশা হইল। প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত বিষয়ে তৃতীয় ব্যক্তির কথা ও অভিমত কোন্ স্থলে স্বতই প্রাসঙ্গিক হইবে কোন্ স্থলে প্রাসঙ্গিক না হইবে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইহা স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট হইল। এবং স্থলবিশেষে সেই নির্দ্দেশবাক্য মতান্তর হইয়া ইঙ্গলণ্ডীয় আইনের সহিত মিলে। আরো বাচনিক সাক্ষ্য-দ্বারা প্রমাণ বিষয়ক পঞ্চম অধ্যায়ের এই বিধান, বাচনিক সাক্ষ্যদ্বারা যে বৃত্তান্ত প্রতিপন্ন করা যাইবে, সেই বৃত্তান্ত যে কোন হেতুতে বিবাদের প্রাসঙ্গিক হউক ঐ বাচনিক সাক্ষ্য সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ হইবে। অর্থাৎ বৃত্তান্ত দৃশ্য হইলে তাহা ইন্দ্রিয়ঘটিত হউক বা প্রতিপোষক হউক যে ব্যক্তি দেখিয়াছে সে তাহা প্রতিপন্ন করিবে। শুনা যাইতে পারিলে যে শুনিয়াছে সে তাহা প্রতিপন্ন করিবে। আনুষঙ্গিক সাক্ষ্য শব্দে যে২ বিষয় নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা যেমন অন্য২ বিধানে বিভক্ত করিয়া দেওয়া গেল, শ্রুত সাক্ষ্য শব্দে যে২ বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইল তাহাও এই বিধানক্রমে তেমনি বিভক্ত করিয়া দেওয়া গেল।

তদ্রূপেও মুখ্য ও গৌণ সাক্ষ্য বলিয়া সাক্ষ্য শব্দের দুই অর্থদ্বারা যে অস্পষ্টতা হয় পূর্ব্বোক্ত অর্থ দ্বারা সেই অস্পষ্টতা রহিত করা গেল। কোন২ স্থলে মুখ্য সাক্ষ্য শব্দে প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত বুঝায়, স্থলান্তরে লিপির প্রতিলিপিদ্বারা প্রমাণ না করিয়া লিপি উপস্থিত করণদ্বারা তাহার প্রমাণ করা মুখ্য সাক্ষ্য বলা যায়। এই পাণ্ডুলিপিতে মুখ্য ও গৌণ শব্দের স্পষ্ট অর্থ করা গেল। ও তাহার দ্বিবিধ অর্থ হইতে পারে না। প্রত্যেক স্থলে সাক্ষ্য শব্দেতে আদালতে ব্যক্ত কথা কিম্বা লিপিপ্রভৃতি দর্শিত দ্রব্য বুঝায়।

শেষতঃ আমরা "সিদ্ধান্ত সাক্ষ্য" শব্দ ত্যাগ করিয়া "অবশ্যানুভূতি" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি। অস্পষ্ট কিম্বা দ্ব্যর্থযুক্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত সাক্ষ্য শব্দের বিষয়ে আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু আমরা সাক্ষ্য শব্দের যে অর্থ করিয়া থাকি এই স্থলে উক্ত সাক্ষ্য শব্দের সেই অর্থ নয়, বরং সাক্ষ্যদ্বারা যে বৃত্তান্ত প্রতিপন্ন হইয়া অবশ্যই অনুভূতি হয় এই স্থলে সাক্ষ্য শব্দেতে সেই বৃত্তান্ত বুঝায়। অতএব সিদ্ধান্ত সাক্ষ্য শব্দের ব্যবহার হইলে তাহা এই পাণ্ডুলিপির অন্য২ শব্দের সহিত সঙ্গত হয় না, অবশ্যানুভূতি শব্দ সঙ্গত হয়।

প্রমাণ, প্রমাণীকৃত, ও যুক্তিমত নিশ্চয় এই২ শব্দের যে২ অর্থ করা গেল তাহার যৎকিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। প্রমাণ শব্দের অর্থ প্রমাণীকৃত শব্দের অর্থাধীন। বৃত্তান্ত প্রমাণীকৃত হইয়াছে এই কথা দুই স্থলে বলা যায়, যথা, আদালত উক্ত বৃত্তান্ত বিষয়ের সাক্ষ্য শুনিয়া

১। সেই বৃত্তান্তে যদি প্রত্যয় করেন। অথবা

২। স্থলবিশেষের ভাবগতিক বিবেচনায় যদি সেই বৃত্তান্ত অত্যন্ত সম্ভবপরপ্রযুক্ত তাহা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞানী ব্যক্তির কার্য্য করা কর্ত্তব্য হয়।

সেই দৃঢ় সম্ভাবনা আমরা যুক্তিমত নিশ্চয় বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছে। বৃত্তান্ত বিশেষ না হওয়া অসম্ভব, সাক্ষ্য দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন না হইলে তাহা যুক্তিমত নিশ্চয় বলিয়া জ্ঞান না হয় এই বিধান করিলাম। ইঙ্গলণ্ডীয় বিচারপতিরা জুরির বিচারার্থে বৃত্তান্ত অর্পণ করিলে, সাধারণ্যে "যুক্তিমত সন্দেহ" আছে বলিয়া তাহা অর্পণ করিয়া থাকেন। আমরাও যুক্তিমত নিশ্চয় শব্দ ব্যবহার করিয়া সাধ্যমতে ঐ শব্দের বিলোম শব্দ নির্ণয় করিলাম। সন্দেহ কি প্রকারে যুক্তিমত হয়, এই প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর দেওয়া অসাধ্য। ফলতঃ তাহা বিজ্ঞান মূলক প্রশ্ন নয়, পরিণামদৃষ্টি মূলক প্রশ্ন। অতএব প্রমাণীকৃত শব্দের যে অর্থ নির্ণয় করিলাম তাহাতে সেই ভাব স্পষ্ট করিবার উদ্যোগ হইল। পরন্তু তৎসহিত নিম্নসূচক নিয়মও সংযোগ করিলাম বিশেষতঃ অনেক অনুমান সম্ভবপর হইলে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তন্মধ্যে একটি অনুমান সম্ভবপর বলিয়াই তাহা যুক্তিমত নিশ্চয় বলিতে পারিবেন না। এই নিয়মের সাধারণ মূল ব্যক্ত করিতে গেলে অতিবিস্তারিত তর্কের কথা আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই স্থলে তাহা অনুচিত। অতএব উদাহরণ দ্বারা ব্যক্ত করা সহজ। সেই উদাহরণের এই উদ্দেশ্য। আনন্দ কিম্বা বলরাম কোন এক অপরাধ করিয়াছে, এই স্থলে বলরামের দ্বারা সেই কর্ম্ম হওয়া অসম্ভব, আকারপ্রকার দৃষ্টে ইহা নিশ্চয় না হইলে বিচারপতিরা আনন্দকে অপরাধি বলিয়া নির্ণয় করিবেন না। ইহার অতিরিক্ত ব্যাখ্যা করি নাই। বিচারপতিরা নিষ্পত্তি করণোপলক্ষে ভ্রমে পতনের কত দূর সংশয় স্বীকার করিবেন, ইহা যেমন সর্ব্বত্র তাঁহারদের বিবেচনাধীন রাখা উচিত তেমনি অন্যান্য দেশাপেক্ষা এই দেশে আরো উচিত। ইহা কেবল পরিণামদর্শিতা ও অনুশীলন যুক্ত বিষয়। তাঁহারদের বিবেচনাশক্তি সঙ্কুচিত করণাভিপ্রায়ে নয় কেবল প্রণালী দর্শনাভিপ্রায়ে ইহার বিধি করা গেল।

পারিভাষিক অধ্যায়ের আর একটি বিষয় উল্লেখ্য। বৃত্তান্তঘটিত কথা নিষ্পত্তি করণে আদালতের যাহা কর্ত্তব্য তাহা অতি সাধারণ শব্দপ্রয়োগে নির্ণয় করিলাম। সাধারণ প্রযুক্ত সেই কথা শেষ অধ্যায়ে না লিখিয়া পারিভাষিক অধ্যায়ে লিখিয়াছি। এই পরিচ্ছেদঅনুসারে আদালত ইহা করিবেন।

১। যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তদ্দ্বারা কথিত বৃত্তান্তের অনুভূতি করিয়া।

২। প্রমাণীকৃত বৃত্তান্তদ্বারা অপ্রমাণিত বৃত্তান্তের অনুভূতি করিয়া।

৩। যে প্রমাণ দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল তাহার অভাবদ্বারা,

৪। বাদির ও প্রতিবাদির স্বীকার বাক্য ও আচরণদ্বারা ও সাধারণ্যে বিচার্য্য বিষয়ের ভাবগতিক দ্বারা অনুভূতি করিয়া বৃত্তান্তঘটিত বিষয় নির্ণয় করিবেন।

সেই অনুভূতি নির্ণয়ের মূল নিয়মের কথা লিখি নাই। কারণ তাহা তর্কশাস্ত্র ঘটিত বিষয়, বিচারকার্য্য সংক্রান্ত সাক্ষ্য সম্পর্কীয় বিষয় নয়। কিন্তু সাক্ষ্য গ্রহণ করা বা লিপিবদ্ধ করামাত্র আদালতের কর্ত্তব্য নয় অনুভূতি করাও সর্ব্বদা কর্ত্তব্য ইহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা আমারদের অভিমত। প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য হইলে অনুভূতির পন্থা নাই সাক্ষ্য অপ্রত্যক্ষ বা আনুষঙ্গিক হইলে অনুভূতির পথ থাকে, সাক্ষ্য শব্দের নানা অর্থ থাকাতে ও অস্পষ্টরূপে তাহার প্রয়োগে হওয়াতে উক্ত প্রকারের কথা সাধারণমতে কহা গিয়া থাকে। বস্তুতঃ

সকল প্রকারের সাক্ষ্য কেবল অনুভূতির মূলস্বরূপ হইয়া কার্য্যকর হয়। সাক্ষী যে বৃত্তান্ত ব্যক্ত করে, তাহা প্রকৃতই আছে কি কোন সময়ে ছিল, ব্যবস্থার ইহার অনুভূতি করা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। প্রত্যেক প্রকারের মোকদ্দমায়, উক্ত অন্যতর প্রকারের অনুভূতি করা বিচারপতির অতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই কারণে তাহা স্পষ্ট ও বিস্তৃত ভাবে ব্যক্ত করা উচিত জ্ঞান করিলাম।

এই সাধারণ বিধির দুইটি উপবিধিও করিলাম। ১। অনুভূতি করা আবশ্যক, ব্যবস্থার এই আদেশ থাকিলে বিচারপতি সেই অনুভূতি করিবেন ও তাহার সত্যতার প্রতিরোধ হইতে দিবেন না। ২। বিচারপতি বৃত্তান্তের অনুমান করিবেন ব্যবস্থার এই বিধি থাকিলে, যত কাল তদ্বিপরীত প্রকাশ না হয় বিচারপতি তত কাল সেই বৃত্তান্তের সত্তার অনুভূতি করিবেন। এই পাণ্ডুলিপির অন্যস্থলে অবশ্যানুভূতির ও অনুমানের বিস্তারিত কথা লিখিয়াছি।

২।—বৃত্তান্তের প্রাসঙ্গিকতার কথা।

সাক্ষ্য বিষয়ক আইনের যে স্থলে এই কথা ব্যক্ত করা উচিত তাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছি। তুমি কোন্২ বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে পার, এই প্রশ্ন স্পষ্টই উক্ত বিষয়ের মূলস্বরূপ। ইহার সম্পূর্ণ ও স্পষ্ট উত্তর দিতে না পারিলে নিয়মিতরূপে ব্যবস্থা ব্যক্ত করা অসাধ্য। বিবাদের অন্তর্গত বিবেচ্য বিষয়ের সাক্ষ্যভিন্ন অন্য বিষয়ের সাক্ষ্য লইতে হইবে না, ও শ্রুত বাক্য সাক্ষ্য নয়, ও সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাক্ষ্য গ্রাহ্য, ইঙ্গলণ্ডীয় ব্যবস্থাগ্রন্থকারদের এইং বিস্তারিত বৈশেষিক বিধির বর্জ্জিত নানা বিস্তৃত কথার মধ্যে উক্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু সেইং বর্জ্জিত কথার অংশস্বরূপ অন্যান্য কথা ব্যবস্থার ভিন্নং শাখায় লেখা হইয়াছে। আমরা সেই বর্জ্জিত সকল কথা ঐক্য করণপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া ইস্যুর সহিত বৃত্তান্তের প্রাসঙ্গিতার স্পষ্ট বিধি করিয়াছি। বৃত্তান্ত-ঘটিত কোন বিষয়ের বিচারকালে বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেং বৃত্তান্ত স্বগোচরে রাখিতে চাহেন উক্ত বিধিতে বোধ হয় ইহার সম্পূর্ণ বিধান হইয়া থাকিবে।

এই বিধিমতে নিম্নলিখিত প্রকারের বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে।

১। ইস্যুঘটিত সকল বৃত্তান্ত।

২। প্রতিপোষক যে সকল বৃত্তান্ত

(ক) একি ব্যাপারের অঙ্গস্বরূপ হয়, বা

(খ) ইস্যুঘটিত বৃত্তান্তের স্পষ্ট নিমিত্ত বা হেতু বা ফলস্বরূপ হয়, বা

(গ) ইস্যুঘটিত বৃত্তান্ত দ্বারা যে প্রবর্ত্তক কারণ কি উদ্যোগ কি আচার রূপান্তর হয় সেই কারণাদি দর্শায়, বা

(ঘ) প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত উপস্থিত কি ব্যাখ্যা করণাভিপ্রায়ে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক হয়, কিম্বা

(চ) সাধারণ উদ্দেশ্য সফল করণাভিপ্রায়ে সহযোগদ্বারা করা যায় বা কথিত হয়, বা

(ছ) ইস্যুঘটিত কোন বৃত্তান্তের অসঙ্গত হয়, অথবা অন্য পক্ষের যে অনুভব সপ্রমাণ করা উচিত তাহার অভাবে অসঙ্গত হয়, কিম্বা ইস্যুঘটিত বৃত্তান্তের থাকা কি না থাকা যুক্তিমত নিশ্চয় করে। (এই স্থলে যুক্তিমত নিশ্চয় শব্দের পূর্ব্বোক্ত অর্থ ধরিতে হইবে।) বা

(জ) হানিপূরণের দাওয়া হইলে ঐ হানি ন্যূন বা বৃদ্ধি করে, বা

(ঝ) বিবাদীয় স্বত্বের কি আচারের আদি বা সত্তা প্রকাশ করে। বা

(ট) মনের ও শরীরের প্রাসঙ্গিক ভাব দর্শায়, বা

(ঠ) প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত যে বৃত্তান্তশ্রেণীর অঙ্গস্বরূপ হয় এমত বৃত্তান্তশ্রেণীর সত্তা দর্শায়। অথবা

(ড) স্থলবিশেষে কার্য্য করিবার নির্দ্দিষ্ট ধারা প্রকাশ করে।

ইঙ্গলণ্ডীয় আইনে বিধির বর্জনীয় কথা বলিয়া যেং কথা ব্যক্ত হইয়াছে, এই অধ্যায়ের অবশিষ্টাংশে তাহা স্পষ্ট বিধিস্বরূপ ব্যক্ত করা গেল। শ্রুত বলিয়া যেং বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা ইহার মধ্যে ধরা যায় নাই। ঐ অংশে এইং বিষয়ের উল্লেখ হইল।

পূর্ব্ব কোন সময়ে উভয় পক্ষের যদ্রূপে আচার হইত।

পূর্ব্ব কোন সময়ে উভয় পক্ষ যাহা কহিল।

পূর্ব্বে যে নিষ্পত্তি হয়।

তৃতীয় ব্যক্তিদের উক্তি।

তৃতীয় ব্যক্তিদের অভিমত।

১। পূর্ব্ব কোন সময়ে উভয় পক্ষের ব্যক্তিরা যদ্রূপে আচার করিত এই বিষয়ের তিন ধারা প্রণয়ন করিয়া, ইঙ্গলণ্ডীয় আইনে চরিত্রবিষয়ক প্রমাণের যে কথা আছে তাহা কিঞ্চিৎ মতান্তরপূর্ব্বক ঐ তিন ধারায় ভুক্ত করিলাম। চরিত্র শব্দের মধ্যে ব্যক্তির খ্যাতি ও স্বভাব ধরিলাম। এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির যে অপরাধ পূর্ব্বে নির্ণয় হয় ঐ ব্যক্তির বিপক্ষে সেই নির্ণয় হওয়ার সাক্ষ্যও দিবার অনুমতি দিলাম। সেই সাক্ষ্য সত্য হইলে তদ্বিপক্ষে উপস্থিত না করিবার কোন কারণ দেখিতে পাই না।

২। পূর্ব্ব কোন সময়ে উভয় পক্ষ যাহা কহিয়াছে, এই কথা ব্যক্ত করণসময়ে আমরা অপরাধ স্বীকার বাক্য ধরিয়াছি। এই বিষয়ে প্রচলিত আইনের গুরুতর পরিবর্ত্তন করি নাই।

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনে পোলীসের কর্ম্মকারকদের নিকট অপরাধ স্বীকার করণ-বিষয়ক যে বিধি আছে তাহা উঠাইয়া এই আইনে গ্রহণ করি নাই কেননা আমারদের বিবেচনায় ঐ কথা প্রমাণের মূল বিধির মধ্যে আইসে না, তাহা পোলীসের শাসনসম্পর্কীয় বিষয়।

৩। উভয় পক্ষের পূর্ব্ব উক্তির পরে স্বভাবতঃ পূর্ব্বনির্ণয়ের কথা বিবেচ্য। এই স্থলে বিচারিত বিষয়ের কথা ধরিয়াছি।

যে উভয় পক্ষের মধ্যে মোকদ্দমা হয় পূর্ব্বনির্ণয়ের দ্বারা তাঁহারদেরই মোকদ্দমা নিবারণ হয় বলিয়া যে প্রশ্ন উত্থাপন হইতে পারে তাহা ধরি নাই। কেননা তাহা সাক্ষ্যঘটিত বিষয় নয়, কার্য্যের প্রণালীসম্পর্কীয় বিষয়। দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীর আইন পুনঃপ্রকাশ করা গেলে সেই কথা ধরা যাইতে পারিবে। কিন্তু ভিন্ন দুই পক্ষের মধ্যে মোকদ্দমা হইয়া যে নির্ণয় হয় তাহার পরস্পর প্রাসঙ্গিকতার কথা লইয়া আমরা ইঙ্গলণ্ডীয় আইনের মূল নিয়মানুযায়ি বিধি করিলাম। যে মোকদ্দমায় কানাইলাল বাদী ও রাধাচরণ প্রতিবাদী, সদরলণ্ড সাহেবের পুস্তকের ৭ম খণ্ডের ৩৩৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সেই মোকদ্দমায় শ্রীযুত সর বার্ণস পীকক সাহেব ব্যবস্থার যে ব্যাখ্যা করিলেন আমরা উক্ত বিধি সহজ করিবার অভিপ্রায়ে এবং বিবাদীয় বিষয়ের উপর নির্ণয় নির্দ্দিষ্ট করা কিম্বা তাহার সংখ্যা নিরূপণ করা যে কঠিন কার্য্য তাহাহইতে নিষ্কৃতি পাইবার উদ্দেশে সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলাম।

৪। তৃতীয় ব্যক্তির উক্তি। এতদ্বিষয়ে প্রচলিত আইনের যে বিধি আছে আমরা তাহার এক স্থলের গুরুতর পরিবর্ত্তন করিয়া এই বিধি করিলাম। তৃতীয় ব্যক্তিরা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের যে উক্তি করে যদি আচরণদ্বারা সেই উক্তির সত্যতার প্রমাণ হয় কিম্বা স্বতন্ত্র অন্য যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করা গেল ঐ উক্তি যদি তৎসম্পর্কীয় হয়, এবং যে ব্যক্তি সেই উক্তি করে আদালতের বিবেচনায় যদি তাহার সেই কথা সুবিদিত হইবার সবিশেষ উপায় থাকে, তবে সেই উক্তি গ্রাহ্য হইতে পারিবে। ইহার অনেক উদাহরণও দিলাম। তন্মধ্যে পিট টেলর সাহেবের প্রস্তাবিত উদাহরণ অতিগুরুতর। কোন কাপ্তান সাহেব ভিন্নদেশে যাইতে উদ্যত হইয়া তন্নিরূপে জাহাজ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সাগরে যাইবার উপযুক্ত জ্ঞান করিলেন এবং বিমা না লইয়া আপন পরিবার ও সম্পত্তি সহিত জাহাজে উঠিয়া গেলেন। এই প্রকারের কথা যে অসত্য ইহা অসম্ভব। অতএব তাদৃশ উক্তিরূপ সাক্ষ্য এই ধারামতে গ্রাহ্য হইবে। যে ব্যক্তি সেই উক্তি করিলেন তিনি জীবৎ থাকিলে বা মৃত হইলেও এবং তাঁহাকে উপস্থিত করা যাইতে পারিলে বা না পারিলেও তাঁহার উক্তি গ্রাহ্য হইবে। ইঙ্গলণ্ডীয় বিধিমতে আচরণের হেতুবাদস্বরূপ সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইতে পারে, অতএব উক্ত প্রকারের কএক উক্তিও গ্রাহ্য হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু যে আচরণের হেতুবাদ করা যায় তাহা প্রাসঙ্গিক হওয়া আবশ্যক। এবং ইঙ্গলণ্ডীয় ব্যবস্থায় প্রাসঙ্গিকতার কোন স্পষ্ট অর্থ নির্ণয় করা যায় নাই অতএব এই বিধি কত দূর খাটিতে পারে তাহা কহা কঠিন।

কোন ব্যক্তি মরিলে, কিম্বা তাঁহার উদ্দেশ পাওয়া না গেলে, কিম্বা অযুক্তিমতে বিলম্ব বা অর্থব্যয় না করিয়া তাহাকে উপস্থিত করা যাইতে না পারিলে, তাহার উক্তি গ্রাহ্য করা অন্যতর বর্জ্জনীয় স্থলের কথা। পরন্তু যদি সেই উক্তি ঐ ব্যক্তির মরণের হেতু বিষয়ক উক্তি হয়, কিম্বা কার্য্যের সাধারণ ধারাক্রমে কহা যায়, কিম্বা যদি সেই উক্তিতে সাধারণের স্বত্ব থাকার বিষয়ে অভিমত প্রকাশ হয়, কিম্বা যে কুটুম্বিতাবিষয়ে বক্তার জানিবার সবিশেষ উপায় থাকে যদি সেই উক্তিতে সেই কুটুম্বিতার কথা প্রকাশ হয়, কিম্বা যদি বংশাবলিপত্রে কি আগমপত্রে কিম্বা দলীলপ্রভৃতিতে সেই উক্তি থাকে, তবে তাহা প্রাসঙ্গিক উক্তি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছি। মুমূর্ষ বাক্য এবং কুটুম্বিতাবিষয়ক উক্তি গ্রাহ্য হওন বিষয়ে এবং ঐ উক্তিরূপ যে সাক্ষ্য বেন্টম সাহেবের কথানুসারে অনুপায় স্থলের সাক্ষ্যমাত্র বলা যায় তাহার গ্রহণীয়তার প্রতি তাদৃশ লক্ষ না করিয়া বরং গুরুত্বের প্রতি লক্ষ করা উচিত প্রযুক্ত ঐ উক্তি বক্তার ধনসংক্রান্ত স্বার্থের বিপক্ষ হওয়া আবশ্যক ইঙ্গলণ্ডীয় ব্যবস্থার সঙ্কোচার্থক এই কএক বিধি ত্যাগ করিয়াছি।

রাজকীয় কিম্বা ব্যবসায়াদির কার্য্যসংক্রান্ত যে বহী থাকে, তল্লিখিত উক্তি ও স্থলবিশেষে আদালতের ভূতপূর্ব্ব আনুষ্ঠানিক কার্য্যে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তাহাও গ্রাহ্য করিবার বিধান করিয়াছি।

৫। তৃতীয় ব্যক্তির অভিমত যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয়, ৪৪ অবধি ৫০ অর্য্যন্ত সমস্ত ধারায় তাহার বিধান আছে।

তন্মধ্যে প্রবীণ ব্যক্তিদের অভিমত ও হাতের লেখা বিষয়ক অভিমত ও আচার বিষয়ক অভিমত ও কুটুম্বিতা বিষয়ক অভিমত ও সেই২ অভিমতের হেতু প্রাসঙ্গিক বলিয়া প্রকাশ হইয়াছে।

পাণ্ডুলিপির যে অংশে বৃত্তান্তের প্রাসঙ্গিকতার উল্লেখ হইয়াছে, তাহা এই স্থলে শেষ করা গেল। সংক্ষেপরূপে লিখিবার অভিপ্রায়ে ক্ষুদ্রতর অন্যান্য বিষয় এই স্থানে উল্লেখ করা গেল না, তৎসমেত পূর্ব্বোক্ত কথাক্রমে ইঙ্গলণ্ডীয় আইন মতান্তর করা গেল। পরন্তু ইস্যুঘটিত বৃত্তান্তভিন্ন অন্য বিষয়ের সাক্ষ্য লইতে হইবে না ও সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সাক্ষ্য লওয়া যাইবে ও শ্রুতবাক্য সাক্ষ্য নয়, এই২ বিধি ও বিধির বর্জ্জনীয় কথা ইঙ্গলণ্ডীয় ব্যবস্থার যে অংশে থাকে, বোধ হয় এই অধ্যায়ে তাহার সারাংশের উল্লেখ হইয়াছে। পরন্তু সেই বিধির মধ্যে আর২ বিষয় ধরা গিয়াছে তাহা অন্য স্থলে উল্লেখ করিলাম।

৩ অধ্যায়।—প্রমাণের কথা।

কি প্রকারের বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে নির্দ্ধার্য্য করা গেল। প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের প্রমাণ কি রূপে লইতে হইবে তাহা এই অধ্যায়ে লেখা যাইতেছে।

প্রথম। যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে হইবে তাহা অতি প্রসিদ্ধ হওয়াতে আদালত বিচারকালে তাহা সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিতে পারিবেন অথবা উভয়পক্ষ তাহা স্বীকার করিতে পারিবেন। এমনস্থলে তাহার প্রমাণ দিবার আবশ্যক নাই। আদালত যে২ বিষয় সিদ্ধ বলিয়া গ্রাহ্য করিবেন তৃতীয় পরিচ্ছেদে তাহা নির্ণয় করা গেল। তাহার একাংশ ১৮৫৫ সালের ২ আইনহইতে, অন্যাংশ কমিশ্যনরদের এই আইনের পাণ্ডুলিপি হইতে ও অপরাংশ ইঙ্গলণ্ডীয় ব্যবস্থাহইতে গৃহীত হইল।

কোন বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিতে হইলে, সেই সাক্ষ্য বাচনিক বা লিখিত বা দ্রব্যাত্মক হইবে। পশ্চাৎলিখিত পরিচ্ছেদে সেই তিন প্রকারের সাক্ষ্যের বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করা গেল। কিন্তু ঐ সকল প্রকারের সাক্ষ্যের প্রতি যে এক কথা বর্ত্তে তাহা চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লেখ করা গেল। সেই কথা এই। মুখ্য ও গৌণ সাক্ষ্যের বিশেষ। সাক্ষ্য শব্দের বিবিধ অর্থ করা যাইতে পারে ইহা পূর্ব্বে লেখা গেল। দলীল পাঠ করাই তাহার মর্ম্ম জানিবার উৎকৃষ্ট উপায়, এই স্পষ্ট নিয়ম স্বীকার করিবার বিধি ব্যবস্থাসিদ্ধ জ্ঞান করিয়া উক্ত দুই প্রকারের সাক্ষ্য নির্ণয় করিয়া মুখ্য ও গৌণ সাক্ষ্যের এই অর্থ করিলাম। দলীল কিম্বা অন্য দ্রব্যাত্মক সাক্ষ্য হইলে সেই দলীল বা দ্রব্যই মুখ্য সাক্ষ্য। তাহার প্রতিলিপি বা আদর্শ কি বাচনিক বর্ণনা গৌণ সাক্ষ্য। অন্য স্থলে বাচনিক সাক্ষ্য মুখ্য।

৫, ৬, ৭, ও ৮ পরিচ্ছেদে বাচনিক ও লিখিত ও দ্রব্যাত্মক এই তিন প্রকারের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ লইবার বিধি লিখিলাম। বাচনিক সাক্ষ্য বিষয়ের এই বিধি করা গেল, সেই সাক্ষ্য মুখ্য কিম্বা গৌণ হউক ও যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে হইবে তাহা ইস্যুঘটিত কিম্বা প্রতিপোষক বৃত্তান্ত হউক, তাহা প্রত্যক্ষ হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে হইবে তাহা যদি চাক্ষুস দেখা যাইতে পারে তবে যে ব্যক্তি স্বচক্ষে দেখিয়াছে তাহারই দ্বারা তাহার প্রমাণ করিতে হইবে, যদি শুণা যাইতে পারে, তবে যে শুনিয়াছে তাহারই প্রমাণ দিতে হইবে। অন্য ইন্দ্রীয় দ্বারা গ্রাহ্য বিষয়েরও তাদৃশ প্রমাণ প্রয়োজন। আরও যে ব্যক্তি জীবিত আছে ও যাহাকে উপস্থিত করা যাইতে পারে যদি এমত ব্যক্তির অভিমত কিম্বা সেই অভিমতের হেতু প্রমাণ করা কর্ত্তব্য হয়, তবে যে ব্যক্তির সেই হেতুমূলক সেই অভিমত হয় তাঁহার দ্বারা তাহার প্রমাণ করা আবশ্যক।

পরন্তু যদি প্রবীণ ব্যক্তির অভিমত প্রমাণ করা আবশ্যক ও তাঁহাকে আহ্বান করা যাইতে না পারে (ফলতঃ এতদ্দেশে অধিকাংশ স্থলে প্রবীণ ব্যক্তিকে আহ্বান করা অসম্ভব) ও যদি তাঁহার সেই অভিমত কোন প্রকাশিত পুস্তকাদিতে ব্যক্ত থাকে, তবে সেই পুস্তকাদি উপস্থিত করণ দ্বারা ঐ বৃত্তান্তের প্রমাণ করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের উল্লিখিত প্রাসঙ্গিকতার বিধানের সহিত এই অধ্যায়ের বিধান একত্র ধরিলে বোধ হয় শ্রুতবাক্য বিষয়ক সমস্ত কথা সুস্পষ্ট হইবে। ঐ বিধিদ্বয়ের ফল এই।

১। তৃতীয় ব্যক্তিদের কথা ও কর্ম্ম সাধারণ্যে অপ্রাসঙ্গিক অতএব তাহার কোন প্রমাণ গ্রাহ্য নয়।

২। বর্জ্জিত কোন২ স্থলে প্রাসঙ্গিক হইতে পারে।

৩। কৃত যে ক্রিয়া ও ব্যক্ত যে কথা যে কারণেই প্রাসঙ্গিক হয়, বাচনিক সাক্ষ্য দ্বারা তাহার প্রমাণ করা গেলে যে ব্যক্তি স্বচক্ষে দেখিয়াছে কিম্বা স্বকর্ণে শুনিয়াছে তাঁহারই ঐ সাক্ষ্য লওয়া যাইবে।

লিখিত সাক্ষ্যদ্বারা যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে হইবে তদ্বিষয়ক অধ্যায়সম্পর্কে, এবং যে স্থলে গৌণ সাক্ষ্য লওয়া যায় তৎসম্পর্কে আমরা কিয়দংশ পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক প্রায় প্রচলিত আইনমত বিধি করিলাম। এই পাণ্ডুলিপির মধ্যে যে কএকটি অনুমানের স্থল উল্লেখ করা বিহিত বোধ করিলাম তাহার প্রায় সমুদয় সপ্তম পরিচ্ছেদে লিখিয়াছি। সর্টিফিকটযুক্ত প্রতিলিপির ও গেজেটের ও অমুক স্থানে প্রকাশিত হইল বলিয়া কোন পুস্তকের ও জোবানবন্দীর নকলপ্রভৃতির যথার্থতার উক্ত প্রকারের অনুমান প্রায় প্রত্যেক স্থলে সত্য হইবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদে দ্রব্যাত্মক সাক্ষ্য বিষয়ের কএক বিধান উল্লিখিত হইয়াছে। যদ্যপি ইঙ্গলণ্ডীয় ব্যবস্থা গ্রন্থে তদ্বিষয়ের কোন স্পষ্ট বিধান না থাকে এবং অস্মদাদির জ্ঞানমতে আদালতের কতিপয়মাত্র নিষ্পত্তি আছে তথাপি ইঙ্গলণ্ডে তদ্বিষয়ের যে রীতি প্রচলিত আছে এই পরিচ্ছেদে তাহা ও আমারদের বিবেচনায় ইঙ্গলণ্ডীয় ব্যবস্থাও লেখা গেল।

চুক্তিপ্রভৃতি লিপিবদ্ধ করা গেলে তাহার বাচনিক সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিবার বিষয়ে আমরা নবম অধ্যায়ে কেবল ইঙ্গলণ্ডীয় ব্যবস্থার ও কমিশ্যনরদের পাণ্ডুলিপির কথা উল্লেখ করিয়াছি।

৪ অধ্যায়।—প্রমাণ উপস্থিত করিবার কথা।

বৃত্তান্তের প্রমাণবিষয়ক কথা সমাপ্ত হওয়াতে সেই প্রমাণ কিরূপে উপস্থিত করিতে হইবে এই কথা লিখিতব্য। তাহার চারি পরিচ্ছেদ।

প্রমাণ করিবার ভারের কথা ... (১০ পরিচ্ছেদ।)
সাক্ষিদের কথা ... (১১ পরিচ্ছেদ।)
শপথ করাইবার কথা ... (১২ পরিচ্ছেদ।)
সাক্ষি পরীক্ষার কথা ... (১৩ পরিচ্ছেদ।)

প্রমাণ করিবার ভার কাহার প্রতি বর্ত্তে এই বিষয়ে আমরা এই প্রশস্ত বিধি করিলাম, সাক্ষ্য না থাকিলে যে ব্যক্তি পরাস্ত হইবে প্রমাণ করিবার সাধারণ ভার তাঁহার প্রতি বর্ত্তে। কোন ব্যক্তি বিশেষ বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলে সেই বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার ভার তাহার প্রতি বর্ত্তে। ইহাই সুপ্রসিদ্ধ ইঙ্গলণ্ডীয় বিধি। ও আমারদের বিবেচনায় যুক্তিসিদ্ধ। অনুমানাবলি দিলে বিচারপতিদের বিবেচনাশক্তি এক প্রকারে সঙ্কুচিত হইবে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক কমিশ্যনরদের এই মতে সম্মত হইয়া আমরা নিউ ইয়ার্কের ব্যবস্থাগ্রন্থানুসারে সেই অনুমান স্থলের দীর্ঘ আবলি দি নাই। কিন্তু স্থলবিশেষে বিশেষ বিধি না থাকিলে বিচারপতি উৎকণ্ঠিত হইতে পারেন বলিয়া আমরা এই আইনের দুই এক স্থলে অনুমানের কথা লিখিয়াছি। যথা সাত বৎসর অনুদ্দেশ্য হওয়াতে মৃত্যুর অনুমান ও অংশিস্বরূপ কার্য্যকরণপ্রযুক্ত অংশিত্বের অনুমান।

সাধারণ দুর্যোগে অনেক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে যদ্রূপ অনুমান হইতে পারে এই বিষয়ে অনেক দেশের আইনে অত্যন্ত আয়াসযুক্ত ও আমারদের বিবেচনামতে স্বেচ্ছাচারক্রমে অনেক বিধান আছে। আমরা একটি উদাহরণ দিয়া তাহার নিষ্পত্তি করিলাম, ফলতঃ প্রমাণের ভার কাহার প্রতি থাকে এই বিষয়ের উদাহরণ-স্থলস্বরূপ ঐ কথা ধরিয়াছি। যথা আনন্দ বলরামের পূর্ব্বে মরিল এই কথা যে ব্যক্তি কহেন তিনিই সাধ্যবান। ইঙ্গলণ্ডীয় আদালতেও এই নিয়ম প্রচলিত আছে।

বিবাহ ও সংসর্গ হইলে সন্তান অবশ্য ঔরসজ্ঞান হইবে এই বিষয়ে আমরা ইঙ্গলণ্ডীয় আইনমত ব্যবস্থা করিলাম। এবং প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে ইঙ্গলণ্ডীয় আইনের দুই এক বিধি গ্রহণ করিয়াছি,

মফঃসল আদালতে ও দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনমতে সাক্ষিপরীক্ষা করিবার যে রীতি প্রচলিত আছে তাহা অগত্যা অতি আলগা ও নানা প্রকারের ঘটনাদ্বারা তাহার ভিন্নং রীতি চলিয়া আসিতেছে অতএব সেই বিষয়ে প্রায় হস্তক্ষেপ করি নাই। কিন্তু ইঙ্গলণ্ডীয় আইনেতে সাক্ষিদের পরীক্ষা ও কূট পরীক্ষা বিষয়ে যেং বিধি আছে তাহা প্রসঙ্গ স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছি।

আরো সাক্ষ্য গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করণের ভার বিচারপতির নিজ বিবেচনাধীন করণের বিধি ব্যবস্থায় ব্যক্ত থাকিলেও ইঙ্গলণ্ডে তদনুসারে প্রায় কার্য্য হয় না, কিন্তু এই দেশের বিশেষ অবস্থা বিবেচনা করিয়া কতক দূরপর্য্যন্ত সেই বিধি সফল করিবার অনুমতি প্রদান করা আবশ্যক জ্ঞান করিলাম। তৎক্রমে তিনি মোকদ্দমার বিচারকার্য্য চলনের কোন সময়ে প্রাসঙ্গিক কি অপ্রাসঙ্গিক কোন বৃত্তান্ত বিষয়ে প্রশ্ন করিতে স্পষ্ট ক্ষমতা পাইলেন। এবং ফৌজদারী মোকদ্দমায় উভয় পক্ষ যে সাক্ষ্য দেন তিনি তাহা গ্রাহ্য করিয়া তদনুসারে নিষ্পত্তি করিবেন মাত্র নয়, কিন্তু সাধারণের স্বার্থ পক্ষে বিহিত বোধ করিলে, তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত বিষয়ের অন্ত পর্য্যন্ত সত্যতার তদন্ত লইবেন ইহা তাঁহার অতি কর্ত্তব্য বলিয়া স্পষ্ট ব্যক্ত করিলাম। বিচারপতিদের ও তাঁহারদের সম্মুখস্থ ব্যবহারাজীবদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও অবস্থা সরল ও স্পষ্টরূপে নির্ণয় করা এই বিধানের উদ্দেশ্য। ইঙ্গলণ্ডীয় যে নিয়মমতে বিচারপতি ও ব্যবহারাজীবগণ সহযোগী হইয়া স্বাধীনভাবে আপনং কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন, তদ্দ্বারাও সেই নিয়ম তাঁহারদের বৃত্তিঘটিত যে ধারামূলক হয় তজ্জন্যে অনেক লাভ, ইহার সন্দেহ নাই। কিন্তু এতদ্দেশে সেই নিয়ম নাই ও অনেক কাল গত না হইলে ঐ নিয়ম প্রচলিত হইতেও পারিবে না। মফঃসল দেশে সাধারণ্যে অধিকাংশ মোকদ্দমা কৌনসেলের সহায়তাভিন্ন প্রচলিত হইয়া থাকে। কৌনসেল নিযুক্ত হইলেও তাঁহারদিগকে অতি দূর স্থানহইতে আনাইতে হয় এবং ইঙ্গলণ্ডীয় জজেরা আপনং বৃত্তিঘটিত যদ্রূপ শিক্ষা পাইয়াছেন, তদ্রূপ শিক্ষিত জজদের সম্মুখে তাঁহারা উপস্থিত হন না। সুতরাং যে উকীলেরা তাঁহারদের অপেক্ষা পারিভাষিক উত্তম জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং ইঙ্গলণ্ডে আপীল করিবার যে নিয়ম নাই এতদ্দেশে আপীল করিবার এমত অতি জটিল নিয়মের প্রচলন হওয়াতে বিচারাধিপতিদের উপর যে উকীলদের ক্ষমতা থাকে তাঁহারদের নিকট ঐ কৌনসেলী সাহেবদের অপ্রতিভ হইবার সম্ভাবনা। এই কারণে বিচারপতিদের হস্তবল বৃদ্ধি করণপূর্ব্বক তাহারদের প্রতি সাধারণের স্বার্থের প্রতিনিধিস্বরূপ সফলরূপে ও ত্বরায় কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করা আবশ্যক জ্ঞান করিলাম।

কূটপরীক্ষা করিবার ক্ষমতাক্রমে অন্যায়াচার না হয় এই নিমিত্তে এই স্থলে কএক বিধান করা গেল। ন্যায়বিচার হইবার নিমিত্ত উক্ত ক্ষমতা থাকা আবশ্যক জ্ঞান করিলাম। তথাপি সেই বিষয়ে অনেক প্রকারে অন্যায়াচারও হইতে পারে। ইঙ্গলণ্ডে বহুকালীন কার্য্যানুশীলনক্রমে সেই ক্ষমতা থাকার প্রয়োজনের ও তদ্দ্বারা অন্যায়াচারের সম্ভাবনার প্রমাণ হইল। কিন্তু এই দেশে নানা প্রকারের মোকদ্দমা, বিশেষতঃ ফৌজদারী মোকদ্দমা দ্বেষ প্রকাশের যন্ত্রস্বরূপ। অতএব কুটিলভাব সপ্রকাশ করিবার উপায় করা ও তৎপ্রকাশের ক্ষমতা দ্বেষভাব সাধন করিবার যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিতে নিবৃত্তি করা যদিও ইঙ্গলণ্ড দেশে আবশ্যক, তবে এতদ্দেশে আরো আবশ্যক। অতএব এইং বিধি করিলাম।

মোকদ্দমার প্রাসঙ্গিক কিম্বা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের সহিত উক্ত প্রশ্নের সম্পর্ক থাকিতে পারে। যদি মোকদ্দমার প্রাসঙ্গিক বিষয় হয়, তবে আমারদের বিবেচনায় সাক্ষির স্থানে বলক্রমে উত্তর লওয়া উচিত। কিন্তু তাহার সেই উত্তর তাহার বিপক্ষার্থে প্রয়োগ করিতে হইবে না।

যদি মোকদ্দমার অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রশ্ন হয়, তবে বোধ হয় সাক্ষির স্থানে বলপূর্ব্বক উত্তর লওয়া উচিত নয়, কিন্তু তাহার বিশ্বাসযোগ্যতা নিরূপণ করিবার উদ্দেশে উত্তর লওয়া যাইতে পারে। অধিকাংশ মোকদ্দমায় উত্তর দিতে অস্বীকার করিলে বিশ্বাসযোগ্যতার ব্যাঘাত হইতে পারে ও সেই প্রশ্ন দ্বারা যে দোষের অনুভব হয়, সাক্ষির উত্তর না দেওয়াই সেই দোষের সত্যতার স্পষ্ট স্বীকারস্বরূপ হইতে পারে।

সাক্ষিরদের নিকট উক্ত প্রকারের অনাবশ্যক প্রশ্ন না হয় এই নিমিত্তে এই বিধান করা গেল। কোন উকীল লিখিত আদেশ না পাইয়া সেই প্রশ্ন করিলে আদালতের অবজ্ঞা করণাপরাধী হইবে। আদালত তাঁহাকে সেই আদেশপত্র দেখাইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, দেখাইলে তাহা নিকট রাখিতে পারিবেন। এবং আনুষ্ঠানিক কার্য্যের এক পক্ষ সেই প্রশ্ন করিলে আদালত তাহা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন। ঐ প্রশ্নের কিম্বা লিখিত আদেশের লিপিবদ্ধ পত্র যে ব্যক্তিসম্পর্কীয় হয় তাহার সুখ্যাতির বিলোপ করিবার কল্পনায় দোষারোপ প্রকাশ হওয়ার সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারিবে। ও সেই অপবাদ পত্রদ্বারা করা গেল কেবল ইহা বলিয়া তাহা গোপনীয় কথাস্বরূপ জ্ঞান হইবে না এবং ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৯৯ ধারার কোন বর্জিত কথার মধ্যেও ধরা যাইবে না। অপবাদের বিচার হইলে, যথার্থ দোষারোপ হইল, ও সাধারণের হিতার্থে সেই দোষারোপ করা উচিত (ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৪৯ ধারার ১ উদাহরণ) কিম্বা যে ব্যক্তি ঐ দোষারোপ করিল তাহার নিজের কিম্বা অন্য ব্যক্তির স্বার্থরক্ষার জন্যে সরলভাবে ঐ দোষারোপ করা গেল, (৯ উদাহরণ) অভিযুক্ত ব্যক্তি ইহা দর্শাইতে পারিবেন। সরলভাবে প্রশ্নকারকের এবং নিরপরাধি সাক্ষির স্বার্থ এককালে রক্ষা করিবার এইমাত্র উপায় আমারদের হৃদয়ঙ্গম হইল।

সেই ভাবেও সাধারণ কথা প্রয়োগ করিয়া আদালতের প্রতি এইং ক্ষমতা প্রদান করিলাম। ইস্যুঘটিত যে বৃত্তান্ত পূর্ব্বে নির্ণয় করা গেল তদ্রূপ বৃত্তান্তসম্পর্কীয় প্রশ্ন না হইলে কিম্বা ইস্যুঘটিত বৃত্তান্ত সত্য কি না ইহা নির্ণয় করণার্থে যে বিষয় জ্ঞাত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক এমত বিষয়ের প্রশ্ন না হইলে, আদালত অশ্লীল ও অপবাদ-সূচক প্রশ্ন ও অপমান কিম্বা বৈরক্তি জন্মাইবার কল্পনায় কোন প্রশ্ন করিতে দিবেন না।

কোন ব্যক্তিরা যে ব্যবস্থার অধীন হন সেই ব্যবস্থা নিষিদ্ধমতে স্ত্রী সংসর্গ হইয়াছে কি না বিবাহিত ব্যক্তিদের নিকট ইহার তুল্য ভাবাপন্ন প্রশ্ন করিবার এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বি দম্পতির মধ্যে শারীরিক অক্ষমতা-হেতুক বিবাহ নিরাকরণ করিবার ডিক্রীর নিমিত্ত যে মোকদ্দমা হয় তদ্ভিন্ন কোন মোকদ্দমায় স্ত্রীর ও স্বামির সংসর্গ করণ বিষয়ক প্রশ্ন করিবার নিষেধসূচক কএক ধারা কমিশ্যনরদের দ্বারা প্রণীত হইয়াছিল। আমরা সেই বিধি ভয়াবহ জ্ঞান করিয়া পূর্ব্বোক্ত সাধারণ ক্ষমতা শ্রেয় বোধ করিলাম। কারণ বিবাহিত কোন পুরুষ বা স্ত্রী আপনার ভার্য্যা কি স্বামিভিন্ন অন্য ব্যক্তির সহবাস করিতেছে অনেক স্থলে ইহার প্রমাণ করা অত্যন্ত গুরুতর বিষয় হইতে পারে। যথা কোন স্ত্রী আপন দাসীর নামে অপবাদ দেয় ফলতঃ ঐ দাসী অপর পুরুষের সহিত কর্ত্রীর কামচরিত্র দেখিয়াছে এই প্রযুক্ত কর্ত্রী দ্বেষভাবে সেই অপবাদ দেয়। অথবা বিবাহিত পুরুষ কোন অপরাধ হওন সময়ে আপনার উপপত্নী স্থানান্তরে ছিল বলিয় প্রমাণ দিতে আইসে। কোন স্ত্রী খত দেখাইয়া বিবাহিত পুরুষের নামে নালিশ করে, তাহাতে পুরুষ বলে যে অভিগমনহেতুক ঐ খতের টাকা দেনা হইল। ইত্যাদি প্রকারের অনেক স্থলে আমারদের বিবেচনামতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের সাক্ষ্য গ্রাহ্য করা নিতান্ত আবশ্যক। স্ত্রী পুরুষের সংসর্গ বিষয়ের প্রশ্ন ঘটিত কোন স্পষ্ট বিধি করিলে কোনং স্থলে কষ্ট হইতে পারে এই কারণে আমরা সাধারণ ভাবের কথা প্রয়োগ করিয়া অশ্লীল ও অপবাদজনক প্রশ্নের নিষেধ করা বিহিত বোধ করিলাম।

১৫ পরিচ্ছেদে সাক্ষ্য অনুপযুক্তমতে গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করিবার কথার উল্লেখ করিলাম।

তাহার মর্ম্ম এই। নিয়মিতরূপে আপীল হইলে কি প্রকারের সাক্ষ্য মান্য বলিয়া গ্রাহ্য হইবে তাহা প্রত্যেক আদালত আপনি নির্ণয় করিবেন। খাস আপীলের বিষয়ে এই বিধান করিলাম, সাক্ষ্য অনুপ-যুক্তমতে গ্রাহ্য হইয়াছে এই কথা কহা গেলে নিম্নতর আপীল আদালতে সেই আপত্তি করিতে হইবে। ও সেই আপত্তিযুক্ত সাক্ষ্য গ্রাহ্য না করিলে ঐ আদালতের কীদৃক নিষ্পত্তি হয়, ঐ আদালতের প্রতি এই কথা জানাইবার আদেশ হইতে পারিবে। সাক্ষ্য অনুপযুক্তমতে অগ্রাহ্য হইলে হাই কোর্টের প্রতি বৃত্তান্তের তদন্ত লইয়া শেষ নিষ্পত্তি করিবার কিম্বা মোকদ্দমা নিম্নতর আদালতে ফিরিয়া পাঠাইবার অনুমতি দেওয়া গেল।

নানা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মত জানিবার অভিপ্রায়ে আইনের এই পাণ্ডুলিপি এই রিপোর্টসহিত তাঁহারদের নিকট প্রেরণ করিবার প্রসঙ্গ করিলাম।

জে এফ ষ্টিফন।
জে ষ্ট্রেকী।
এফ এস চ্যাপমান।
এফ আর কাক্রেল।
জে এফ ডি ইঙ্গলিস।
ডবলিউ রবিনসন।

১৮৭১ সাল ৩১ মার্চ।

THE INDIAN EVIDENCE BILL.

Preamble.

WHEREAS it is expedient to consolidate, define and amend the Law of Evidence; It is hereby enacted as follows :—

PART I.

RELEVANCY OF FACTS.

CHAPTER I.—PRELIMINARY.

Short title.

1. This Act may be called "The Indian Evidence Act :"

Extent.

It extends to the whole of British India, and applies only

(1) to proceedings in Court, in the High Courts in their original and appellate, civil and criminal, jurisdiction ;

(2) to any proceeding in Court to which the Codes of Civil or Criminal Procedure are applicable, to which are taken or held under the Indian Succession Act or the Indian Divorce Act;

(3) to proceedings under commissions to take evidence ;

(4) to proceedings in Court in Small Cause Courts ;

Commencement of Act.

and it shall come into force on the first day of May 1872.

Repeal of enactments.

2. On and from that day the following laws shall be repealed :—

(1) All rules of evidence other than those contained in any Statute, Act or Regulation in force in any part of British India and not hereby expressly repealed.

(2) All such rules, laws and regulations as were made for the territories known from time to time as 'Non-Regulation Provinces,' otherwise than in conformity with the provisions of the 3 & 4 Wm. IV, c. 85, and of the 16 & 17 Vic., c. 95, and are referred to in the twenty-fifth section of 'The Indian Councils' Act, 1861,' in so far as they relate to any matter herein provided for.

(3) The enactments mentioned in the schedule hereto to the extent specified in the third column of the said schedule.

But nothing herein contained shall affect any provision of any Act of Parliament, or of any other Act or Regulation not hereby expressly repealed.

সাক্ষ্য বিষয়ক ভারতবর্ষীয় আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ।

প্রমাণ বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও নির্ণয় ও সংশোধন করা বিহিত এই হেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।

প্রথম অধ্যায়।

বৃত্তান্তের প্রাসঙ্গিকতার কথা।

১ পরিচ্ছেদ।—পারিভাষিক কথা।

সংক্ষেপ নামের কথা।

১ ধারা। এই আইন "সাক্ষ্য বিষয়ক ভারতবর্ষীয় আইন' নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

যত দূর ব্যাপ্ত হইবে তাহার কথা।

তাহা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত তাবদ্দেশে ব্যাপ্ত হইবে, এবং

(১) আদালতের ও দেওয়ানী ও ফৌজদারী প্রথমস্থলীয় ও আপীলী মোকদ্দমা শুনিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট হাই কোর্টের আনুষ্ঠানিক কার্য্যের প্রতি,

(২) এবং আদালতের যে আনুষ্ঠানিক কার্য্যের প্রতি দেওয়ানী কি ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইন খাটে তাহার প্রতি, এবং উত্তরাধিকারিত্ববিষয়ক ভারতবর্ষীয় আইনমতে কিম্বা স্ত্রীসম্বন্ধ বিলোপ করণবিষয়ক ভারতবর্ষীয় আইনমতে যে আনুষ্ঠানিক কার্য্য আরম্ভ কি প্রচলিত হয়, তাহার প্রতি,

(৩) সাক্ষ্য লইবার কমিশ্যন অনুসারে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় তৎপ্রতি, ও

(৪) ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের আনুষ্ঠানিক কার্য্যের প্রতি খাটিবে।

যে অবধি প্রচলিত হইবে।

এই আইন ১৮৭২ সালের মে মাসের প্রথম দিবসাবধি প্রচলিত হইবে ইতি।

যে২ আইন রহিত করা গেল তাহার কথা।

২ ধারা। সেই দিবসাবধি নিম্নলিখিত বিধান রহিত করা যাইবে।

(১) সাক্ষ্য বিষয়ক যে সকল বিধি ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন দেশের প্রচলিত কোন রাজব্যবস্থার কি আইনের অন্তর্গত হইয়া এই আইনক্রমে স্পষ্টরূপে রহিত করা না যায় সেই বিধি।

(২) সময়ে২ আইন বহির্ভূত প্রদেশ নামে খ্যাত দেশের উপলক্ষে চতুর্থ উলিয়ম রাজার ৩ ও ৪ বৎসরের ৮৫ অধ্যায় ও মহারাণী বিক্টরিয়ার ১৬ ও ১৭ বৎসরের ৯৫ অধ্যায়ানুসারে যে সকল বিধি ও আইন ও ব্যবস্থা প্রণীত হইয়া ভারতবর্ষীয় কৌনসেল বিষয়ক ১৮৬১ সালের আইনের ২৫ ধারায় উল্লিখিত হইয়াছে তদ্ভিন্ন এই আইনের নির্দ্দিষ্ট কোন বিষয়ের সঙ্গে উক্ত সকল বিধির ও আইনের ও ব্যবস্থার যত দূর সম্পর্ক থাকে তত দূর সেই২ বিধিপ্রভৃতি।

(৩) এই আইনের তফসীলের লিখিত সকল বিধান তৃতীয় ঘরে যত দূর নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা তত দূর রহিত হইবে।

কিন্তু পারলিমেণ্টের আইনের কিম্বা অন্য কোন আইনের যে বিধান এতৎক্রমে স্পষ্টরূপে রহিত করা না যায় এই আইনের কোন কথাদ্বারা তাহার ব্যতিক্রম হইবে না ইতি।

3. In this Act the following words and expressions are used in the following senses, unless a contrary intention appears from the context:—

Interpretation-clause.

"Court" includes all Judges and Magistrates, and all persons legally authorised to take evidence, and shall be interpreted wherever it occurs with reference to the provisions of chapter XIV, as to the duties of Judges and Juries, respectively.

"Court."

"Fact" means and includes—

"Fact."

(1) any thing, state of things, or relation of things, capable of being perceived by the senses;

(2) any mental condition, of which any person is conscious.

Illustrations.

(*a.*) That there are certain objects arranged in a certain position, in a certain place, is a fact.

(*b.*) That a man said certain words, is a fact.

(*c.*) That a man holds a certain opinion, has a certain intention, acts in good faith or fraudulenty, or uses a particular word in a particular sense, is a fact.

"Facts in issue" means and includes—

"Facts in issue."

(*a*) every fact which any Court records as an issue of fact under the provisions of the law for the time being relating to Civil Procedure;

(*b*) any fact, of which any party to any suit or proceeding does not admit the existence, and from which, either by itself or in connection with other facts, the existence, non-existence, nature, or extent of any right, liability, or disability, asserted or denied in any such suit or proceeding necessarily follows.

Illustrations.

A is accused of the murder of B and claims to be tried. The following facts may be in issue:—

That A caused B's death.

That A intended to cause B's death.

That A had received grave and sudden provocation from B.

That A at the time of doing the act which caused B's death was, by reason of unsoundness of mind, incapable of knowing its nature.

"Collateral facts" are facts which, not being themselves in issue, tend to prove or disprove the existence of facts in issue.

"Collateral facts."

৩ ধারা। নিম্ন লিখিত কথার ও শব্দের নিম্নলিখিত অর্থ করিবার ধারা।

যে অর্থ নির্ণয় করা গেল পূর্ব্বাপর কথাদ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না হইলে এই আইনে সেই২ কথার ও শব্দের সেই অর্থ ধরিতে হইবে।

আদালত শব্দের মধ্যে সকল জজ ও মাজিষ্ট্রেট ও অন্য যে সকল ব্যক্তি আইনমতে সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে ক্ষমতাপন্ন হন তাঁহারাও গণ্য। ১৪ পরিচ্ছেদের লিখিত বিধানের সম্পর্কে সেই শব্দ প্রয়োগ হইলে বিচার পতিদের ও জুরির কর্ত্তব্য কার্য্য পক্ষে তাহার অর্থ ধরিতে হইবে।

আদালত।

বৃত্তান্ত শব্দে এই২ বিষয় বুঝায় ও সেই শব্দে এই২ বিষয় গণ্য।

বৃত্তান্ত।

(১) ইন্দ্রিয়দ্বারা যে বিষয় বা বিষয়ের যে অবস্থা বা যে বিষয়ের সম্পর্ক গ্রাহ্য হয় তাহা।

(২) কোন ব্যক্তি মানসিক যে ভাব অনুবোধ করেন তাহা।

উদাহরণ।

(ক) কোন স্থানে কোন২ দ্রব্য বিশেষ২ স্থলে সাজান আছে, ইহাই বৃত্তান্ত।

(খ) কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন কথা কহিল, ইহা বৃত্তান্ত।

(গ) কোন ব্যক্তির কোন বিশেষ অভিমত কিম্বা তাহার বিশেষ অভিপ্রায় আছে কিম্বা সে সরলভাবে বা কুটিলভাবে কর্ম্ম করে কিম্বা কোন শব্দের বিশেষ অর্থ প্রয়োগ করে, এই সকলকে বৃত্তান্ত বলা যায়।

ইস্যুঘটিত বৃত্তান্ত শব্দে এই২ বিষয় বুঝায় ও সেই শব্দে এই২ বিষয় গণ্য।

ইস্যুঘটিত বৃত্তান্ত।

(ক) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক যে আইন যে সময়ে প্রচলিত হয় সেই আইনের বিধানানুসারে কোন আদালত ইস্যুঘটিত বৃত্তান্ত বলিয়া যে বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন সেই বৃত্তান্ত।

(খ) কোন মোকদ্দমায় কিম্বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে যে স্বত্ব কি দায় কি অক্ষমতা উদ্ভাচিত কি অস্বীকৃত হয় তাহার সত্তা কি অসত্তা কি ভাব কি ব্যাপকতা যে একি বৃত্তান্তের কিম্বা অপর বৃত্তান্ত সহযোগে যে বৃত্তান্তের দ্বারা অবশ্য অনুভব হয়, ঐ মোকদ্দমার কি আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কোন পক্ষ উক্ত বৃত্তান্তের সত্তা অস্বীকার করিলে সেই বৃত্তান্ত।

উদাহরণ।

বলরামকে বধ করিয়াছে বলিয়া আনন্দের নামে অভিযোগ হইলে আনন্দ বিচার হইবার দাওয়া করে।

এইস্থলে এই২ বৃত্তান্ত লইয়া ইস্যু হইতে পারে।

আনন্দেরদ্বারা বলরামের মৃত্যু হইল কি না।

আনন্দ বলরামকে বধ করিতে কল্পনা করিল কি না।

বলরামের কাছে আনন্দের হঠাৎ গুরুতর রাগ জন্মিবার বিষয় হইয়াছিল কি না।

যে ক্রিয়াদ্বারা বলরামের মৃত্যু হয় আনন্দ ক্ষিপ্ত মনঃপ্রযুক্ত সেই সময়ে ঐ ক্রিয়ার ভাব জ্ঞাত হইতে অক্ষম ছিল কি না।

কোন বৃত্তান্ত ইস্যুঘটিত বৃত্তান্ত না হইয়াও তদ্দ্বারা ইস্যু ঘটিত বৃত্তান্ত সপ্রমাণ কিম্বা অপ্রমাণ হইতে পারিলে তাহা প্রতিপোষক বৃত্তান্ত।

প্রতিপোষক বৃত্তান্ত।

"Document" means any thing made capable in any manner of conveying a meaning.

"Document."

দলীল। যে কোন বস্তু কোন প্রকারেই ভাব জ্ঞাত করিবার উপায়স্বরূপ করা যায়, তাহাই "দলীল।

Illustrations.

উদাহরণ।

The following things are documents :—

মিম্নলিত বিষয় দলীল।

Writings, printed papers, photographs of writings, and I. O. U., an inscription on a tombstone, a caricature, a message written in cypher, an architectural plan.

লিপি। মুদ্রিত কাগজ। লিপির ফটগ্রাফ। I. O. U. এই তিন অক্ষর মাত্রে যে ঋণপত্র লিখিয়া দেওয়া যায় তাহা। কবরের ধারে স্থাপিত প্রস্তরাদিতে যে কথা খোদা থাকে তাহা। ব্যঙ্গভাবের আলেখ্য। গুপ্তভাবাপন্ন শব্দাদিতে লিখিত বার্ত্তা। গৃহনির্ম্মাণ ঘটিত আলেখ্য।

"Evidence" means and includes—

"Evidence."

সাক্ষ্য। "সাক্ষ্য" শব্দে এই২ বিষয় বুঝায় ও সেই শব্দে এই২ বিষয় গণ্য।

(1) all statements which the Court permits or requires to be made before it by witnesses, in relation to matters of fact under inquiry;

(১) আদালত যে বৃত্তান্তের অনুসন্ধান করেন সাক্ষিদিগকে তৎসম্পর্কীয় যে২ কথা আপনার সম্মুখে কহিতে দেন বা কহিতে আজ্ঞা করেন তাহা সাক্ষ্য।

such statements are called oral evidence;

সেই সাক্ষ্যকে বাচনিক সাক্ষ্য বলা যায়।

(2) All documents produced for the inspection of the Court;

(২) আদালতের দেখিবার জন্যে যে সকল দলীল উপস্থিত করা যায় তাহা।

such documents are called documentary evidence;

সেই২ দলীল লিখিত সাক্ষ্য বলা যায়

(3) all material things other than documents produced for the inspection of the Court;

(৩) আদালতের দেখিবার জন্যে দলীলভিন্ন যে সকল দ্রব্য উপস্থিত করা যায় তাহা,

such things are called material evidence.

সেই দ্রব্য দ্রব্যাত্মক সাক্ষ্য বলা যায়।

"Proof" is the process of producing evidence in order that facts may beproved or disproved.

"Proof."

প্রমাণ। বৃত্তান্ত সপ্রমাণ বা অপ্রমাণ করিবার জন্যে সাক্ষ্য উপস্থিত করিবার কার্য্যপ্রণালীই "প্রমাণ" হয়।

A fact is said to be proved when, after considering the evidence so produced, the Court either believes it to exist, or considers its existence so probable that, under the circumstances of the particular case, a prudent man ought to act upon the supposition that it exists.

"Proved."

প্রমাণীকৃত। তদ্রূপে যে সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায় আদালত তাহা বিবেচনা করিয়া বৃত্তান্ত বিশ্বাস করিলে, অথবা উপস্থিত বিষয়ের আকার প্রকার বিবেচনায় বুদ্ধিমান ব্যক্তির সেই বৃত্তান্ত সত্য জ্ঞানে আচরণ করা কর্ত্তব্য এই পর্য্যন্ত ঐ বৃত্তান্ত সম্ভব জ্ঞান করিলে তাহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে বলা যায়।

A fact is said to be disproved when, after considering the evidence so produced, the Court either believes that it does not exist, or considers its non-existence so probable that, under the circumstances of the particular case, a prudent man ought to act upon the supposition that it does not exist.

"Disproved."

খণ্ডিত। তদ্রূপে যে সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায় আদালত তাহা বিবেচনা করিয়া বৃত্তান্ত বিশ্বাস না করিলে, অথবা উপস্থিত বিষয়ের আকার প্রকার বিবেচনায় বুদ্ধিমান ব্যক্তির সেই বৃত্তান্ত সত্যজ্ঞানে আচরণ করা কর্ত্তব্য নয়, এই পর্য্যন্ত ঐ বৃত্তান্ত অসম্ভব জ্ঞান করিলে, ঐ বৃত্তান্ত খণ্ডিত হইয়াছে বলা যায়।

A fact is said not to be proved when it is neither proved nor disproved.

"Not proved."

অপ্রমাণিত। বৃত্তান্ত প্রমাণীকৃত না হইলে, খণ্ডিতও না হইলে তাহা অপ্রমাণিত বলা যায়।

The existence or non-existence of a fact probable to the degree necessary for proof or disproof is said to be "morally certain."

"Morally certain."

যুক্তিমত নিশ্চিত। বৃত্তান্তের সত্তা কি অসত্তা প্রমাণ করিবার বা খণ্ডিবার জন্যে তাহার যত দূর সম্ভব হওয়া আবশ্যক তত দূর সেই বৃত্তান্ত "যুক্তিমত নিশ্চিত" বলা যায়।

4. The Court shall not regard any fact as morally certain unless it is of opinion that every supposition consistent with its non-existence is improbable.

Moral certainity.

৪ ধারা। বৃত্তান্ত না থাকার সহিত যত বিবেচনা সঙ্গত হইতে পারে তাহা অসম্ভব আদালতের এই অভিমত না হইলে সেই বৃত্তান্ত যুক্তিমত নিশ্চিত জ্ঞান করিবেন না।

যুক্তিমত নিশ্চয়।

Illustrations.

(*a*) A credible witness affirms that he witnessed a fact of ordinary occurrence, and which, if it occurred, he must have had an opportunity of observing.

Here the possible suppositions are—

(1) that the fact occured;

(2) that the witness is mistaken; and

(3) that the witness is telling an untruth.

But, by the supposition, (2) and (3) are improbable. Therefore, every supposition consistent with the non-existence of the fact is improbable.

(*b*.) The circumstances of a case are such that a given crime must have been committed by A or B.

The crime was one which required great physical strength. A is a strong man, B a weak woman.

The crime was one for which A had a strong motive, and against which B had a strong motive.

These facts make every supposition except that of A's guilt improbable.

Explanation.— The Court need not regard a fact as morally certain, merely because every supposition consistent with its non-existence is improbable.

Illustration.

In illustration (*a*) the Court is not bound to believe the witness.

Inferences to be drawn by Court.

5. Courts shall form their opinions on matters of fact by drawing inferences.

(1) from the evidence produced to the existence of the facts alleged;

(2) from facts proved or disproved to facts not proved;

(3) from the absence of witnesses who, or of evidence which, might have been produced;

(4) from the admissions, statements, conduct and demeanour of the parties and witnesses, and generally from the circumstances of the case.

Necessary inferences.

6. When any inference is declared in this Act to be necessary, the Court shall in all cases draw that inference, and shall not permit proof that it is false.

Presumptions.

When the Court is directed by this Act upon the proof of any fact, or upon the production of any document, to presume the existence of any fact, it shall, when the fact is proved, or when the document is produced, regard as true the fact which it is directed to presume, unless and until the contrary appears or is proved, or unless after considering the whole evidence on the matter it is of opinion that such fact is not proved.

উদাহরণ।

(ক) সামান্য কোন ব্যাপার ঘটিলে বিশ্বাসযোগ্য কোন সাক্ষী কহে যে আমি সেই ব্যাপারটি দেখিলাম অথচ সেই ব্যাপারটি ঘটিলে তাহা দেখিতে সাক্ষির সুযোগ ছিল,

এমন স্থলে এই২ অনুভব হইতে পারে,

(১) সেই ব্যাপারটি ঘটিয়াছিল। অথবা

(২) সাক্ষির ভ্রান্তি হইতে পারে ও

(৩) সাক্ষী অসত্য কথা কহিল।

কিন্তু যে অনুভব হইল তদ্বিবেচনায় উক্ত (২) ও (৩) কথা অসম্ভব। এই স্থলে বৃত্তান্তের অসত্তার সঙ্গত সকল বিবেচনা অসম্ভব।

(খ) কোন ব্যাপারের আকারপ্রকার দেখিয়া বোধ হয় যে আমন্দ কিম্বা রামা ইহার একতর ব্যক্তি কথিত অপরাধ করিয়াছে।

সেই অপরাধ করিবার জন্যে শারীরিক অধিক বল প্রয়োজন। আমন্দ বলবান পুরুষ। রামা অবলা স্ত্রী।

আমন্দের সেই অপরাধ করিবার গুরুতর প্রবৃত্তি ছিল রামার তদ্বিপক্ষ গুরুতর প্রবৃত্তি ছিল।

এই২ বৃত্তান্ত বিবেচনায় আমন্দের অপরাধী হওনভিন্ন কোন অনুভব সম্ভব নয়।

ব্যাখ্যা।—কোন বৃত্তান্তের অসত্তার সঙ্গত কোন অনুভব সম্ভব নহে কেবল ইহা বলিয়া আদালতের সেই বৃত্তান্ত যুক্তিমত নিশ্চয় বলিয়া জ্ঞান করা আবশ্যক নয়।

উদাহরণ।

(ক) চিহ্নিত উদাহরণ স্থলে আদালত সাক্ষির কথায় বিশ্বাস করিতে আবদ্ধ নহেন।

আদালতের যে অনুভূতি করিতে হইবে তাহার কথা।

৫ ধারা। আদালত নিম্নলিখিত অনুভূতি করিয়া বৃত্তান্তবিষয়ের অভিমত স্থির করিবেন।

(১) উপস্থিত সাক্ষ্য দ্বারা কথিত বৃত্তান্তের সত্যতার অনুভূতি।

(২) প্রমাণীকৃত কিম্বা খণ্ডিত বৃত্তান্ত দ্বারা অপ্রমাণিত বৃত্তান্তের অনুভূতি।

(৩) যে সাক্ষিদিগকে কিম্বা যে সাক্ষ্য উপস্থিত করা যাইতে পারিত তাহারদের বা তাহার অনুপস্থিতিজন্য অনুভূতি।

(৪) উভয় পক্ষের ও সাক্ষিদের স্বীকারদাতা ও উক্তি ও আচরণ ও চলন দ্বারা এবং সাধারণ্যে মোকদ্দমার আকারপ্রকারের দ্বারা অনুভূতি করিবেন।

অবশ্যানুভূতি।

৬ ধারা। এই আইনে কোন অনুভূতি করা আবশ্যক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলে আদালত সর্ব্বদাই সেই অনুভূতি করিবেন ও তাহা অসত্য ইহার প্রমাণ গ্রাহ্য করিবেন না।

অনুমানের কথা।

কোন বৃত্তান্তের প্রমাণ করা গেলে কিম্বা কোন দলীল উপস্থিত করা গেলে এই আইনে যদি আদালতের প্রতি কোন বৃত্তান্তের সত্তা অনুমান করিবার আদেশ থাকে, তবে পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্তের প্রমাণ করা গেলে কিম্বা দলীল উপস্থিত করা গেলে, যত কাল ঐ বৃত্তান্ত অসত্য বলিয়া দৃষ্ট কি প্রমাণীকৃত না হয়, কিম্বা উপস্থিত বিষয়ের সমস্ত সাক্ষ্য বিবেচনা করিয়া ঐ বৃত্তান্ত অপ্রমাণিত হইল আদালতের এই মর্ম্মের অভিমত যত কাল না হয়, আদালত যে বৃত্তান্ত অনুমান করিতে আদেশ পান তত কাল সেই বৃত্তান্ত সত্য জানিবেন।

CHAPTER II.—OF THE RELEVANCY OF FACTS.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।—বৃত্তান্তের প্রাসঙ্গিকতার কথা।

Evidence for or against relevant facts only.

7. Parties to any suit or proceeding may, subject to the provisions of this Act, give evidence for and against such facts as are hereinafter declared to be relevant and no others.

কেবল প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের সপক্ষ বা বিপক্ষ সাক্ষ্যের কথা।

৭ ধারা। এই আইনের নিম্নলিখিত কথায় যে বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল কোন মোকদ্দমার কিম্বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কোন পক্ষ এই আইনের বিধান মানিয়া কেবল সেই বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিতে পারেন অন্য বৃত্তান্তের নয় ইতি।

Facts in issue relevant.

8. Every fact in issue, and every incident connected with any such fact which took place at its occurrence, is relevant.

ইস্যুঘটিত বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হওয়ার কথা।

৮ ধারা। ইস্যুঘটিত প্রত্যেক বৃত্তান্ত ও সেই বৃত্তান্ত হওন সময়ে তদ্ঘটিত যে কোন ব্যাপার হইয়াছিল তাহা প্রাসঙ্গিক।

Illustration.

উদাহরণ।

(*a*) A is tried for the murder of B by beating him with a club with the intention of causing his death. B claims to be tried.

The following facts are in issue—

A's beating B with the club.

A's causing B's death by such beating.

A's intention to cause B's death.

Whatever was done or said by A or B, or the bystanders immediately before, during, or immediately after, the beating of B by A, are relevant facts.

বলরামকে মারিয়া ফেলিবার অভিপ্রায়ে মুগুর দ্বারা বধ করিবার অভিযোগে আমন্দের বিচার হয়। আমন্দ বিচার হইবার দাওয়া করে।

এই স্থলে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত ইস্যুঘটিত হয়

আমন্দ বলরামকে মুগুর দিয়া মারিল কি না

সেই প্রহার দ্বারা আমন্দ বলরামের মৃত্যুর কারণ হইল কি না

বলরামকে মারিয়া ফেলিতে আমন্দের কল্পনা ছিল কি না

আমন্দ যে সময়ে বলরামকে মারিতেছিল তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে ও সেই সময়ে ও তাহার অব্যবহিত পরে আমন্দ বা বলরাম বা নিকট দণ্ডায়মান ব্যক্তিরা যাহা২ করিয়াছিল বা কহিয়াছিল এই সকল বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

Explanation.—This section shall not enable any person to give evidence of any fact which he is disentitled to prove by any provision of the law for the time being relating to Civil Procedure.

ব্যাখ্যা।—দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের যে আইন্ যে সময়ে প্রচলিত থাকে তাহার কোন বিধানানুসারে কোন বৃত্তান্তের প্রমাণ দেওনার্থে কোন ব্যক্তির স্বত্ব রহিত হইলে এই ধারাক্রমে তাহার সেই বৃত্তান্তের প্রমাণ দিবার শক্তি হইতে পারিবে না ইতি।

Illustration.

উদাহরণ।

(*b*.) A, a suitor, does not bring with him and have in readiness for production at the first hearing a bond on which he relies. This section does not enable him to produce the bond or prove its contents at a subsequent stage of the proceedings,

(খ) আমন্দ নামক অর্থী যে খতের উপর নির্ভর করে সেই খত সঙ্গে আনে নাই ও মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার সময়ে সেই খৎ দেখাইবার জন্যে প্রস্তুত রাখে নাই। এই ধারাক্রমে মোকদ্দমা চলিবার পশ্চাৎ কোন সময়ে সেই অর্থী খৎ দেখাইতে বা তাহার মর্ম্মের প্রমাণ করিতে পারিবে না।

Collateral facts relevant to the issue.

ইস্যুর প্রাসঙ্গিক প্রতিপোষক বৃত্তান্তের কথা।

Facts forming part of same transaction.

9. Facts which, though not in issue, are so connected with facts in issue as to form part of the same transaction, are relevant.

একি ব্যাপারের অঙ্গস্বরূপ যে২ বৃত্তান্ত তাহার কথা।

৯ ধারা। বৃত্তান্ত ইস্যুর মধ্যে ধরা না গেলেও ইস্যুঘটিত বৃত্তান্তের সঙ্গে সংযুক্ত থাকাতে একি ব্যাপারের অঙ্গস্বরূপ হইলে তাহা প্রাসঙ্গিক।

Illustrations.

উদাহরণ।

(*a*.) A sues B for a libel contained in a letter forming part of a correspondence. Letters between the parties relating to the subject out of which the libel arose are relevant facts, though they do not contain the libel itself.

(ক) লেখালেখির অঙ্গস্বরূপ কোন পত্রে আমন্দের নামে অপবাদ থাকাতে আমন্দ বলরামের নামে নালিশ করে। যে বিষয় ধরিয়া অপবাদ উত্থাপন হয়, সেই বিষয় সম্পর্কে উভয় ব্যক্তির লেখালেখির মধ্যে অন্য২ পত্রে ঐ অপবাদ থাকিলেও সেই পত্রাদি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয়।

(*b*.) The question is whether certain goods ordered from B were delivered to A. The goods were delivered to several intermediate persons successively. Each delivery is a relevant fact.

(খ) বলরামের নিকট কএক দ্রব্য পাঠাইবার আদেশ হইলে সেই দ্রব্য আমন্দকে দেওয়া গেল কি না এই প্রশ্ন হয়। ঐ দ্রব্য ক্রমশঃ অনেক ব্যক্তির হস্তগত হইয়াছিল হস্তগত হওনরূপ সেই প্রত্যেক ব্যাপার প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয়।

10. Facts which are the occasion, cause, or effect of facts in issue or which constitute the state of things under which they happened, or which afford an opportunity for their occurrence or transaction are relevant.

Facts which are occasion, cause, or effect of facts in issue.

Illustrations.

(*a.*) The question is whether A robbed B.

The facts that shortly before the robbery B went to a fair with money in his possession, and that he showed it, or mentioned the fact that he had it, to third persons, are relevant.

(*b.*) The question is whether A murdered B.

Marks on the ground produced by a struggle at or near the place where the murder was committed are relevant facts.

(*c.*) The question is whether A poisoned B.

The state of B's health before the symptoms ascribed to poison and habits of B, known to A, which afforded an opportunity for the administration of posion are relevant facts.

১০ ধারা। কোন বৃত্তান্ত ইস্যুঘটিত বৃত্তান্তের নিমিত্ত কি হেতু কি ফলস্বরূপ হইলে কিম্বা বিষয়ের যে অবস্থায় ইস্যুঘটিত বৃত্তান্ত হইয়াছিল অন্য বৃত্তান্ত লইয়া বিষয়ের সেই অবস্থা হইলে, কিম্বা সেই অন্য বৃত্তান্ত দ্বারা ইস্যুঘটিত বৃত্তান্ত হইবার কিম্বা ঘটিবার সুযোগ হইলে, সেই অন্য বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হয় ইতি।

যে বৃত্তান্ত ইস্যুঘটিত বৃত্তান্তের নিমিত্ত কি হেতু কি ফল স্বরূপ হয় তাহার কথা।

উদাহরণ।

(ক) আমন্দ বলরামের উপর দস্যুতা করিল কি না এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

ঐ দস্যুক্রিয়ার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বলরাম টাকা সঙ্গে লইয়া হাটে যাইতেছিল, ও অন্য লোকদিগকে টাকা দেখাইল এবং আমার কাছে টাকা আছে এই কথা অন্য লোকদিগকে কহিল। এই সকল বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(খ) আমন্দ বলরামকে বধ করিল কি না এই প্রশ্ন হইল।

হত্যাব্যাপার যে স্থানে হইয়াছিল সেই স্থানের কি তাহার নিকট স্থানের মাটিতে হাতাহাতি করিবার যে চিহ্ন থাকে তাহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(গ) আমন্দ বলরামকে বিষ খাওয়াইল কি না এই প্রশ্ন হইল।

বিষ খাওয়ার যে লক্ষণ হইয়া থাকে সেই লক্ষণ প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে বলরামের শারীরিক স্বাস্থ্য কি অস্বাস্থ্য ছিল এবং বলরামের রীতি ও চরিত্র আমন্দের নিকট জ্ঞাত হওয়াতে তাহার বিষ খাওয়াইবার সুযোগ হইল, এই২ বিষয় প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

11. Any fact which shows or constitutes a motive or preparation for any fact in issue, or previous or subsequent conduct influenced by any fact in issue, is relevant.

Motive, preparation and subsequent conduct.

Illustrations.

(*a.*) A is tried for the murder of B.

The facts that, twenty years before A murdered C, that B knew that A had murdered C, and that B had tried to extort money from A by threatening to make his knowledge public, are relevant.

(*b.*) A sues B upon a bond for the payment of money. B denies the making of the bond.

The fact that, at the time when the bond was alleged to be made, B required money for a particular purpose, is relevant.

(*c.*) A is tried for the murder of B by poison.

The fact that, before the death of B, A procured poison similar to that which was administered to B, is relevant.

(*d.*) The question is whether a certain document is the will of A.

The facts that, not long before the date of the alleged will, A made inquiry into matters to which the provisions of the alleged will relate, that he consulted vakils in reference to making the will, and that he caused drafts of other wills to be prepared of which he did not approve, are relevant.

১১ ধারা। যে ক্রিয়াদ্বারা ইস্যুঘটিত কোন বৃত্তান্তের প্রবৃত্তি কি উদ্যোগ দর্শায় কিম্বা যে ক্রিয়া প্রবৃত্তি কি উদ্যোগ স্বরূপ হয়, কিম্বা ইস্যুঘটিত কোন বৃত্তান্তের বশে পূর্ব্বে কি পশ্চাৎকৃত আচার দর্শায় কি আচারস্বরূপ হয় তাহাই প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত ইতি।

প্রবৃত্তির ও পূর্ব্ব উদ্যোগের ও পশ্চাৎ আচারের কথা।

উদাহরণ।

(ক) বলরামের বধাভিযোগে আমন্দের বিচার হয়।

আমন্দ বিশ বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্রকে বধ করিয়াছিল। বলরাম এই কথা জানিত। বলরাম সেই কথা প্রকাশ করিবার ভয় দেখাইয়া আমন্দের স্থানে টাকা চাহিল। এই সকল বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(খ) আমন্দ খৎ দেখাইয়া বলরামের স্থানে টাকা পাইবার নালিশ করে। বলরাম কহে আমি সেই খৎ লিখিয়া দি নাই।

এমন স্থলে, যে সময়ে খৎ লেখা হইয়াছিল দেখা যায় সেই সময়ে কোন বিশেষ কার্য্যের নিমিত্তে বলরামের টাকা পাইবার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(গ) বলরামকে বিষ খাওয়াইয়া বধ করিবার অভিযোগে আমন্দের বিচার হইল।

বলরামকে যে বিষ খাওয়ান গিয়াছে, বলরামের মরণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমন্দ সেই প্রকারের বিষ ক্রয় করিয়াছিল। এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ঘ) কোন এক দলীল আমন্দের উইল কি না এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

কথিত উইলের বিধানে যে২ বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে আমন্দ ঐ কথিত উইলের তারিখের অনতিপূর্ব্বে সেই২ বিষয়ের অনুসন্ধান লইলেন, এবং উইল লিখিবার বিষয়ে উকীলদের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন এবং উইলের কএক পাণ্ডুলিপি লেখাইয়া পরে তাহা অগ্রাহ্য করিলেন, উক্ত বিষয়ে এই সকল বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(e.) A is accused of a crime.

The fact that, after the commission of the alleged crime, he absconded, or was in possession of property or the proceeds of property acquired by the crime, or attempted to conceal things which were or might have been used in committing it, are relevant.

(f.) The question is whether A was ravished.

The fact that, shortly after the alleged rape, she made a complaint relating to the crime, the circumstances under which the complaint was made, and the terms in which it was made, are relevant.

(g.) The question is whether A was robbed.

The fact that, soon after the alleged robbery, he made a complaint relating to the offence, the circumstances under which, and the terms in which, it was made, are relevant.

(h.) A is accused of a crime.

The facts that, either before, or at the time of, or after the alleged crime, A provided evidence which would tend to give to the facts in issue an appearance favourable to himself, or that he destroyed or concealed evidence, or prevented the presence or procured the absence of persons who might have been witnessess, or suborned persons to give false evidence respecting it, are relevant.

12. Facts which explain or introduce relevant facts, or which rebut an inference suggested by a relevant fact, are relevant in so far as they are necessary for that purpose.

Facts necessary to explain or introduce relevant facts.

Illustrations.

(a.) The question is whether a given document is the will of A.

The state of A's property and of his family at the date of the alleged will may be relevant facts.

(b.) A sues B for a libel imputing disgraceful conduct to A. B affirms that the matter alleged to be libellous is true.

The position and relations of the parties at the time when the libel was published may be relevant facts as introductory to the facts in issue.

The particulars of a dispute between A and B about a matter unconnected with the alleged libel are irrelevant, though the fact that there was a dispute may be relevant if it affected the relations between A and B.

(c.) A is accused of a crime.

The fact that, soon after the commission of the crime, A absconded from his home, is relevant, under section

(চ) আমন্দের নামে অপরাধের অভিযোগ হয়।

এই স্থলে, কথিত অপরাধ করা গেলে পর আমন্দ পলায়ন করিয়াছিল, কিম্বা ঐ অপরাধের দ্বারা যে দ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল সেই দ্রব্য কিম্বা তাহার মূল্য তাহার অধিকারে ছিল, কিম্বা সেই অপরাধ করণে যে২ দ্রব্যের ব্যবহার হইয়াছিল কিম্বা হইতে পারিত আমন্দ তাহা গোপনে রাখিবার উদ্যোগ করিল, এই২ বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ছ) আদরীকে বলাৎকার করা গেল কি না এই প্রশ্ন হইল।

এই স্থলে কথিত বলাৎকার করা গেলে পর আদরী সেই অপরাধের বিষয়ে নালিশ করিল, ও সে যে ভাবগতিকে ও যে কথা কহিয়া নালিশ করিল, এই সকল বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(জ) আমন্দের দ্রব্য চুরি করা গেল কি না এই প্রশ্ন হইল।

এই স্থলে কথিত চৌর্য্য ব্যাপারের কিঞ্চিৎপরে আমন্দ সেই অপরাধের বিষয়ে নালিশ করিল। ও সে যে ভাবগতিকে ও যে কথা কহিয়া নালিশ করিল এই সকল বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ঝ) আমন্দের নামে অপরাধের অভিযোগ হয়।

এই স্থলে, ইস্যুঘটিত বৃত্তান্ত দ্বারা আমন্দের সপক্ষ ভাব জন্মে এই কারণে সে কথিত অপরাধ হইবার সময়ে কিম্বা তৎপূর্ব্বে বা পরে সাক্ষ্যের বিধান করিল, কিম্বা সাক্ষ্য নষ্ট করিল কি গুপ্ত রাখিল, কিম্বা যাহারা সাক্ষ্য দিতে পারিত এমত ব্যক্তিদের উপস্থিত হইবার বাধা দিল কিম্বা তাহারদের উপস্থিত না হইবার উপায় করিল কিম্বা সেই বিষয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে সাক্ষি জুটাইল, এই২ বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

১২ ধারা। প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করিবার কিম্বা ঐ বৃত্তান্ত উপস্থিত করিবার নিমিত্তে কিম্বা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তদ্বারা যে অনুভূতির সূচনা হয় তাহা খণ্ডিবার নিমিত্তে অন্য বৃত্তান্ত যত দূর আবশ্যক তাহা তত দূর প্রাসঙ্গিক হয় ইতি।

প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করিবার কিম্বা উপস্থিত করিবার নিমিত্তে যে বৃত্তান্ত আবশ্যক তাহার কথা।

উদাহরণ।

(ক) উপস্থিত দলীল আমন্দের উইল কি না এই প্রশ্ন হইল।

কথিত উইলের তারিখে আমন্দের সম্পত্তির ও তাহার পরিবারের যে অবস্থা ছিল ইহার বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হইতে পারে।

(খ) আমন্দের লজ্জাকর আচরণ হইয়াছে বলরামের এই কথায় আমন্দ তাহার নামে অপবাদের নালিশ করে। বলরাম এই উত্তর করে যাহা অপবাদ বলা গেল তাহা সত্য।

অপবাদ যে সময়ে প্রকাশ করা গিয়াছিল সেই সময়ে উভয় পক্ষের যে অবস্থা ও পরস্পর যে সম্বন্ধ ছিল ইস্যুঘটিত বৃত্তান্ত উপস্থিত করিবার অভিপ্রায়ে ঐ সম্বন্ধের বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হইতে পারে।

আমন্দের ও বলরামের মধ্যে বিবাদ হয় কিন্তু কথিত অপবাদের সঙ্গে ঐ বিবাদের সম্পর্ক নাই ইহাতে ঐ বিবাদের সম্পর্কে তাহার বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও যদি সেই বিবাদেরদ্বারা আমন্দের ও বলরামের ভাবের বিভিন্নতা হইয়া থাকে তবে সেই বিবাদ যে হইয়াছিল এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হইতে পারে।

(গ) আমন্দের নামে অপরাধের অভিযোগ হয়।

অপরাধ করা যাইবার কিঞ্চিৎপরে আমন্দ ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিল ১১ ধারামতে তাহার সেই কর্ম্ম ইস্যুঘটিত

eleven, as conduct subsequent to and affected by facts in issue.

The fact that, at the time when he left home, he had sudden and urgent business at the place to which he went, is relevant as tending to explain the fact that he left home suddenly.

The details of the business on which he left are not relevant, except in so far as they are necessary to show that the business was sudden and urgent.

13. Where several persons conspire together to commit an offence or an actionable wrong, any thing said, done or written by any such person in furtherance of their common intention after the time when such intention was first entertained by any one of them, is a relevant fact as against each of the persons so conspiring.

Things said or done by conspirator in furtherance of common design.

Explanation.—Such facts may also be relevant upon the question of the existence of the conspiracy itself.

Illustrations.

(*a.*) A conspires to wage war against the Queen.

The facts that a conspiracy to wage war against the Queen existed in which A, B, C, D, E, F, G and others were parties; that, in furtherance of the conspiracy, B procured arms in Europe, C collected money in Calcutta, D persuaded persons to join the conspiracy in Bombay, E published writings advocating the object in view at Agra, and F transmitted from Delhi to G at Cabul the money which C had collected at Calcutta, are each relevant as against A, upon proof that he was a party to the conspiracy, although he may have been ignorant of all of them, and although the persons by whom they were done were strangers to him.

(*b.*) A sues B for conspiring with C, D and E to injure A's credit.

The facts that C caused articles to be inserted in a newspaper reflecting on A's credit, that D spread a report that A was insolvent, and that E tried to dissuade a banker from lending A money, are relevant, as tending to show acts done by conspirators in furtherance of a common intent.

14. Facts not otherwise relevant are relevant.

Facts inconsistent with relevant facts, or making their existence morally certain.

(1) if they are inconsistent with any relevant fact;

(2) if they are inconsistent with any relevant fact, except upon a supposition the truth of which, in the opinion of the Court, is highly improbable in itself or ought to be proved by the party against whom such facts are alleged;

বৃত্তান্ত বশতঃ ও তৎপশ্চাৎ কর্ম্ম বলিয়া প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয়।

যে সময়ে ঘর ছাড়িয়া অন্য স্থানে গেল সেই সময়ে তাহার সেই স্থানে হঠাৎ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কর্ম্ম পড়িল এই কথা ঘরহইতে তাহার হঠাৎ প্রস্থান করণ কার্য্যের হেতুস্বরূপ প্রাসঙ্গিক হয়।

যে কর্ম্মের নিমিত্তে সে চলিয়া গিয়াছিল, তাহা হঠাৎ অত্যাবশ্যক কর্ম্ম ছিল কেবল ইহা দেখাইবার জন্যে ঐ কর্ম্মের বিস্তারিত বর্ণনা প্রাসঙ্গিক হয় নতুবা অপ্রাসঙ্গিক।

১৩ ধারা। অনেক ব্যক্তি অপরাধ কিম্বা অভিযোজ্য অন্যায় ক্রিয়া করিতে ষড়যন্ত্র করিলে প্রথম সেই কল্পনা করিবার পর ঐ সাধারণ কল্পনার অনুষ্ঠান করিবার অভিপ্রায়ে উক্ত অন্যতর ব্যক্তি যে কথা কহে বা লেখে ও যে কর্ম্ম করে তাহা সেই ষড়যন্ত্রকারি প্রত্যেক ব্যক্তির বিপক্ষ প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয়।

সাধারণ উদ্দেশ্যের অনুষ্ঠান করিবার জন্যে সঙ্গির উক্তির বা কর্ম্মের কথা।

ব্যাখ্যা।—উক্ত ষড়যন্ত্র বাস্তব হইয়াছে কি না এই বিষয়েও সেই বৃত্তান্ত প্রসঙ্গিক হইতে পারে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আমন্দ মহারাণীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ষড়যন্ত্র করে।

মহারাণীর সঙ্গে যুদ্ধ করিবার ষড়যন্ত্র হইয়াছে। তন্মধ্যে আমন্দ, বলরাম, চন্দ্র, দীমনাথ, ঈশান, ফকীরচাঁদ, গগণপ্রভৃতি কএক ব্যক্তি সম্মিলিত ছিল। সেই ষড়যন্ত্রের অনুষ্ঠানের উপলক্ষে বলরাম ইউরোপে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিল, চন্দ্র কলিকাতায় টাকা আদায় করিল, দীমনাথ বোম্বাইবাসি কএক ব্যক্তিকে সেই ষড়যন্ত্রে মিলিবার প্রবৃত্তি দিল, আগ্রায় ঈশান সেই উদ্দেশ্যের পোষকতায় লিপি প্রকাশ করিল। কলিকাতায় আমন্দ যে টাকা আদায় করিয়াছিল ফকীরচাঁদ দিল্লীতে থাকিয়া কাবলে গগণের নিকট সেই টাকা পাঠাইল, এমনস্থলে আমন্দ যদিও সেই সকল ব্যক্তিকে না জানিত ও যে ব্যক্তিরা ঐ সকল ক্রিয়া করে তাহারা আমন্দের অপরিচিত লোক হইলেও আমন্দ সেই ষড়যন্ত্রে মিলিত ছিল ইহার প্রমাণার্থে উক্ত সকল বৃত্তান্ত প্রসঙ্গিক।

(খ) বলরাম আমন্দের মানহানি করণার্থে চন্দ্র ও দীমনাথ ও ঈশানের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিল বলিয়া আমন্দ বলরামের নামে নালিশ করে।

চন্দ্র কোন সম্বাদপত্রে আমন্দের মানের হানিজনক কথা প্রকাশ করিয়াছিল। আমন্দ ঋণশোধ করিতে অক্ষম দীমনাথ ইহা বলিয়া জমরব করিল। আমন্দকে ঋণ দিও না বলিয়া ঈশান কোন বণিককে প্রবৃত্তি দিয়াছিল। এই সকল বৃত্তান্ত সাধারণ উদ্দেশ্যের অনুষ্ঠান করিবার জন্যে ষড়যন্ত্রকারিদের কৃত ক্রিয়া দর্শাইবার বৃত্তান্ত বলিয়া প্রাসঙ্গিক হয়।

১৪ ধারা। কোন বৃত্তান্ত স্থলান্তরে প্রাসঙ্গিক না হইলেও এইং স্থলে প্রাসঙ্গিক হয়,

যে বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিকবৃত্তান্তের অসঙ্গত কিম্বা যদ্দ্বারা ঐ বৃত্তান্তের সত্তা যুক্তিমতে নিশ্চয় হয় তাহার কথা।

(১) কোন প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের অসঙ্গত হইলে,

(২) আদালতের বিবেচনায় যে অনুভবের সত্যত্ব স্বতই অত্যন্ত অসম্ভব কিম্বা যে ব্যক্তি দ্বারা সেই বৃত্তান্ত কথিত হয় তাহারই দ্বারা সেই অনুভবের প্রমাণ করা উচিত এমত স্থলভিন্ন সেই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের অসঙ্গত হইলে,

(3) if by themselves or in connection with other facts they make the existence or non-existence of any relevant fact morally certain.

Illustrations.

(*a.*) The question is whether A committed a crime at Calcutta on a certain day

The fact that on that day A was at Lahore is relevant.

The fact that at the time when the crime was committed A was at such a distance from the place where it was committed that he could not by the use of ordinary means of locomotion have reached the place at the time, is relevant if the Court thinks, under the circumstances of the case, that it is highly improbable, or that the prosecution ought to prove that extraordinary means of locomotion were at A's disposal.

(*b.*) The question is whether A committed a crime.

The circumstances are such that the crime must have been committed either by A, B, C or D. Every fact which shows that the crime could have been committed by no one else, or that it was not committed by either B, C or D is relevant.

15. In suits in which damages are claimed, any fact which will enable the Court to determine the amount of damages which ought to be awarded is relevant.

In suits for damages, evidence may be given of facts tending to determine amount.

16. Where the question is as to the existence of any right or of any custom the following facts are relevant—

Facts relevant when right or custom is in question.

(*a.*) Any transaction by which the right in question was created, modified, recognised or denied, or which was inconsistent with its existence.

(*b.*) Particular instances in which the right in question was exercised, or in which its exercise was prevented as of right.

(*c.*) Particular instances in which the custom in question was recognised or departed from.

Illustrations.

(*a.*) The question is whether certain lands belong to A.

Transfers of the land from one person to another and finally to A are relevant facts.

(*b.*) The question is whether a horse belongs to B, the executor of A, or to C who is in possession of it.

The fact that A gave the horse to C in A's lifetime is relevant.

17. Facts showing the existence of any state of mind, such as intention, knowledge, good faith, negligence, rashness, ill-will or good-will towards any particular person, or showing the existence of any state

Facts showing existence of state of mind or of body or bodily feeling.

(৩) সেই বৃত্তান্ত স্বতই কিম্বা অন্য বৃত্তান্তের সংযোগদ্বার কোন প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের সত্তা কি অসত্তা যুক্তিমতে নিশ্চয় হইলে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আমন্দ নির্দ্দিষ্ট দিনে কলিকাতায় অপরাধ করিল কি না এই প্রশ্ন হইল।

সেই দিনে আমন্দ লাহোরে ছিল এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

অপরাধ যে সময়ে করা যায় সেই সময়ে আমন্দ সেই স্থানহইতে এত দূরে ছিল যে সাধারণমতে গমনাগমনের উপায় দ্বারা গমন করিলে সে ঐ স্থানে কোন প্রকারে পঁহুছিতে পারিত না, যদি আদালত ব্যাপারের ভাবগতিক বিবেচনায় এই বৃত্তান্ত অতিঅসম্ভব জ্ঞান করেন, কিম্বা গমনাগমন করিবার সাধারণ উপায়ভিন্ন আমন্দের গমন করিবার অন্য উপায় ছিল এই কথা অভিযোক্তার প্রমাণ করা উচিত যদি আদালত এমত বোধ করেন, তবে ঐ বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হয়।

(খ) আমন্দ কোন অপরাধ করিল কি না এই প্রশ্ন হয়।

ভাবগতিক বিবেচনা করিলে, হয় আমন্দ, না হয় বলরাম কিম্বা চন্দ্র অথবা দীননাথ ইহার একতর ব্যক্তি ঐ অপরাধ করিয়াছে। এমন স্থলে অন্য কাহার দ্বারা সেই অপরাধ হইতে পারিল না। কিম্বা বলরাম কি চন্দ্র কি দীননাথ সেই অপরাধ করে নাই ইহা যে বৃত্তান্ত দ্বারা দেখা যায় তাহা প্রাসঙ্গিক।

হানিপূরণের মোকদ্দমায় যে বৃত্তান্তদ্বারা হানির মূল্য নির্ণয় হয় তাহার সাক্ষ্য দিবার কথা।

১৫ ধারা। মোকদ্দমায় হানিপূরণের দাওয়া হইলে হানিস্বরূপ কত টাকা দিবার আজ্ঞা করা উচিত আদালত যে বৃত্তান্তদ্বারা ইহা নির্ণয় করিতে পারেন তাহা প্রাসঙ্গিক ইতি।

স্বত্বের কি রীতির কথা উত্থাপন হইলে যে বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

১৬ ধারা। কোন স্বত্ব কিম্বা রীতি প্রচলিত আছে কি না এই প্রশ্ন উত্থাপন হইলে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হয়।

(ক) যে ব্যাপারদ্বারা কথিত স্বত্ব দৃষ্ট কি মতান্তরিত কি স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হয় কিম্বা যে ব্যাপার ঐ স্বত্বের অসঙ্গত হয় তাহা।

(খ) বিশেষ২ যে স্থলে উক্ত স্বত্বানুক্রমে কার্য্য হয় কিম্বা যে২ স্থলে নিষেধ করিবার অধিকার আছে বলিয়া ঐ স্বত্বানুসারে কার্য্যের নিষেধ হয় তাহা।

(গ) বিশেষ যে২ স্থলে উক্ত রীতি স্বীকৃত হইল কিম্বা তাহার ব্যতিক্রম হইল তাহা।

উদাহরণ।

(ক) নির্দ্দিষ্ট কতক ভূমি আমন্দের ভূমি কি না এই প্রশ্ন হইল।

ঐ ভূমি কোন এক ব্যক্তিহইতে অন্য ব্যক্তির হস্তগত হইতে২ ক্রমশঃ আমন্দের হস্তগত হইল, এই২ বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(খ) কোন ঘোড়া বলরামের না চন্দ্রের এই প্রশ্ন হইল। বলরাম আমন্দের উইলনিরূপিত কার্য্যসাধক, ঘোড়া চন্দ্রের অধিকারে আছে।

এই স্থলে আমন্দ জীবৎকালে চন্দ্রকে ঐ ঘোড়া দিল এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হয়।

যে বৃত্তান্তদ্বারা মানসিক কি শারীরিক অবস্থা কিম্বা শরীরের ভাব জানা যায় সেই বৃত্তান্তের কথা।

১৭ ধারা। মনের কি শরীরের কোন অবস্থা কিম্বা শারীরিক ভাব প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের মধ্যে থাকিলে, মনের সেই অবস্থা অর্থাৎ কল্পনা কি জ্ঞান কি সারল্য কি শৈথিল্য কি দুঃ-

of body or bodily feeling, are relevant, when the existence of any such state of mind or body or bodily feeling, is relevant:

Proviso. Provided that no party to any proceeding shall be permitted to prove any statement made by himself for the purposes only of proving any state of his own mind, or any feeling of his own body, unless such statement was accompanied, either by contemporaneous conduct on his part which it explains, or by contemporaneous circumstances which render its falsehood improbable, and unless it was made at or about the time when such state of mind or bodily feeling existed.

Illustrations.

(*a.*) A is accused of receiving stolen goods knowing them to be stolen. It is proved that he was in possession of a particular stolen article.

The fact that at the same time he was in possession of many other stolen articles is relevant, as tending to show that he knew each and all of the articles of which he was in possession to be stolen.

(*b.*) A is accused of fraudulently delivering to another person a piece of counterfeit coin which, at the time when he became possessed of it, he knew to be counterfeit.

The fact that at the time of its delivery he was possessed of a number of other pieces of counterfeit coin is relevant.

(*c.*) A sues B for damage done to A by a dog of B's, which B knew to be ferocious.

The facts that the dog had previously bitten X, Y and Z, and that they had made complaints to B, are relevant.

(*d.*) The question is whether A, the acceptor of a bill of exchange, knew that the name of the payee was fictitious.

The fact that A had accepted other bills drawn in the same manner before they could have been transmitted to him by the payee if the payee had been a real person is relevant, as showing that A knew that the payee was a fictitious person.

(*e.*) A is accused of defaming B by publishing an imputation intended to harm the reputation of B.

The fact of previous publications by A respecting B, showing ill-will on the part of A towards B, is relevant, as proving A's intention to harm B's reputation by the particular publication in question.

The facts that there was no previous quarrel between A and B, and that A repeated the matter complained of

সাহস কিম্বা ব্যক্তি বিশেষের প্রতি দ্বেষ কি অনুরাগ যে বৃত্তান্তদ্বারা প্রকাশ হয়, অথবা যে বৃত্তান্তদ্বারা শরীরের সেই অবস্থা কিম্বা শারীরিক ভাব প্রকাশ পায়, সেই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

উপবিধি। কিন্তু আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কোন পক্ষ যদি আপনি কেবল আপনার মনের কোন অবস্থার কিম্বা আপনার শরীরের কোন ভাবের প্রমাণ করণের নিমিত্তে কোন কথা কহে, তবে তাহার তৎসমকালীন যে আচরণ দ্বারা তাহার সেই কথার ব্যাখ্যা হয়, কিম্বা তৎসমকালীন যে ভাবগতিকদ্বারা তাহার সেই কথার অসত্যতা সম্ভাবনা না হয়, ঐ কথা কহন সময়ে তাহার এমত আচরণ কি ভাবগতিক না থাকিলে, এবং তাহার মানসিক সেই অবস্থা এবং শারীরিক সেই ভাব যে সময়ে ছিল সেই সময়ে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎপূর্ব্বে কি পরে ঐ কথা কহা না গেলে, সেই ব্যক্তি ঐ কথার প্রমাণ করিতে পাইবে না ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আমন্দের নামে চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া গ্রহণ করিবার অভিযোগ হইল। কোন চোরা দ্রব্য তাহার অধিকারে ছিল ইহার প্রমাণ হইল।

সেই সময়ে তাহার কাছে অন্য অনেক চোরা দ্রব্য ছিল এই বৃত্তান্ত প্রসঙ্গিক কেননা তাহার অধিকারগত সকল ও প্রত্যেক দ্রব্য সে চোরা বলিয়া জানিত উক্ত বৃত্তান্তে ইহার আভাস দেখা যায়।

(খ) আমন্দ একটি কৃত্রিম মুদ্রা পাইয়া সেই সময়ে কৃত্রিম জানিয়া অন্য ব্যক্তিকে প্রতারণাক্রমে দিল, তাহার নামে এই অভিযোগ হয়।

সেই মুদ্রা দেওনের সময়ে তাহার নিকট অন্য অনেক গুলিন কৃত্রিম মুদ্রা ছিল এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(গ) বলরামের কুকুরে আমন্দের হানি হইয়াছে বলিয়া আমন্দ বলরামের নামে হানিপূরণের নালিশ করে। বলরাম সেই কুকুরকে দুরন্ত জানিত।

ঐ কুকুর পূর্ব্বে যদুকে ও বলরামকে ও বেচুকে কামড়াইয়াছিল ও তাহারা বলরামের নিকট সেই কথা জানাইল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ঘ) আমন্দ এক খান হুণ্ডী স্বীকার করিল কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ টাকা পাইবে তাহার কৃ ম নাম তাহাতে দেওয়া গেল আমন্দ ইহা জানিত কি না এই প্রশ্ন হইল।

টাকা পাইবে বলিয়া যে ব্যক্তির নাম লেখা গেল সেই ব্যক্তি প্রকৃত ব্যক্তি হইলে আমন্দের নিকট তাহার ঐ হুণ্ডী পাঠাইবার অবকাশ থাকিত না, আমন্দ এমত অন্য কএক হুণ্ডী পূর্ব্বেও স্বীকার করিয়াছে, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক যেহেতুক যে ব্যক্তি ঐ টাকা পাইল আমন্দ তাহার নাম কৃত্রিম জানিত ইহা দৃষ্ট হয়।

(ঙ) আমন্দ বলরামের নামহানি করিবার কল্পনায় তাহার অপবাদ প্রকাশ করিল বলিয়া আমন্দের নামে অপবাদ করণাপরাধের অভিযোগ হয়।

আমন্দ তৎপূর্ব্বে বলরামের বিষয়ে নানা কথা প্রকাশ করিয়াছিল ও তাহাতে বলরামের প্রতি তাহার দ্বেষ প্রকাশ হয়, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক। যেহেতুক উক্ত বিশেষ অপবাদ প্রকাশ করিয়া বলরামের নাম হানি করিবার কল্পনা করিল ইহার প্রমাণ হয়।

পূর্ব্বে আমন্দের ও বলরামের মধ্যে বিবাদ ছিল না কিন্তু উক্ত অভিযোগের মধ্যে যে অপবাদের উল্লেখ হয় আমন্দ

as he heard it, are relevant, as showing that A did not intend to harm the reputation of B.

(*f*.) A is sued by B for fraudulently representing to B that C was solvent, whereby B being induced to trust C who was insolvent, suffered loss.

The fact that at the time when A represented C to be solvent, C was supposed to be solvent by his neighbours and by persons dealing with him is relevant, as showing that A made the representation in good faith.

(*g*.) A is sued by B for the price of work done by B upon a house of which A is owner, by the order of C, a contractor.

A's defence is that credit was given to C.

The fact that A paid C for the work in question is relevant, as proving that A did, in good faith, make over to C the management of the work in question, so that C was in position to contract with B on C's own account, and not as agent for A.

(*h*.) A is accused, under section 413 of the Indian Penal Code, of the dishonest misappropriation of property which he had found, and the question is whether, when he appropriated it, he did in good faith believe that the real owner could not be found.

The fact that public notice of the loss of the property had been given in the place where A was is relevant, as showing that A did not in good faith believe that the real owner of the property could not be found.

The fact that A knew or had reason to believe that the notice was given fraudulently by C, who had heard of the loss of the property and wished to set up a false claim to it, is relevant, as showing that the fact that A knew of the notice did not disprove A's good faith.

(*i*.) The question is whether A has been guilty of cruelty towards B, his wife.

Expressions of their feelings towards each other shortly before or after the alleged cruelty, are relevant facts.

(*j*.) The question is whether A's death was caused by poison.

Statements made by A during his illness as to his symptoms, are relevant facts.

(*k*.) The question is what was the state of A's health at the time when an assurance on his life was effected.

Statements made by A as to the state of his health at or near the time in question, are relevant facts.

(*l*.) A is accused of defaming B by publishing an imputation intended to harm his reputation.

A may not prove previous statements of his own that he did not wish to harm B's reputation made in ordinary conversation.

তাহা অন্যের নিকট শুনিয়া লিখিলেন। এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক যেহেতুক আনন্দ বলরামের মানহানি করিতে কল্পনা করেন নাই এই বৃত্তান্তে ইহার প্রমাণ হয়।

(ছ) চন্দ্র ঋণশোধ করিতে সক্ষম আনন্দ প্রতারণাক্রমে বলরামকে এই কথা কহিলে চন্দ্রের প্রতি বলরামের বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি হইল। চন্দ্র ঋণশোধ করিতে অক্ষম হওয়াতে বলরামের হানি হইল।

আনন্দ যে সময়ে চন্দ্রকে ঋণশোধ করিবার সক্ষম বলিয়া জানাইল সেই সময়ে চন্দ্রের প্রতিবাসিগণ ও অন্য যে লোকেরা তাহার সঙ্গে কারবার করিত তাহারা সকলে তাহাকে ঋণশোধ করিতে সক্ষম জানিত, এই বৃত্তান্তদ্বারা আনন্দ সরলভাবে উক্ত কথা কহিল ইহা জানা যায়, অতএব তাহা প্রাসঙ্গিক।

(জ) চন্দ্র আনন্দের ঘরে কোন কর্ম্ম করিবার চুক্তি করিলে বলরাম সেই কর্ম্ম করিয়া তাহার মূল্য পাইবার নিমিত্তে আনন্দের নামে নালিশ করে।

আনন্দ উত্তর করিল আমি চন্দ্রকে অগ্রিম মূল্য দিলাম।

আনন্দ চন্দ্রকে সেই কার্য্যের মূল্য দিল এই বৃত্তান্ত দ্বারা আনন্দ সরলভাবে চন্দ্রের প্রতি সেই কর্ম্ম সম্পাদন করিবার ভার যে দিল ইহার প্রমাণ হওয়াতে চন্দ্র আনন্দের পক্ষে কর্ম্মকারকস্বরূপ না হইয়া আপনার পক্ষে বলরামের সঙ্গে চুক্তি করিতে পারিল অতএব এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ঝ) আনন্দ কোন দ্রব্য কুড়িয়া পাইয়া কুটিলভাবে তাহা অবৈধ ব্যবহার করিল, এই অপরাধে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪০৩ ধারামতে তাহার নামে অভিযোগ হয়, তাহাতে আনন্দ যে সময়ে ঐ দ্রব্য ব্যবহার করিল সেই সময়ে ঐ দ্রব্যের প্রকৃত স্বামির সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে না এই কথা সরলভাবে জানিত কি না এই প্রশ্ন উত্থিত হইল।

আনন্দ যে স্থানে ছিল সেই স্থানে ঐ দ্রব্য হারাইবার জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা গিয়াছিল এই বৃত্তান্তদ্বারা ইহা জানা যায় যে ঐ দ্রব্যের প্রকৃত স্বামির সন্ধান পাইতে না পারিবার কথায় আনন্দ সরলভাবে বিশ্বাস করিল না অতএব এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

চন্দ্র সেই দ্রব্য হারাণ যাইবার কথা শুনিয়া দ্রব্যের উপর মিথ্যা দাওয়া করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রতারণাভাবে ঐ জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়াছিল আনন্দ ইহা জানিত কিম্বা তাহার এই কথা বিশ্বাস করিবার কারণ ছিল। আনন্দ ঐ জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ হইবার কথা জানিলেও তাহার সরলভাবের অপ্রমাণ হয় না এই বৃত্তান্তদ্বারা ইহা জানা যাওয়াতে ঐ বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ট) আনন্দ আপন স্ত্রী রামার প্রতি নির্দ্দয়াচার করিবার অপরাধী কি না এই প্রশ্ন উত্থিত হইল।

কথিত নির্দ্দয়াচারের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে পরস্পরের ভাবসূচক যেং কথা কহা গেল তাহার বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ঠ) বিষসেবন দ্বারা আনন্দের মৃত্যু হইল কি না এই প্রশ্ন হয়।

আনন্দ পীড়ার সময়ে আপন পীড়ার যেং লক্ষণ জানাইল তাহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(ড) আনন্দ যে সময়ে আপন জীবনের উপর বিমা গ্রহণ করে সেই সময়ে তাহার শরীরের কি গতিক ছিল এই প্রশ্ন হয়।

সেই সময়ে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎপূর্ব্বে কি পরে আনন্দ আপন শরীরের স্বাস্থ্যাদি বিষয়ে যে কথা কহিয়াছে তাহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(ঢ) যে দোষারোপদ্বারা বলরামের নামের হানি হইতে পারে আনন্দ তাহা প্রকাশ করাতে বলরামের অপবাদ করণাপরাধে আনন্দের নামে অভিযোগ হয়।

এই স্থলে বলরামের নামের হানি করিতে চাহি না আনন্দ সামান্য প্রকারে কথা বার্ত্তা করণ সময়ে এইরূপ যে কথা কহিয়াছিল তাহার প্রমাণ করিতে পাইবে না।

(*m*.) In the last illustration, A might prove that he wrote a letter to the Editor of a newspaper to whom he sent the matter complained of, requesting him not to publish the matter complained of if he thought it would harm B's reputation.

(ণ) শেষোক্ত উদাহরণের স্থলে আমন্দ ঐ অভিযোগের কথা লিখিয়া কোন সম্বাদপত্রের সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া কহিল যে এই কথাদ্বারা যদি তোমার বিবেচনায় বলরামের মানের হানি হইবার সম্ভাবনা হয়, তবে তাহা প্রকাশ করিও না, আমন্দ আপনার এই কথার প্রমাণ করিতে পারিবে।

18. When there is a question whether an act was accidental or intentional, the fact that such act formed part of a series of similar occurrences, in each of which the person doing the act was concerned, is relevant.

Act forming part of series of occurrences.

১৮ ধারা। কোন কার্য্য অকস্মাৎ, না কল্পনাপূর্ব্বক করা গেল, এই প্রশ্ন হইলে, ঐ ক্রিয়া তদনুরূপ কার্য্যশ্রেণীর একাংশ ছিল ও সেই প্রত্যেক ঘটনায় ক্রিয়াকারি ব্যক্তির সম্পর্ক ছিল এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক ইতি।

ঘটনাশ্রেণীর একাংশ বলিয়া যে কর্ম্ম হয় তাহার কথা।

Illustrations.

উদাহরণ।

(*a*.) A is accused of burning down his house in order to obtain money for which it is insured.

The facts that A lived in several houses successively, each of which he insured, in each of which a fire occurred, and after each of which fires A received payment from a different insurance office, are relevant, as tending to show that the fires were not accidental.

(ক) আমন্দের ঘরের উপর বিমা লওয়া গিয়াছে। আমন্দ সেই বিমার টাকা পাইবার আশয়ে আপনার গৃহ দগ্ধ করে ইহা বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হইল।

আমন্দ ক্রমশঃ অনেক ঘরে বাস করিল, প্রত্যেক ঘরের উপর বিমা গ্রহণ হইয়াছিল, প্রত্যেক ঘরে আগুন লাগিল। এক২ ঘর দগ্ধ হইলে আমন্দ বিমার ব্যবসায়ি কোন আফিস-হইতে টাকা পাইয়াছিল, এই সকল বৃত্তান্তদ্বারা জানা যায় যে অকস্মাৎ আগুন লাগে নাই। অতএব সেই২ বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(*b*.) A is employed to receive money from the debtors of B. It is A's duty to make entries in a book showing the amounts received by him. He makes an entry showing that on a particular occasion he received less than he really did receive.

The question is whether this false entry was accidental or intentional.

The fact that other entries made by A in the same book are false, and that the false entry is in each case in favour of A, are relevant.

(খ) আমন্দ বলরামের খাতকদের নিকট টাকা আদায় করিতে নিযুক্ত হয়। টাকা পাইলে খাতায় জমা দেওয়া আমন্দের কর্ত্তব্য। কোন সময়ে যত টাকা পাইল তাহার কম টাকা জমা দিল।

আমন্দ সেই মিথ্যা কথা অকস্মাৎ, না কল্পনা করিয়া লেখে এই প্রশ্ন হইল।

আমন্দ সেই খাতায় আর২ টাকা অযথার্থরূপে জমা দিল ও প্রত্যেকবার সেই অযথার্থ কথা লেখাতে তাহার লাভ হইল এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(*c*.) A is accused of fraudulently delivering to B a counterfeit rupee.

The question is whether the delivery of the rupee was accidental.

The facts that soon before or soon after the delivery to B, A delivered counterfeit rupees to C, D and E are relevant, as showing that the delivery to A was not accidental.

(গ) আমন্দ বলরামকে প্রতারণাপূর্ব্বক কৃত্রিম মুদ্রা দিল বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হয়।

ঐ মুদ্রা দেওয়া অকস্মাৎ হইয়াছিল কি না।

বলরামকে ঐ মুদ্রা দিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি কিঞ্চিৎ পরে আমন্দ চন্দ্রকে ও দীননাথকে ও ঈশানকে কৃত্রিম টাকা দিয়াছিল, এই বৃত্তান্তদ্বারা জানা যায় যে বলরামকে ঐ মুদ্রা দেওয়া আকস্মিক কার্য্য নয়। সেই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

19. When there is a question whether a particular act was done, the existence of any course of business according to which it naturally would have been done is a relevant fact.

Course of business when relevant.

১৯ ধারা। বিশেষ কোন ক্রিয়া করা গেল কি না এই প্রশ্ন হইলে কার্য্য করিবার যে বিশেষ ধারা প্রচলিত আছে তদনুসারে উক্ত ক্রিয়া স্বভাবতই করা গেল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক ইতি।

কার্য্যের ধারা যে সময়ে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

Illustration.

উদাহরণ।

(*a*.) The question is whether a particular letter was despatched.

The facts that it was the ordinary course of business for all letters put in a certain place to be carried to the post, and that that particular letter was put in that place, are relevant.

(ক) কোন পত্র পাঠান গেল কি না এই প্রশ্ন হইল।

কার্য্যের ধারানুসারে যত পত্র ডাকে যাইবে তাহা কোন বিশেষ স্থানে রাখা গিয়া থাকে উক্ত পত্রও সেই স্থানে রাখা গিয়াছিল। এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

Character when relevant.

চরিত্রের বৃত্তান্ত যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

20. In civil cases, the fact that the character of any person concerned is such as to render probable or improbable any conduct imputed to him, is irrelevant, except in so far as such character appears from facts otherwise relevant.

In civil cases, character to prove conduct imputed irrelevant.

২০ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমায় লিপ্ত কোন ব্যক্তির প্রতি যে কর্ম্ম আরোপিত হয় তাহার সেই কর্ম্ম করা সম্ভব কি অসম্ভব ইহা দেখাইবার জন্যে তাহার চরিত্রের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু প্রকারান্তরে যে বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হয় সেই বৃত্তান্তে তাহার উক্ত চরিত্র প্রকাশ হইলে প্রাসঙ্গিক হইতে পারে ইতি।

দেওয়ানী মোকদ্দমায় আরোপিত কর্ম্মের প্রমাণার্থে চরিত্র অপ্রাসঙ্গিক হইবার কথা।

In criminal cases, previous good character relevant.

21. In criminal proceedings, the fact that the person accused is of a good character, is relevant.

ফৌজদারী মোকদ্দমায় পূর্ব্ব সচচরিত্র প্রাসঙ্গিক হইবার কথা।

২১ ধারা। ফৌজদারী মোকদ্দমাপ্রভৃতিতে অভিযুক্ত ব্যক্তি সচচরিত্র এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হয় ইতি।

Previous conviction in criminal trials relevant, but not previous bad character, except in reply.

22. In criminal proceedings, the fact that the accused person has been previously convicted of any offence is relevant, but the fact that he has a bad character is irrelevant, unless evidence has been given that he has a good character, in which case it becomes relevant.

Explanation.—This section does not apply to cases in which the bad character of any person is itself a fact in issue.

ফৌজদারী মোকদ্দমায় পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হওয়ার কথা প্রাসঙ্গিক কিন্তু উত্তরভিন্ন অন্য স্থলে পূর্ব্ব কুচরিত্র অপ্রাসঙ্গিক হওয়ার কথা।

২২ ধারা। ফৌজদারী মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন অপরাধ পূর্ব্বে নির্ণয় হইয়াছিল এইবৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক সে কুচরিত্র লোক এই বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু তাহার সচচরিত্রের প্রমাণ দেওয়া গেলে সেই কুচরিত্রের বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হয়।

ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তির কুচরিত্রই ইস্যুঘটিত বৃত্তান্ত হইলে এই ধারা খাটে না ইতি।

Character as affecting damages.

23. In civil cases, the fact that the character of any person was such as to effect the amount of damages which he ought to receive, is relevant.

Explanation.—In sections twenty, twenty-one, twenty-two and twenty-three, the word 'character' includes both reputation and disposition.

হানিপূরণের পক্ষে চরিত্রের কথা।

২৩ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির হানিপূরণস্বরূপ যত টাকা পাওয়া উচিত তাহার চরিত্রানুসারে সে ন্যূন কি অধিক টাকা পাইতে পারিলে সেই চরিত্রের বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক

ব্যাখ্যা।—২০, ২১, ২২ ও ২৩ ধারায় "চরিত্র" শব্দের মধ্যে খ্যাতি ও স্বভাব উভয় গণ্য।

Character for chastity in trials for rape.

24. In trials for rape, or attempts to commit rape, the fact that the woman on whom the alleged offence was committed is a common prostitute, or that her conduct was generally unchaste, is relevant.

বলাৎকারের মোকদ্দমায় সতীত্বের চরিত্রের কথা।

২৪ ধারা। বলাৎকারের কিম্বা বলাৎকার করিবার উদ্যোগের মোকদ্দমায় যে স্ত্রীর পক্ষে কথিত অপরাধ হয় সে বেশ্যা কিম্বা সাধারণমতে তাহার চরিত্র অসৎ এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক ইতি।

Admissions when relevant.

স্বীকারবাক্য যে সময়ে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

Admissions defined.

25. An admission is a statement, oral or documentary, which suggests any inference as to any relevant fact, and which is made by any person included in any of the classes hereinafter mentioned.

(*a.*) Parties to the proceeding.

(*b.*) Agents to such parties whom the Court regards, under the circumstances of the case, as expressly or impliedly authorized by them to make admissions.

(*c.*) Persons who have any interest in the subject-matter of the proceeding, and who make the statement in their character of persons so interested.

(*d.*) Persons from whom the parties to the suit have derived their interest in the subject-matter of the suit.

(*e.*) Third persons whose position or liability it is necessary to prove, as against any party to the suit, when the admission would be relevant as against such person in relation to such position or liability in a suit brought by or against them.

স্বীকার বাক্যের অর্থের কথা।

২৫ ধারা। বাচনিক কি লিখিত যে কথাদ্বারা কোন প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত বিষয়ে অনুভূতির সূচনা হয় তাহা নিম্নলিখিত কোন শ্রেণীগত ব্যক্তিকর্ত্তৃক কহা গেলে বা লেখা গেলে তাহাই স্বীকার বাক্য।

(ক) আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কোন পক্ষ।

(খ) আদালত ভাবগতিক বিবেচনায় উক্ত কোন পক্ষের যে মোক্তারদিগকে ঐ পক্ষ হইতেই স্বীকার বাক্য কহিতে স্পষ্টতঃ কি ভাবতঃ ক্ষমতাপ্রাপ্ত বলিয়া জ্ঞান করেন সেই মোক্তারেরা।

(গ) যে বিষয় লইয়া মোকদ্দমাপ্রভৃতি হয় সেই বিষয়ে যে ব্যক্তিদের স্বার্থ থাকে এবং সেই স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিস্বরূপ যাহারা ঐ কথা কহে তাহারা।

(ঘ) যে বিষয় লইয়া মোকদ্দমা হয় সেই বিষয়ে মোকদ্দমার উভয় পক্ষের স্বার্থ যে ব্যক্তিদের স্থানে পাওয়া গেল সেই ব্যক্তিরা।

(চ) মোকদ্দমার কোন পক্ষের বিপক্ষে তৃতীয় যে ব্যক্তিদের অবস্থার কি দায়ের প্রমাণ করা আবশ্যক যদি সেই ব্যক্তিদের দ্বারা কিম্বা তাহারদের নামে উপস্থিত করা কোন মোকদ্দমায় সেই অবস্থা কিম্বা দায়সম্পর্কে ঐ স্বীকার বাক্য তাহারদের বিপক্ষে প্রাসঙ্গিক হইত তবে সেই তৃতীয় ব্যক্তিরা ইতি।

Illustration.

A undertakes to collect rents for B.

B sues A for not collecting rent due from C to B.

A denies that rent was due from C to B.

A statement by C that he owed B rent is an admission, and is a relevant fact as against A, if A denies that C did owe rent to B.

(*f*.) Third persons to whom a party to the suit has expressly referred for information in reference to a matter in dispute. No inference from such an admission is necessary.

(*g*.) Conspirators in relation to any matter connected with their common intention.

Explanation 1.—The interest referred to in (*d*) must be derived from, and not merely subsequent to, that of the person making the admission. Otherwise the statement is not an admission.

Explanation 2.—Statements made by members of the classes *c*, *d* or *e*, are not admissions, unless they were made during the existence of their respective interests in the matter to which such statements relate.

Explanation 3.—Statements made by parties to suits sued in a representative character are no admissions, unless they were made while the party making them held that character.

Explanation 4.—Admissions as to the contents of documents are not relevant, unless and until the party proposing to prove them shows that he is entitled to give secondary evidence of the contents of such documents under the rules hereinafter contained.

Exception.—In civil cases, no admission is relevant if it is made either upon an express condition that evidence of it is not to be given, or under circumstances from which the Court can infer that it was the intention of the parties that evidence of it should not be given.

Relevancy of admissions.

26. Admissions are relevant facts only as against the person who denies the inference which they suggest. They are not relevant on behalf of the person who asserts the truth of such inference.

Illustration.

A, a party to a suit, says that a certain deed is forged.

This is relevant as an admission if A maintains that the deed is not forged, but is irrelevant if A maintains that the deed was forged.

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামের নিমিত্ত খাজানা আদায় করিবার কার্য্য গ্রহণ করে।

চন্দ্রের স্থানে বলরামের যে খাজানা পাওনা আছে আনন্দ তাহা আদায় না করাতে বলরাম তাহার নামে নালিশ করে।

আনন্দ কহে যে চন্দ্রের স্থানে বলরামের খাজানা পাওনা নাই।

চন্দ্র কহে যে বলরামের নিকট আমার খাজানা দেনা আছে, ইহা স্বীকার বাক্য। এবং চন্দ্রের স্থানে বলরামের খাজানা পাওনা নয় আনন্দ যদি এই কথা কহে তবে আনন্দের বিপক্ষে ঐ স্বীকারবাক্য প্রাসঙ্গিক।

(ছ) মোকদ্দমার এক পক্ষ বিবাদীয় কোন বিষয়ের সন্ধান লইবার জন্যে তৃতীয় যে ব্যক্তির নাম স্পষ্ট উল্লেখ করে সেই তৃতীয় ব্যক্তি। সেই স্বীকারবাক্য-হইতে কোন অনুভূতির আবশ্যক নয়।

(জ) ষড়যন্ত্রকারিদের সাধারণ উদ্দেশ্য সংক্রান্ত কোন বিষয়োপলক্ষে ঐ ষড়যন্ত্রকারিরা।

১ ব্যাখ্যা।—(ঘ) প্রকরণে যে স্বার্থের উল্লেখ হইল, তাহা স্বীকারকারি ব্যক্তিহইতেই পাওয়া আবশ্যক, কেবল তাহার পশ্চাৎ পাওয়া গেলে হবে না। নতুবা সেই বাক্য স্বীকারবাক্য নয়।

২ ব্যাখ্যা।—গ, ঘ ও চ শ্রেণীর লোকেরা যে কথা কহে, তাহা যে বিষয় ধরিয়া কহে সেই বিষয়ে তাহারদের স্বার্থ বিদ্যমানে সেই কথা না কহিলে সেই বাক্য স্বীকারবাক্য হয় না।

৩ ব্যাখ্যা।—অন্য ব্যক্তির প্রতিনিধি স্বরূপ যাহারদের নামে নালিশ হয় মোকদ্দমার এমত কোন পক্ষ যে কথা কহে তাহার যে সময়ে সেই প্রতিনিধিরূপ অবস্থা ছিল সেই সময়ে ঐ কথা না কহিলে সেই কথা স্বীকারবাক্য হয় না।

৪ ব্যাখ্যা।—দলীলের মর্ম্ম বিষয়ে যে ব্যক্তি প্রমাণ করিবার প্রসঙ্গ করে সে যদি নিম্নলিখিত বিধানমতে ঐ দলীলের মর্ম্মের গৌণ সাক্ষ্য দিবার স্বত্ববান না হয় ও যত কাল স্বত্ববান না হয় ততকাল সেই মর্ম্মবিষয়ে তাহার স্বীকার বাক্য প্রাসঙ্গিক নয়।

বর্জিত কথা।—দেওয়ানী মোকদ্দমায় স্বীকারবাক্যের সাক্ষ্য দিতে হইবে না এই স্পষ্ট নিয়ম করিয়া বাক্য স্বীকার করা গেলে, কিম্বা যে ভাব গতিকে কহা যায় তদ্দৃষ্টে সেই বাক্যের সাক্ষ্য দেওয়া না যায় উভয় পক্ষের এই কল্পনা প্রকাশ হইলে আদালত এমত অনুভব করিতে পারিলে সেই স্বীকার বাক্য প্রাসঙ্গিক নয় ইতি।

স্বীকার বাক্যের প্রাসঙ্গিকতার কথা।

২৬ ধারা। স্বীকারবাক্যদ্বারা যে অনুভূতি হয় কোন ব্যক্তি সেই অনুভূতি অস্বীকার করিলে ঐ স্বীকার বাক্য কেবল তাহার বিপক্ষে প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয়। যে ব্যক্তি ঐ অনুভূতির যাথার্থ্য স্বীকার করে তাহার সপক্ষে প্রাসঙ্গিক নয় ইতি।

উদাহরণ।

মোকদ্দমার এক পক্ষ আনন্দ কোন দলীল কৃত্রিম কহে।

ঐ দলীল কৃত্রিম নহে আনন্দ এই কথা দৃঢ়মতে কহিলে উক্ত কথা স্বীকার বাক্যস্বরূপ প্রাসঙ্গিক হয়। দলীল কৃত্রিম এই কথা দৃঢ় মতে কহিলে তাহা অপ্রাসঙ্গিক হয়।

27. The conduct of any party to any proceeding upon the occasion of anything being done or said in his presence in relation to matters in question, and the things so said or done, are relevant facts, when they render probable or improbable any relevant fact alleged or denied in respect of the person so conducting himself.

Admissions by conduct.

Illustrations.

(*a*) The question is whether A robbed B.

The facts that, after B was robbed, C said in A's presence—'the police are coming to look for the man who robbed B,'—and that immediately afterwards A ran away, are relevant.

(*b*) The question is whether A owes B rupees 10,000.

The facts that A asked C to lend him money, and that D said to C in A's presence and hearing—'I advise you not to trust A, for he owes B 10,000 rupees,'—and that A went away without making any answer, and did not renew his request to C, are relevant facts.

২৭ ধারা। বিবাদীয় বিষয় সম্পর্কে মোকদ্দমা প্রভৃতির কোন পক্ষের সাক্ষাৎ কোন ক্রিয়া হওয়াতে কিম্বা কোন কথা কহা যাওয়াতে তাহা দেখিয়া ঐ ব্যক্তির যদ্রূপ আচরণ হয় তদ্দ্বারা তাহার বিষয়ে কথিত কি অস্বীকৃত কোন প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত সম্ভব কিম্বা অসম্ভব হইলে তাহার সেই আচরণ ও সেই কথা বা ক্রিয়া প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয় ইতি।

আচরণদ্বারা স্বীকারের কথা।

উদাহরণ।

(ক) আমন্দ বলরামের দ্রব্য অপহরণ করিয়াছে কি না এই প্রশ্ন হয়।

বলরামের দ্রব্য অপহৃত হইলে পর, সেই দ্রব্য যে ব্যক্তি হরণ করিয়াছে তাহার অনুসন্ধান লইবার জন্যে পোলীস আসিতেছে চন্দ্র আমন্দের সাক্ষাৎ এই কথা কহিলে আমন্দ তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। এই সকল বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(খ) আমন্দ বলরামের ১০,০০০৲ টাকা ধারে কি না এই প্রশ্ন হয়।

আমন্দ চন্দ্রের নিকট টাকা কর্জ লইতে চাহিল। দীমনাথ আমন্দের সাক্ষাৎ ও শ্রুতিগোচরে চন্দ্রকে কহিল "আমন্দ বলরামের ১০০০০৲ টাকা ধারে তুমি তাহাকে আর কর্জ দিও না।" আমন্দ উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল ও চন্দ্রের স্থানে আর কর্জ চাহিল না। এই সকল বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

28. An admission made by an accused person is irrelevant in a criminal proceeding if the making of the admission appears to the Court to have been caused by any inducement, threat, or promise, having reference to the charge against the accused person proceeding from a person in authority and sufficient, in the opinion of the Court, to give the accused person grounds which would appear to him reasonable for supposing that he would gain any advantage or avoid any evil in reference to the proceedings against him by making it.

Admission of crime caused by inducement, threat or promise irrelevant.

২৮ ধারা। ফৌজদারী মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ স্বীকার করে কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে অভিযোগ হয় কোন ব্যক্তি তৎসম্পর্কে তাহাকে প্রবৃত্তি দিলে কিম্বা ভয় দর্শাইলে কিম্বা অঙ্গীকার করিলে সে অপরাধ স্বীকার করে আদালত, ইহা দেখিতে পাইলে এবং প্রবৃত্তিদায়ি ব্যক্তি ক্ষমতাপন্ন লোক হওয়া প্রযুক্ত তাহার কথার ভাবদ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ স্বীকার করিলে উপস্থিত মোকদ্দমার সম্পর্কে আমার কোন লাভ হইতে পারিবে কিম্বা বিপত্তি এড়াইতে পারিব যুক্তিসিদ্ধ কারণে এমত জ্ঞানে আদালতের এইরূপ বিবেচনা থাকিলে ঐ ব্যক্তির সেই অপরাধ স্বীকার বাক্য অপ্রাসঙ্গিক হয় ইতি।

প্রবৃত্তিদেওনের কি ভয়দর্শাওনের কিম্বা প্রতিজ্ঞা করণের বলে অপরাধ স্বীকার করণের কথা অপ্রাসঙ্গিক হওয়ার কথা।

29. If such an admission is made after the impression caused by any such inducement, threat, or promise has, in the opinion of the Court, been fully removed, it is relevant.

Admission made after removal of impression caused by inducement, threat or promise relevant.

২৯ ধারা। উক্ত প্রকারের প্রবৃত্তি দেওন কি ভয়দর্শাওন কিম্বা অঙ্গীকার করণদ্বারা মনের যে সংস্কার জন্মে তাহা সম্পূর্ণরূপে নিরাকরণ হইলে পর উক্ত স্বীকার বাক্য কহা গেল, আদালতের এমত বিবেচন থাকিলে সেই বাক্য প্রাসঙ্গিক হইতি।

প্রবৃত্তি দেওনের কিম্বা ভয় দর্শাওনের কিম্বা অঙ্গীকারের বাক্যদ্বারা মনের যে সংস্কার হয়, তাহা নিরাকরণ হওনানন্তর স্বীকার কার্য্যের কথা।

30. If such an admission is otherwise relevant, it does not become irrelevant merely because it was made under a promise of secrecy, or in consequence of a deception practised on the accused person for the purpose of obtaining it, or when he was drunk, or because it was made in answer to questions which he need not have answered, whatever may have been the form of

Admission otherwise relevant not irrelevant on certain grounds.

৩০ ধারা। উক্ত প্রকারের স্বীকার বাক্য কারণান্তরে প্রাসঙ্গিক হইলে তাহা কাহাকেও না কহিবার প্রতিজ্ঞাক্রমে কহা গিয়াছিল, কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তির সেই দোষ স্বীকার করাইবার কল্পনায় তাহার পক্ষে প্রতারণার কার্য্য হইলে কিম্বা মত্ত অবস্থায় থাকিলে সে স্বীকার করিয়াছিল, কিম্বা যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যক ছিল না এমত

স্বীকার বাক্য প্রকারান্তরে প্রাসঙ্গিক হইলেও উল্লিখিত কোন হেতুতে অপ্রাসঙ্গিক না হওয়ার কথা।

those questions, or because he was not warned that he was not bound to make such confession, and that evidence of it might be given against him.

প্রশ্ন যে কোন প্রকারের বাক্য প্রয়োগে করা যাউক ঐ প্রশ্নের উত্তর দেওন কালে কিম্বা সে অপরাধ স্বীকার করিতে আবদ্ধ নয় ও ঐ কথার সাক্ষ্য তাহার বিপক্ষে দেওয়া যাইতে পারিবে কেহ তাহাকে এইমতে সতর্ক না করাতে সে অপরাধ স্বীকার করিল, কেবল এই২ কারণে সেই বাক্য অপ্রাসঙ্গিক হয় না ইতি।

31. Whenever evidence is given of a statement containing an admission, evidence must be given of the whole statement, in so far as it relates to the matter in question.

Evidence to be given of the whole of any statement containing an admission.

৩১ ধারা। স্বীকার বাক্য যে উক্তির একাংশ হয়, সেই উক্তির সাক্ষ্য দেওয়া গেলে বিবাদীয় বিষয়ের সঙ্গে সেই উক্তির যত দূর সম্পর্ক থাকে তত দূর সেই সমুদয় উক্তির সাক্ষ্য দিতে হইবে ইতি।

যে উক্তির মধ্যে স্বীকার বাক্য থাকে তৎসমুদয়ের সাক্ষ্য দিবার কথা।

32. Where the statement containing the admission forms part of a conversation or part of an isolated document, or is contained in a document which forms part of a book, or of a connected series of letters or papers, evidence shall be given of so much and no more of the conversation, document, book, or series of letters or papers as the Court considers necessary in that particular case to the full understanding of the nature and effect of the alleged admission, and of the circumstances under which it was made.

What evidence to be given when statement containing admission forms part of a conversation, document, book, or series of letters or papers.

৩২ ধারা। যে উক্তির মধ্যে অপরাধ স্বীকার হয় তাহা যদি কথোপকথনের অঙ্গীভূত কিম্বা পৃথক দলীলের অঙ্গীভূত কিম্বা যে দলীল পুস্তকের কিম্বা পত্র কি লিপিশ্রেণীর একাংশ হয় সেই দলীলের অঙ্গীভূত হইলে সেই বিশেষস্থলে কথিত স্বীকার-বাক্যের ভাব ও ফল ও যে ভাবগতিকে স্বীকার করা গিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিবার নিমিত্তে আদালত ঐ কথোপকথনের কি দলীলের কি পুস্তকের কিম্বা পত্র কি লিপিশ্রেণীর যে অংশ আবশ্যক জ্ঞান করেন সেই অংশের সাক্ষ্য লওয়া যাইবে তদধিকের নয় ইতি।

যে স্বীকার বাক্য উক্তির একাংশ হয় তাহা কথোপকথনের কি দলীলের কি পুস্তকের পত্রশ্রেণীর কি লিপিশ্রেণীর অঙ্গীভূত হইলে যে সাক্ষ্য দিতে হইবে তাহার কথা।

Judgments in other suits when relevant.

অন্য মোকদ্দমার নির্ণয় যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

33. The existence of any judgment, order or decree which, under any provision of the Codes of Civil or Criminal Procedure, prevents any Court from taking cognizance of a suit or holding a trial, is a relevant fact when the question is whether such Court ought to take cognizance of such suit, or to hold such trial.

Provious judgments relevant to bar a second suit or trial.

৩৩ ধারা। মোকদ্দমা বিশেষ আদালতের গ্রাহ্য কিম্বা বিচার করা কর্ত্তব্য কি না এই প্রশ্ন হইলে, দেওয়ানী কি ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের বিধিমতে যে নির্ণয় কি আজ্ঞা কি ডিক্রীদ্বারা সেই আদালতের ঐ মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিতে কিম্বা তাহার অনুসন্ধান লইতে নিষেধ হইয়াছে এমত নির্ণয় কি আজ্ঞা কি ডিক্রী থাকাই প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত ইতি।

দ্বিতীয় মোকদ্দমা কি বিচার নিবারণার্থে পূর্ব্ব নির্ণয় প্রাসঙ্গিক হইবার কথা।

34. Any judgment, order or decree of any competent Court in the exercise of probate, matrimonial, Admiralty or insolvency jurisdiction, which confers upon or takes away from any person any legal character, or which declares any person to be entitled to any such character, or to be entitled to any specific thing, not as against any specified person but absolutely, is a relevant fact when the existence of any such legal character, or the title of any such person to any such thing, is relevant.

Judgments in probate, &c., jurisdiction.

৩৪ ধারা। কোন ব্যক্তির আইনঘটিত কোন পদ থাকা কিম্বা দ্রব্য বিশেষে তাঁহার স্বত্ব থাকা যদি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয়, তবে উপযুক্ত ক্ষমতাবিশিষ্ট কোন আদালত প্রবেট দেওনের কিম্বা বিবাহ বা জাহাজ সম্বন্ধীয় বা ঋণশোধনের অক্ষমতা সম্বন্ধীয় বিচারাধিপত্যক্রমে কোন নির্ণয় কি আজ্ঞা কি ডিক্রী করিয়া সেই ব্যক্তিকে আইনঘটিত সেই পদ প্রদান করিলে কিম্বা তাহার স্থানে সেই পদ হরণ করিলে, কিম্বা কোন ব্যক্তিকে সেই পদের স্বত্ববান প্রকাশ করিলে, কিম্বা তাহাকে নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যক্তির বিপক্ষভিন্ন নিরপেক্ষ ভাবে নির্দ্দিষ্ট কোন বিষয়ের স্বত্ববান প্রকাশ করিলে সেই নির্ণয় কি আজ্ঞা কি ডিক্রী প্রসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয়।

প্রবেটপ্রভৃতির বিচারাধিপত্যসম্পর্কে নির্ণয়ের কথা।

It is a necessary inference from the existence of any such order, judgment or decree that any legal character which it confers accrued at the time when such judgment, order or decree came into operation;

তদ্রূপ কোন নির্ণয় কি আজ্ঞা কি ডিক্রী দ্বারা আইন ঘটিত যে পদ প্রদত্ত হয় সেই নির্ণয় কি আজ্ঞা কি ডিক্রী প্রবল হইবার সময়াবধি ঐ পদ বর্ত্তিল

that any legal character to which it declares any such person to be entitled accrued to that person at the time when such judgment declares it to have accrued to that person ;

that any legal character which it takes away from any such person ceased at the time from which such judgment declared that it had ceased or should cease ;

and that any thing to which it declares any person to be so entitled was the property of that person at the time from which such judgment declares that it had been or should be his property.

ও তদ্দ্বারা উক্ত কোন ব্যক্তিকে আইন ঘটিত যে পদের স্বত্ববান প্রকাশ করা গেল, উক্ত নির্ণয়ে সেই ব্যক্তির সেই পদ বর্ত্তিবার যে সময় প্রকাশ হইল সেই সময়েই তাহার সেই পদ বর্ত্তিল।

ও সেই নির্ণয়ক্রমে উক্ত কোন ব্যক্তির স্থানে আইন-ঘটিত যে পদ হরণ করা যায় নির্ণয়ে তাহার সেই পদ রহিত হইবার যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইল সেই সময়াবধি তাহার সেই পদ রহিত হইল।

ও সেই নির্ণয়ে কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্যের স্বত্ববান প্রকাশ হইলে নির্ণয়ে ঐ সম্পত্তি যে সময়ে তাহার সম্পত্তি বলিয়া প্রকাশ হয় সেই সময়াবধি ঐ সম্পত্তি তাহারই ছিল, পূর্ব্বোক্ত নির্ণয় কি ডিক্রী কি আজ্ঞা হইতেই এই সকল কথা অবশ্যানুভূতি।

Judgments, order or decree between third parties when irrevelant and when not.

তৃতীয় ব্যক্তিদের প্রাপ্ত নির্ণয় কি আজ্ঞা কি ডিক্রী যে সময়ে অপ্রাসঙ্গিক হয় বা না হয় তাহার কথা।

35. Judgments, orders or decrees other than those mentioned in section thirty-four, made in suits between persons other than parties or those through whom they claim or between a party to the suit, and any person who is not a party or the representative in interest of a party, are irrelevant, unless they relate to matters of a public nature, in which case they are relevant, though no inference from them is necessary, or unless the fact that there was such a judgment between such parties, is relevant under some other provision of this Act as to the relevancy of facts.

৩৫ ধারা। ৩৪ ধারার উল্লিখিত নির্ণয় কি আজ্ঞা কি ডিক্রী ছাড়া সেই মোকদ্দমার উভয়পক্ষভিন্ন কিম্বা তাহারা যাহারদের দ্বারা দাওয়া করে তাহারদেরভিন্ন কিম্বা উক্ত মোকদ্দমার একপক্ষ এবং অন্য যে ব্যক্তি একপক্ষ নয় কিম্বা একপক্ষের স্বার্থে স্থলাভিষিক্ত নয় ইহারদের মধ্যে না হইয়া অন্য ব্যক্তিদের মোকদ্দমায় যে নির্ণয় কি ডিক্রী কি আজ্ঞা করা যায়, তাহা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু যদি ঐ নির্ণয়াদি সাধারণ ভাবের বিষয় লইয়া হয়, তবে তাহা প্রাসঙ্গিক কিন্তু তাহাহইতে অনুভূতি করা আবশ্যক নয়, এবং বৃত্তান্তের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ক এই আইনের অন্য কোন বিধানমতে যদি উক্ত উভয় পক্ষের মধ্যে তদ্রূপ নির্ণয় হওয়াই প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয়, তবে তাহা প্রাসঙ্গিক ইতি।

Illustrations.

উদাহরণ।

(a.) A and B separately sue C for a libel which reflects upon each of them. C in each case says, that the matter alleged to be libellous is true, and the circumstances are such that it is probably true in each case, or in neither.

(ক) আনন্দের ও বলরামের নামে অপবাদসূচক কথা প্রকাশ হওয়াতে দুই জনে চন্দ্রের নামে অপবাদের স্বতন্ত্র দুই মোকদ্দমা উপস্থিত করে ঐ দুই মোকদ্দমায় অপবাদ বলিয়া যাহা কথিত হইয়াছে তাহা সত্য চন্দ্র এই উত্তর করে এবং ভাবগতিক দৃষ্টে দুই মোকদ্দমায় সেই কথা সত্য কিম্বা উভয় মোকদ্দমায় অসত্য হওয়ার সম্ভাবনা।

A obtains a decree against C for damages on the ground that C failed to make out his justification. The fact is irrelevant as between B and C.

চন্দ্র আপনার নির্দ্দোষীতার প্রমাণ করিতে না পারাতে আনন্দ তাহার বিপক্ষে হানিপূরণের ডিক্রী পাইলেন। বলরাম ও চন্দ্র এই দুইয়ের মধ্যে সেই বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিক।

(b.) A sues B for trespass on his land. B alleges the existence of a public right of way over the land, which A denies.

(খ) বলরাম আমার ভূমিতে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া আনন্দ তাহার নামে নালিশ করে। বলরাম কহে যে সেই ভূমিতে সাধারণের পথস্বত্ব আছে। আনন্দ তাহা অস্বীকার করে।

The existence of a decree in favour of the defendant in a suit by A against C for a trespass in the same place in which C alleged the existence of the same right of way, is relevant, but the inference that the right of way exists is not necessary.

অন্য মোকদ্দমায় আনন্দ সেই স্থানে অনধিকার প্রবেশ করণাভিযোগে চন্দ্রের নামে নালিশ করে চন্দ্রও সেই পথস্বত্ব থাকার কথা কহিলে তাহার পক্ষে ডিক্রী হইয়াছিল। উক্ত মোকদ্দমায় চন্দ্রের পক্ষে সেই ডিক্রী থাকা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত, কিন্তু সেই পথস্বত্ব আছে এই অনুভূতি করা আবশ্যক নাই।

(c.) A has obtained a decree for the possession of land against B. C. B's son murders A in consequence.

(গ) আনন্দ বলরামের বিরুদ্ধে ভূমির অধিকার পাইবার ডিক্রী পাইয়াছেন। তৎপ্রযুক্ত চন্দ্র নামক বলরামের সন্তান আনন্দকে বধ করে।

The existence of the judgment is relevant, as showing motive for a crime.

ঐ ডিক্রীতে অপরাধের প্রবৃত্তি জনক কারণ দৃষ্ট হয় অতএব ডিক্রী থাকা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

Fraud, collusion, and incompetency of court may be proved.

প্রতারণা ও গণতা ও আদালতের অক্ষমতা প্রমাণ করিবার কথা।

36. Any party to a suit or other proceeding may show that any judgment, order or decree which is relevant under sections thirty-three, thirty-four or

৩৬ ধারা। কোন মোকদ্দমায় কিম্বা অনুষ্ঠানিক অন্য কার্য্যে ৩৩ বা ৩৪ কি ৩৫ ধারামতে নির্ণয় কি আজ্ঞা কি ডিক্রী প্রাসঙ্গিক হইলে ও বিপক্ষ পক্ষের

thirty-five, and which has been proved by the adverse party, was delivered by a Court not competent to deliver it, or was obtained by fraud or collusion.

Statements of third persons when relevant.

When statements of third persons are relevant.

37. Statements, written or verbal, made by any person about any relevant fact are themselves relevant facts, if it appears to the Court from the circumstances of the case that the person making such statements had special means of knowing the truth of that which he asserted, and special motives for not making a false assertion on the subject, and if such statements are corroborated by the conduct of the person making them, or if they refer to facts which are independently proved to be true.

Acts other than statements, done by any person which render probable the existence of any relevant fact are themselves relevant.

Illustrations.

(*a*.) A is accused of murder.

The facts that, soon after the murder, A's mother was seen washing A's clothes and heard to tell A's father that A had told her do so in order to get out stains of blood upon them, is relevant.

(*b*.) A is accused of stealing rupees. The facts that A's intimate friend was heard to say to A's wife,—'A has given me these rupees for you and says you are to hide them,'—and was seen at the same time to give her a bag of rupees, are relevant.

(*c*.) The question is whether a ship was seaworthy when she sailed on a certain voyage.

The facts that the captain, after carefully examining the ship, wrote a letter to his wife saying that he was satisfied of the ship's seaworthiness, and that he afterwards embarked upon the ship with his wife and children, and with property which he did not insure, are relevant.

The washing of the clothes in illustration (*a*), the acceptance and delivery of the bag of rupees in illustration (*b*), and the examination of the ship by the captain and his embarkation on her in illustration (*c*), would be relevant whether any statement was made or not.

When statement by person who is dead or cannot be found, &c., is relevant.

38. Statements, written or verbal, of relevant facts made by a person who is dead, or who cannot be found, or who has become incapable of giving evidence, or whose attendance cannot be procured without an amount of delay or expense which, under the circumstances of the case, appears to the Court unreasonable, are themselves relevant facts in the following cases :—

(1.) When the statement is made by a person, since dead, as to the cause of his death, or as to

দ্বারা প্রমাণীকৃত হইলে সেই ডিক্রীপ্রভৃতি করিবার অক্ষম কোন আদালতের দ্বারা তাহা করা গেল কিম্বা গণ-তাক্রমে কি প্রতারণাক্রমে পাওয়া গেল অন্য পক্ষ ইহা দর্শাইতে পারিবে ইতি।

তৃতীয় ব্যক্তিদের উক্তি প্রাসঙ্গিক হইবার স্থলের কথা।

তৃতীয় ব্যক্তিদের উক্তি প্রাসঙ্গিক হইবার স্থলের কথা।

৩৭ ধারা। কোন ব্যক্তি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত বিষয়ে লিখিত কি বাচনিক উক্তি করিলে, ও ঐ ব্যক্তি যাহা কহে ভাবগতিক বিবেচনায় তদ্বিষয়ের সত্যতা জানিতে তাহার বিশেষ সুযোগ ছিল ও সেই বিষয়ে তাহার মিথ্যা না কহিবার বিশেষ কারণ আছে আদালত ইহা দৃষ্টি করিলে, ও যে ব্যক্তি সেই কথা কহে তাহার আচরণদ্বারা ঐ কথা দৃঢ়ীকৃত হইলে, অথবা স্বতন্ত্র যে বৃত্তান্ত সত্য প্রমাণ হইল ঐ কথা এমত বৃত্তান্ত সম্বন্ধীয় হইলে, সেই কথা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয়।

উক্তিভিন্ন কৃত যে ক্রিয়াদ্বারা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত সম্ভব হয় সেই ক্রিয়াই প্রাসঙ্গিক ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বধাপরাধে অভিযুক্ত হইল।

হত্যার কিঞ্চিৎপরে আনন্দের মা তাহার কাপড় কাচিতেছে দেখা গেল এবং আনন্দ আমাকে রক্তের দাগ উঠাইয়া দিতে কহিয়াছে আনন্দের মা তাহার বাপকে এই কথা কহিল ইহাও শুনা গেল। এই২ বৃত্তান্ত প্রসঙ্গিক।

(খ) আনন্দের নামে টাকা চুরি করিবার অভিযোগ হয়। আনন্দের কোন আত্মীয় আনন্দের স্ত্রীকে একতোড়া টাকা দিয়া কহিল আনন্দ তোমার নিমিত্তে এই টাকা পাঠাইয়া গোপনে রাখিতে কহিয়াছে, ইহা দেখা ও শুনা গেল। এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(গ) কোন জাহাজ কোন স্থানে যাত্রা করণ সময়ে সমুদ্রে যাইবার উপযুক্ত কি না এই প্রশ্ন উপস্থিত হয়।

জাহাজের কাপ্তান জাহাজের তন্ন২ অবস্থানুসন্ধান লইয়া স্ত্রীর নিকট পত্র লিখিয়া কহিলেন যে ঐ জাহাজ সমুদ্রে যাইবার উপযুক্ত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলাম। অপর আপন স্ত্রী সন্তানাদিকে লইয়া এবং সম্পত্তির উপর বিমাপত্র না লইয়া সেই সম্পত্তি জাহাজে দিয়া যাত্রা করিলেন। এই সকল বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ক) উদাহরণে কাপড় কাচিবার ও (খ) উদাহরণে টাকার থলি লইবার ও দিবার কথা এবং (গ) উদাহরণে কাপ্তান কর্ত্তৃক জাহাজের অবস্থানুসন্ধান লওয়ার ও জাহাজে আরোহণ করার উক্তি করা গেলে কি না গেলেও প্রাসঙ্গিক হয়।

মৃত কিম্বা অনুদ্দেশ্য ব্যক্তির উক্তি যে সময়ে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

৩৮ ধারা। কোন ব্যক্তি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের লিখিত কি বাচনিক উক্তি করিয়া মরিলে কিম্বা অনুদ্দেশ্য কিম্বা সাক্ষ্য দিবার অক্ষম হইলে অথবা অনেক সময়হরণ ও অর্থব্যয় না করিয়া তাহাকে উপস্থিত করাইতে পারা না গেলে এবং আদালত বিষয় বুঝিয়া তত কাল বিলম্ব ও তত টাকা খরচ করা অযুক্ত জ্ঞান করিলে ঐ ব্যক্তির উক্তি নিম্নলিখিত স্থলে প্রাসঙ্গিক হয়।

(১) যে ব্যক্তি ঐ কথা কহিয়াছিল তাহার মৃত্যু হইলে ও মোকদ্দমায় মৃত্যুর কারণানুসন্ধান হইলে, সেই

any of the circumstances of the transaction which resulted in his death, in cases in which the cause of that person's death comes into question. Such statements are relevant whether the person who made them was or was not, at the time when they were made, under expectation of death, and whatever may be the nature of the proceeding in which the cause of his death comes into question.

(2.) When the statement was made by such person in the ordinary course of business, and in particular when it consisted of any entry or memorandum made by him in books kept in the ordinary course of business, or in the discharge of professional duty; or of acknowledgments written or signed by him of the receipt of money, goods, securities or property of any kind; or of documents used in commerce written or signed by him, or of the date of a letter or other document usually dated, written or signed by him.

(3.) When the statement gives the opinion of any such person, as to the existence of any public right or custom or matter of general interest, of the existence of which, if it existed, he would have been likely to be aware, and when such statement was made before any controversy as to such right, custom or matter had arisen.

(4.) When the statement relates to the existence of any relationship between persons as to whose relationship the person making the statement had special means of knowledge, and when the statement was made before the question in dispute was raised.

(5.) When the statement relates to the existence of any relationship between persons deceased, and is made in any will or deed relating to the affairs of the family to which any such deceased person belonged, or in any family pedigree, or upon any tombstone, family portrait or other thing on which such statements are usually made, and when such statement was made before the question in dispute was raised.

(6.) When the statement is contained in any deed, will or other document which relates to any such transaction as is mentioned in section sixteen, clause (*a*.)

Illustrations.

(*a*.) The question is whether A was murdered by B.

A dies of injuries received in a transaction in the course of which she was ravished. The question is whether she was ravished by B.

The question is whether A was killed by B under such circumstances that a suit would lie against B by A's widow.

আপন মৃত্যুর যে কারণ কহিয়াছিল কিম্বা যে ব্যাপারের ফলস্বরূপ তাহার মৃত্যু হয় সেই ব্যাপারের আকার প্রকারের যে কথা কহিল সেই কথা কহিবার সময়ে উক্ত ব্যক্তির বাঁচিবার আশা থাকিলে কি না থাকিলেও এবং আনুষ্ঠানিক যে কার্য্যে তাহার মৃত্যুর কারণানুসন্ধান হয় সেই কার্য্যের যে ভাব হউক, ঐ উক্তি প্রাসঙ্গিক হয়।

(২) ঐ ব্যক্তি ব্যবসায়ের নিয়মিত ধারাক্রমে ঐ উক্তি করিলে বিশেষতঃ ব্যবসায়ের নিয়মিত ধারাক্রমে কিম্বা আপন বৃত্তিঘটিত কর্ম্ম নিষ্পাদনকালে যে খাতাবহীপ্রভৃতি রাখিত সেই বহীর লিখিত কোন দফা কিম্বা স্মরণার্থ কথা লইয়া, কিম্বা টাকা কি মাল কি নিদর্শনপত্র বা কোন প্রকারের সম্পত্তি পাইবার যে রসীদ লিখিয়া কি স্বাক্ষর করিয়া দেয় তাহা লইয়া, কিম্বা বাণিজ্য কার্য্যে যে দলীলের ব্যবহার হয় তাহার লিখিত বা স্বাক্ষরিত সেই দলীল লইয়া, কিম্বা সে সচরাচর যে পত্রের কি অন্য দলীলের তারিখ লিখিত কিম্বা যে পত্র কি অন্য দলীল লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিত সেই পত্রাদির তারিখ লইয়া ঐ উক্তি হইলে, সেই উক্তি প্রাসঙ্গিক হয়।

(৩) সাধারণ যে স্বত্ব কি আচার কিম্বা সাধারণের স্বার্থযুক্ত যে বিষয় থাকিলেই ঐ ব্যক্তির সেই বিষয় অবশ্য জ্ঞাত থাকা সম্ভাবনা এমত স্বত্বাদি থাকার বিষয়ে তাহার অভিমত লইয়া ঐ উক্তি হইলে, এবং সেই স্বত্বের কি আচারের কি বিষয়ের কোন বিবাদ উত্থিত হইবার পূর্ব্বে সেই উক্তি করা গেলে, ঐ উক্তি প্রাসঙ্গিক হয়।

(৪) কোন ব্যক্তিদের মধ্যে কুটুম্বিতা থাকিলে যে ব্যক্তি ঐ উক্তি করে সেই কুটুম্বিতা থাকার বিষয়ে তাহার জ্ঞাত হইবার বিশেষ সুযোগ থাকিলে ও বিবাদীয় বিষয় উত্থাত হইবার পূর্ব্বে ঐ কুটুম্বিতার বিষয়ে তাহার উক্তি হইলে সেই উক্তি প্রাসঙ্গিক।

(৫) যে ব্যক্তিরা গত হইয়াছে তাহারদের মধ্য কোন কুটম্বিতা থাকার বিষয়ে ঐ উক্তি হইলে, এবং উক্ত কোন ব্যক্তি যে পরিবারের লোক ছিল সেই পরিবারের বিষয়ব্যাপারঘটিত কোন উইলে কি দলীলে কিম্বা পরিবারের বংশাবলীতে কিম্বা কবরের উপর কোন পাত্র কিম্বা ছবি প্রভৃতি যে দ্রব্যে তদ্রূপ উক্তি হইয়া থাকে তাহাতে ঐ উক্তি করা গেলে এবং বিবাদীয় বিষয় উত্থিত হইবার পূর্ব্বে ঐ উক্তি করা গেলে সেই উক্তি প্রাসঙ্গিক।

(৬) ১৬ ধারার (ক) প্রকরণে যে ব্যাপারের উল্লেখ হইয়াছে তদ্রূপ কোন ব্যাপারঘটিত কোন দলীলে কি উইলে কিম্বা অন্য লেখ্যপ্রসঙ্গে ঐ উক্তি থাকিলে সেই উক্তি প্রাসঙ্গিক।

উদাহরণ।

(ক) আমন্দ বলরামকর্ত্তৃক হত হইয়াছে কি না এই প্রশ্ন হইল।

কোন ব্যাপারে আদরমণীকে অনেক প্রকারে তাড়না করা গিয়াছিল ও সেই ব্যাপারে তাহাকে বলাৎকার করা গেল। বলরাম তাহাকে বলাৎকার করিল কি না এই প্রশ্ন হইল।

আমন্দ যে গতিকে বলরামকর্ত্তৃক হত হয় তদ্বিবেচনায় আমন্দের স্ত্রী বলরামের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারে কি না এই প্রশ্ন হইল।

Statements made by A as to the cause of his or her death, referring respectively to the murder, the rape, and the actionable wrong under consideration are relevant facts.

(*b.*) The question is the date of A's birth.

An entry in the diary of a deceased surgeon, regularly kept in the course of business, stating that, on a given day, he attended A's mother and delivered her of a son, is a relevant fact.

(*c.*) The question is whether A was in Calcutta on a given day.

A statement in the diary of a deceased solicitor, regularly kept in the course of business that, on a given day, the solicitor attended A at a place mentioned in Calcutta for the purpose of conferring with him upon specified business, is a relevant fact.

(*d.*) The question is whether a ship sailed from Bombay harbour on a given day.

A letter written by a deceased member of a merchant's firm by which she was chartered, to their correspondents in London to whom the cargo was consigned, stating that the ship sailed on a given day from Bombay harbour, is a relevant fact.

(*e.*) The question is whether A, a person who cannot be found, wrote a letter on a certain day. The fact that a letter written by him is dated on that day, is relevant.

(*f.*) The question is what was the cause of the wreck of a ship.

A protest made by the captain whose attendance cannot be procured, is a relevant fact.

(*g.*) The question is whether a given road is a public way.

A statement by A, a deceased headman of the village that the road is public, is a relevant fact.

(*h.*) The question is what was the price of grain on a certain day in a particular market. A statement of the price made by a deceased banya in the ordinary course of his business, is a relevant fact.

(*i.*) The question is whether A, who is dead, was the father of B.

A statement by A that B was his son, is a relevant fact.

(*j.*) The question is what was the date of the birth of A.

A letter from A's deceased father to a friend announcing the birth of A on a given day, is a relevant fact.

(*k.*) The question is whether, and when, A and B were married.

An entry in a memorandum book by C, the deceased father of B, of his daughter's marriage with A at a given date, is a relevant fact.

Entry in public record made in performance of duty enjoined by law when relevant.

39. Any entry in any public or other official book, register, or record, stating a relevant fact and made by a public servant in the discharge of his official duty, or by any other person in performance of a duty specially enjoined by the law of the country in

উক্ত হত্যা ও বলাৎকার ও মালিশ করণোপযুক্ত অন্যায় সম্পর্কে আনন্দ কিম্বা আদরমণী আপন মৃত্যুর কারণ বিষয়ে যে উক্তি করে তাহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(খ) আনন্দের কোন তারিখে জন্ম হয় এই প্রশ্ন হইল।

মৃত ডাক্তর আপন কার্য্যের ধারাক্রমে যে রোজনামা রাখিতেন তন্মধ্যে এই কথা লেখা আছে অমুক তারিখে আনন্দের মাকে দেখিতে গিয়া তাহার একটি পুত্র প্রসব করাইলাম এই উক্তি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(গ) নির্দ্দিষ্ট কোন দিনে আনন্দ কলিকাতায় ছিল কি না এই প্রশ্ন হইল।

কোন মৃত উকীল কার্য্যের ধারাক্রমে যে রোজনামা রাখিতেন তন্মধ্যে এই কথা লেখা আছে, অমুক তারিখে নির্দ্দিষ্ট অমুক কার্য্যবিষয়ে আনন্দের সঙ্গে কথাবার্ত্তা করিবার জন্যে কলিকাতা নগরের অমুক স্থানে তাহার নিকট গেলাম। এই কথা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(ঘ) অমুক দিবসে বোম্বাই বন্দরহইতে জাহাজ খুলিয়া যায় কি না এই প্রশ্ন হয়।

ঐ জাহাজের বোঝাই দ্রব্য লণ্ডন নগরের যে ব্যক্তিদের নামে পাঠান যাইতেছে সওদাগরী কুঠীর এক ব্যক্তি তাহাদের নিকট পত্র লিখিয়া কহিয়াছিল যে উক্ত জাহাজ বোম্বাই বন্দরহইতে অমুক দিবসে যাত্রা করিল। পরে সেই ব্যক্তি মরিয়া গেল। এই কথা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(ঙ) আনন্দ নামক অনুদ্দেশ্য কোন ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট দিবে পত্র লিখিয়াছিল কি না এই প্রশ্ন হয়। সেই দিবসে ঐ ব্যক্তি কর্ত্তৃক পত্র লেখা গিয়াছিল এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ছ) জাহাজ ভঙ্গ হইবার কারণ কি, এই প্রশ্ন হইল।

কাপ্তানকে উপস্থিত করা যাইতে পারে না কিন্তু তিনি জাহাজের যাত্রার আপত্তি করিয়াছিলেন এই বৃত্তান্ত প্রসঙ্গিক।

(জ) নির্দ্দিষ্ট অমুক পথ সাধারণের গমনীয় পথ কি না এই প্রশ্ন হয়।

আনন্দ নামক গ্রামের মৃত মণ্ডল মরণের পূর্ব্বে ঐ পথ সাধারণের গমনীয় পথ কহিয়াছিল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ঝ) নির্দ্দিষ্ট দিবসে নির্দ্দিষ্ট হাটে শস্য কি দরে বিক্রয় হইয়াছিল এই প্রশ্ন হইল। কোন মৃত বণিক মরণের পূর্ব্বে আপন ব্যবসায়ের নিয়মিত ধারাক্রমে শস্যের অমুক দর লিখিয়াছে। এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(ট) মৃত আনন্দ বলরামের পিতা কি না এই প্রশ্ন হইল।

বলরাম আমার সন্তান তাহার এই উক্তি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(ঠ) কোন দিনে আনন্দের জন্ম হয় এই প্রশ্ন হইল।

আনন্দের মৃত পিতা কোন বন্ধুর নিকট পত্র লিখিয়া অমুক দিনে আনন্দের জন্ম হয় এই কথা লিখিয়াছিল। ইহা প্রসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

(ড) আদরমণির সহিত বলরামের বিবাহ হইয়াছে কি না ও কখন বিবাহ হয় এই প্রশ্ন হইল।

চন্দ্র নামক আদরমণির মৃত পিতা কোন বহীতে অমুক তারিখে আমার কন্যার সহিত বলরামের বিবাহ হয় এই কথা লিখিয়াছিল, ইহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

৩৯ ধারা। রাজকীয় কিম্বা কার্য্যসংক্রান্ত কোন বহীতে কি রেজিষ্টরে কি লিপিবদ্ধ পত্রে প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তসূচক যে কথা লেখা থাকে

আইনমতে নির্দ্ধারিত কার্য্যসম্পাদনে রাজকীয় লিপিতে যে কথা লেখা থাকে তাহা যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

রাজকীয় কার্য্যকারক আপনার রাজকীয় কার্য্য সম্পাদনক্রমে ঐ কথা লিখিলে,

which such book, register, or record is kept, is itself a relevant fact.

কিম্বা ঐ বহী কি রেজিষ্টর কি লিপিবদ্ধ পত্রাদি যে দেশে রাখা যায় অন্য কোন ব্যক্তি সেই দেশের আইন মতে বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসম্পাদনক্রমে সেই কথা লিখিলে তাহা স্বতই প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত ইতি।

Maps and plans when relevant.

10. Statements of relevant facts made in published maps or charts, or in maps or plans made under the authority of Government, as to matters usually represented or stated in such maps, charts or plans, are themselves relevant facts: Provided that such maps, charts and plans were not made with reference to the proceeding in which they are to be proved.

৪০ ধারা। প্রকাশিত ম্যাপে কি চার্টে কিম্বা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে লিখিত ম্যাপে কি নকুশায় সামান্যতঃ যে বিষয় লিখিত কি ব্যক্ত থাকে সেই২ বিষয়ে ঐ ম্যাপপ্রভৃতির লিখিত প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের যে উক্তি আছে তাহাই প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত। কিন্তু আনুষ্ঠানিক যে কার্য্যে ঐ ম্যাপের কি চার্টের কি নকুশার প্রমাণ করিতে হইবে সেই কার্য্যের উপলক্ষে ঐ ম্যাপপ্রভৃতি প্রস্তুত না হয় ইহা আবশ্যক ইতি।

ম্যাপ ও নকশা যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

Evidence in a formal judicial proceeding when relevant.

41. Evidence given by a witness in a judicial proceeding, or before any person authorised by law to take it, is relevant in a subsequent judicial proceeding, or in a later stage of the same judicial proceeding when the witness is dead or cannot be found, or is incapable of giving evidence, or is kept out of the way by the adverse party, or if his presence cannot be obtained without an amount of delay or expense which, under the circumstances of the case, the Court considers unreasonable:

Provided that the proceeding was between the same parties or their representatives in interest;

that the adverse party in the first proceeding had the right to cross-examine;

that the questions in issue were substantially the same in the first as in the second proceeding.

Explanation.—A criminal trial or enquiry shall be deemed to be a proceeding between the prosecutor and the accused within the meaning of this section, and an enquiry before a Magistrate shall be deemed to be an earlier stage of a judicial proceeding, of which the trial before the Magistrate or the Court of Session are the later stages.

৪১ ধারা। মোকদ্দমাপ্রভৃতির বিচারকালে কিম্বা যে ব্যক্তি আইনমতে সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপন্ন হন তাঁহার সম্মুখে যে সাক্ষী সাক্ষ্য দিল সে মরিলে কিম্বা অনুদ্দেশ্য হইলে কিম্বা সাক্ষ্য দিবার অক্ষম হইলে কিম্বা বিপক্ষ পক্ষের দ্বারা তাহাকে গোপনে রাখা গেলে কিম্বা তাহাকে উপস্থিত করিতে যতকাল বিলম্ব ও যত অর্থব্যয় হয় মোকদ্দমার ভাবগতিক দৃষ্টে আদালতের বিবেচনায় তত কালবিলম্ব ও তত খরচ করা অযুক্ত হইলে, পশ্চাৎ কোন মোকদ্দমায় কিম্বা সেই মোকদ্দমার বিচারকার্য্যের পশ্চাৎ কোন সময়ে ঐ সাক্ষির সেই সাক্ষ্য প্রাসঙ্গিক হয়।

ভূতপূর্ব্ব মোকদ্দমাপ্রভৃতির বিচারকালে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তাহা যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয়।

কিন্তু উক্ত স্থলে ইহা প্রয়োজন, সেই দুই পক্ষ কিম্বা স্বার্থপক্ষে তাহারদের প্রতিনিধিভিন্ন অন্যের মধ্যে উক্ত মোকদ্দমা না হয় এবং

প্রথম মোকদ্দমার প্রতিবাদীর কূট পরীক্ষা করিবার স্বত্ব থাকে এবং

প্রথম মোকদ্দমার ইস্যুতে যে২ প্রশ্ন হয় দ্বিতীয় মোকদ্দমায় ভাবতঃ সেই প্রশ্ন হয়।

ব্যাখ্যা।—অপরাধের বিচার কি অনুসন্ধান কার্য্য এই ধারার অর্থমতে অভিযোক্তার ও অভিযুক্ত ব্যক্তিরমধ্যে আনুষ্ঠানিক কার্য্য বলিয়া জ্ঞান হইবে। মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে যে অনুসন্ধান হয় তাহা বিচার সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্যের পৌর্ব্বিক কার্য্য ও মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা সেশন আদালতের সম্মুখে যে বিচার হয় তাহা মোকদ্দমাপ্রভৃতির পাশ্চাত্য কার্য্য জ্ঞান হইবে ইতি।

Statement as to fact of public nature contained in any Act or Notification of Government, when relevant.

42. When the Court has to form an opinion as to the existence of any fact of a public nature, any statement of it, made in a recital contained in any Act of the Governor General of India in Council, or of the Governors in Council of Madras or Bombay, or of the Lieutenant-Governor in Council of Bengal, or in a notification of the Government appearing in the *Gazette of India*, or in the Gazette of any Local Government or in any printed paper purporting to be the Government Gazette of any colony or possession of the Queen, is a relevant fact.

৪২ ধারা। সাধারণ ভাবের কোন বৃত্তান্ত হওয়ার বিষয়ে আদালতের অভিমত নির্ণয় করিতে হইলে, ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কিম্বা মান্দ্রাজের কি বোম্বাইয়ের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর সাহেবের কিম্বা বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের কোন আইনে কিম্বা ইণ্ডিয়া গেজেটে কি স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্ট গেজেটে কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন উপনিবেশের কি অধিকৃত দেশের যে মুদ্রিতপত্র গবর্ণমেণ্ট গেজেট বলিয়া খ্যাত হয় সেই পত্রে প্রকাশিত কোন জ্ঞাপনীর উল্লিখিত কথায় উক্ত বৃত্তান্তের যে কথা প্রকাশ করা যায় তাহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হইত।

গবর্ণমেণ্টের কোন আইনে কি জ্ঞাপনপত্রে সাধারণ ভাবের বৃত্তান্তবিষয়ক যে উক্তি থাকে তাহা যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

43. When the Court has to decide whether or not a public meeting or public proceeding was held or took place, any statement made by any newspaper that it did take place, is a relevant fact; but statements made by newspapers as to what passed at any such meeting or public proceeding, are irrelevant.

Statements in newspapers as to public meeting, when relevant.

৪৩ ধারা। সাধারণ লোকদের অধিবেশন হইল কি না কিম্বা সাধারণের আনুষ্ঠানিক কার্য্য করা গেল কি না, আদালতের এই কথা নিণয় করিতে হইলে, কি অধিবেশন যে হইয়াছিল কোন সম্বাদপত্রের প্রকাশিত এই উক্তি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয়। কিন্তু সেই অধিবেশনকালে কিম্বা সাধারণের আনুষ্ঠানিক সেই কার্য্যকালে যাহা করা গিয়াছে এতদ্বিষয়ে সম্বাদপত্রের উক্তি অপ্রাসঙ্গিক ইতি

সাধারণের অধিবেশন বিষয়ে সম্বাদপত্রের উক্তি যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

Opinions of third persons when relevant.

তৃতীয় ব্যক্তিদের অভিমত যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

44. When the Court has to form an opinion upon a point of foreign law, science or art, in order to determine any question before it, the opinions upon that point of persons specially skilled in such foreign law, science or art, are relevant facts.

Such persons are called experts.

Opinions of experts.

৪৪ ধারা। আদালতের সম্মুখে যে প্রশ্ন উপস্থিত থাকে তাহা নিণয় করণার্থে যদি ভিন্নদেশীয় আইন কি বিজ্ঞাপন কি বিজ্ঞানগত কোন বিষয়ে আদালতের অভিমত নির্ণয় করা প্রয়োজন, তবে সেই ভিন্ন দেশীয় আইনে ও বিজ্ঞাপনেতে ও বিজ্ঞানে যাঁহারদের বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকে সেই২ বিষয়ে তাঁহারদের অভিমত প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয়।

উক্ত ব্যক্তিদিগকে প্রবীণ বলা যায়।

প্রবীণ ব্যক্তিদের অভিমতের কথা।

Illustrations.

উদাহরণ।

(*a.*) The question is whether the death of A was caused by poison.

(ক) আমন্দ বিষ খাইয়া মরিল কি না এই প্রশ্ন হইল।

The opinions of experts as to the symptoms produced by the poison by which A is supposed to have died, are relevant.

যে বিষে আমন্দের মৃত্যু অনুমান হয় সেই বিষের কি২ লক্ষণ এই বিষয়ে প্রবীণ লোকদের যে অভিমত তাহা প্রাসঙ্গিক।

(*b.*) The question is whether A, at the time of doing a certain act, was by reason of unsoundness of mind incapable of knowing the nature of the act, or that he was doing what was either wrong or contrary to law.

(খ) আমন্দ কোন এক ক্রিয়া করিল কিন্তু সেই সময়ে মনের বিকৃতিপ্রযুক্ত আপন ক্রিয়ার ভাব বুঝিতে ও অন্যায় বা আইনবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছে ইহা জানিতে অক্ষম ছিল কি না, এই প্রশ্ন হইল।

The opinions of experts upon the question whether the symptoms exhibited by A are ordinary symptoms of unsoundness of mind, and whether such unsoundness of mind usually renders persons incapable of knowing the nature of the acts which they do, or of knowing that what they do is either wrong or contrary to law, are relevant.

আমন্দের কার্য্যে যে লক্ষণ দেখা যায় তাহা বিকৃত মনের নিত্য লক্ষণ কি না, এবং তদ্রূপে মনের বিকৃতি হইলে লোক সামান্যতঃ আপনার ক্রিয়ার ভাব বুঝিতে, এবং অন্যায় কি আইনবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছে ইহা জানিতে অক্ষম হইয়া থাকে কি না, এই২ বিষয়ে প্রবীণ ব্যক্তিদের যে অভিমত তাহা প্রাসঙ্গিক।

(*c.*) The question is whether a certain document was written by A. Another document is produced which is proved or admitted to have been written by A.

(গ) কোন দলীল আমন্দের লিখিত কি না, এই প্রশ্ন হইলে অন্য যে দলীল আমন্দের লিখিত বলিয়া প্রমাণ হইল বা স্বীকার করা গেল তাহাও উপস্থিত করা যায়।

The opinions of experts on the question whether the two documents were written by the same or different persons are relevant.

দুই দলীল একি ব্যক্তির না ভিন্ন২ ব্যক্তির লিখিত, এই বিষয়ে প্রবীণ ব্যক্তিদের যে অভিমত তাহা প্রাসঙ্গিক।

45. Facts not otherwise relevant are relevant if they support or are in inconsistent with the opinions of experts.

Facts bearing upon opinions of experts.

৪৫ ধারা। কোন বৃত্তান্ত কারণান্তরে প্রাসঙ্গিক না হইলেও, যদি প্রবীণ ব্যক্তিদের অভিমতের প্রতিপোষক বা অযৌক্তিক হয়, তবে প্রাসঙ্গিক হইবে ইতি।

প্রবীণ ব্যক্তিদের অভিমত সম্পর্কীয় বৃত্তান্তের কথা।

Illustrations.

উদাহরণ।

(*a.*) The question is whether A was poisoned by a certain poison.

(ক) আমন্দ এক বিশেষ প্রকারের বিষ খাইল কি না এই প্রশ্ন হইল।

The fact that other persons who were poisoned by that poison exhibited certain symptoms which experts affirm or deny to be the symptoms of that poison, is relevant.

প্রবীণ লোকেরা সেই প্রকার বিষের যে২ লক্ষণ জানায় বা অগ্রাহ্য করেন অন্য লোক সেই বিষ খাইলে তাহার সেই লক্ষণ দেখা গেল এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(*b.*) The question is whether an obstruction to a harbour is caused by a certain sea wall.

(খ) সমুদ্রতীরে পোস্তা বাঁধা হওয়াতে বন্দরে নৌকাদির পথ সেই পোস্তায় অবরুদ্ধ হয় কি না এই প্রশ্ন হইল।

The fact that other harbours similarly situated in other respects, but where there were no such sea walls, began to be obstructed at about the same time, is relevant.

তত্তুল্য অবস্থাপন্ন অন্য২ বন্দরে পোস্তা বাঁধা না হইলেও সেই সময়ে অবরোধ হইতে লাগিল, এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

Opinion as to handwriting.

46. When the Court has to form an opinion as to the person by whom any document was written or signed, the opinion of any person acquainted with the handwriting of the person by whom it is supposed to be written or signed that it was or was not written or signed by that person, is a relevant fact.

হাতের লিখন বিষয়ে অভিমতের কথা।

৪৬ ধারা। কোন দলীল কাহার হাতে লেখা বা স্বাক্ষর করা গেল, এই বিষয়ে আদালতের অভিমত স্থির করিতে হইলে, যে ব্যক্তির লিখিত ও স্বাক্ষরিত বলিয়া বোধ হয়, তাঁহার হাতের লেখা অন্য যে ব্যক্তি উত্তমরূপে জানে ঐ পত্র উক্ত ব্যক্তির লিখিত কি স্বাক্ষরিত কি না, এই বিষয়ে তাহার অভিমত প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয়।

Explanation.—A person is said to be acquainted with the handwriting of another person when he has seen that person write, or when he has received documents purporting to be written by that person in answer to documents written by himself or under his authority and addressed to that person, or when in the ordinary course of business documents purporting to be written by that person have been habitually submitted to him.

ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে লিখিতে দেখিলে, কিম্বা আপনি কিম্বা আপনার অনুমতিক্রমে সে অন্য ব্যক্তির নামে পত্রাদি লিখিয়া তাহার উত্তরস্বরূপ সেই অন্য ব্যক্তির লিখিত পত্রাদি বলিয়া পত্রাদি পাইলে, কিম্বা ব্যবসায়ের নিয়ত ধারাক্রমে সেই অন্য ব্যক্তির লিখিত পত্র বলিয়া পত্রাদি নিত্য তাহার সম্মুখে অর্পিত হইলে, সে ঐ অন্য ব্যক্তির হাতের লেখা উত্তমরূপে জানে এমত বলা যায়।

Illustration.

উদাহরণ।

The question is whether a given letter is in the handwriting of A, a merchant in London.

কোন পত্র উপস্থিত করা গেলে তাহা লণ্ডনমগরের আনন্দ নামক বণিকের লেখা কি না এই প্রশ্ন হয়।

B is a merchant in Calcutta, who has written letters addressed to A and received letters purporting to be written by him. C is B's clerk, whose duty it was to examine and file B's correspondence. D is B's broker, to whom B habitually submitted the letters purporting to be written by A for the purpose of advising with him thereon.

বলরাম নামক কলিকাতার এক জন বণিক আনন্দের নামে কএক পত্র লিখিয়াছে ও আনন্দের লিখিত পত্র বলিয়া কএক পত্র পাইয়াছে। বলরামের নামে যত পত্র আইসে চন্দ্র নামক তাহার কেরাণী তাহা দেখিয়া নথীতে গাঁথিয়া রাখিত। দীননাথ বলরামের দালাল, আনন্দের লিখিত পত্র বলিয়া যত পত্র আসিত বলরাম দীননাথকে দেখাইয়া সেই পত্রের লিখিত কথার বিষয়ে তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিত।

The opinions of B, C and D on the question whether the letter is in the handwriting of A are relevant, though neither B, C or D ever saw A write.

এই স্থলে বলরাম ও চন্দ্র ও দীননাথ আনন্দকে পত্র লিখিতে কখন না দেখিলেও, সেই পত্র আনন্দের হস্তলিখিত কি না এই বিষয়ে তাহারদের মত প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয়।

Opinion as to existence of right or custom, when relevant.

47. When the Court has to form an opinion as to the existence of any general custom or right, the opinions, as to the existence of such custom or right, of persons who would be likely to know of its existence if it existed, are relevant.

স্বত্ব কি আচার বিষয়ক অভিমত যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

৪৭ ধারা। সাধারণের কোন আচার কি স্বত্ব বিষয়ে আদালতের অভিমত স্থির করা প্রয়োজন হইলে, সেই আচার কি স্বত্ব থাকিলে যে ব্যক্তিদের সেই বিষয় জ্ঞাত হওয়া সম্ভাবনা, সেই আচার কি স্বত্ব থাকার বিষয়ে উক্ত ব্যক্তিদের অভিমত প্রাসঙ্গিক।

Explanation.—The expression 'general custom or right' includes rights common to any considerable class of persons.

ব্যাখ্যা।—'সাধারণের আচার কি স্বত্ব' এই কথার মধ্যে বহু লোকশ্রেণীর কোন সাধারণ স্বত্বও গণ্য ইতি।

Illustration.

উদাহরণ।

The right of the villagers of a particular village to use the water of a particular well is a general right within the meaning of this section.

কোন গ্রামবাসিদের কোন বিশেষ ইদারার জল লইবার যে স্বত্ব আছে এই ধারার অর্থমতে তাহা সাধারণের স্বত্ব।

Opinions as to usages, tenets, &c., when relevant.

48. When the Court has to form an opinion as to—

the usages and tenets of any body of men or family,

আচার বিধি পদ্ধতি বিষয়ক অভিমত যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

৪৮ ধারা। কোন লোকশ্রেণীর কি কুলের আচার ও বিধি বিষয়ে,

the constitution and government of any religious or charitable foundation, or

কিম্বা ধর্ম্মার্থ কি পরোপকারার্থ কার্য্যের সংস্থিতির কি অধ্যক্ষতার বিধি বিষয়ে,

the meaning of words or terms used in particular districts or by particular classes of people,

the opinions of persons having special means of knowledge thereon, are relevant facts.

49. When the Court has to form an opinion as to the relationship of one person to another, the opinion expressed by conduct as to the existence of such relationship of any person who, as a member of the family or otherwise, has special means of knowledge on the subject, is a relevant fact: Provided that such opinions shall not be sufficient to prove a marriage in proceedings under the Indian Divorce Act.

Opinion on relationship when relevant.

Illustrations.

(*a.*) The question is whether A and B were married.

The fact that they were usually received and treated by their friends as husband and wife, is relevant.

(*b.*) The question is whether A was the legitimate son of B. The fact that A was always treated as such by members of the family, is relevant.

50. Whenever the opinion of any living person is relevant, the grounds on which such opinion is based are also relevant.

Grounds of opinion when relevant.

Illustration.

An expert may give an account of experiments performed by him for the purpose of forming his opinion.

PART II.

Of Proof.

Chapter III.—Facts which need not be proved.

51. No evidence need be given of any relevant fact of which the Court will take Judicial notice.

No evidence required of relevant fact judicially noticed.

52. The Court shall take judicial notice of the following facts:—

Facts of which Court must take judicial notice.

(1.) All laws or rules having the force of law now or heretofore in force in any part of British India:

(2.) All public Acts of the Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and all local and personal Acts directed by such Parliament to be judicially noticed:

কিম্বা প্রদেশ বিশেষে কি বিশেষ লোকশ্রেণীর মধ্যে যে ভাষা কি শব্দ চলে তাহার অর্থ বিষয়ে,

আদালতের অভিমত স্থির করা প্রয়োজন হইলে যে ব্যক্তিদের সেই২ বিষয় জ্ঞাত হইবার বিশেষ সুযোগ থাকে, তাহারদের অভিমত প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত ইতি।

৪৯ ধারা। দুই ব্যক্তির পরস্পর কুটুম্বিতা আছে কি না এই বিষয়ে আদালতের অভিমত স্থির করিতে হইলে, সেই পরিবারের লোক হইয়া বা না হইয়াও যে ব্যক্তির সেই বিষয় জ্ঞাত হওয়ার বিশেষ সুযোগ থাকে, এমত ব্যক্তি আচরণদ্বারা ঐ কুটুম্বিতা থাকার বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করে তাহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত। পরন্তু স্ত্রীসম্বন্ধ খণ্ডন করণার্থ ভারতবর্ষীয় আইনমতে যে কার্য্যানুষ্ঠান হয় সেই কার্য্যে উক্ত অভিমত বিবাহ সপ্রমাণ করণার্থে প্রবল নহে ইতি।

কুটুম্বিতা বিষয়ের অভিমত যে স্থলে প্রাসঙ্গিক হয় তাহার কথা।

উদাহরণ।

(ক) আদরমণির সহিত বলরামের বিবাহ হইয়াছে কি না এই প্রশ্ন হইল।

তাহারদের পরিচিত ব্যক্তিরা তাহারদিগকে স্ত্রীপুরুষ জ্ঞানে নিত্য গ্রাহ্য করিত ও সেই জ্ঞানানুসারে তাহারদের প্রতি আচার করিত এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(খ) আনন্দ বলরামের ঔরস সন্তান কি না এই প্রশ্ন হইলে, পরিবারের সকল লোক আনন্দের প্রতি বলরামের ঔরস সন্তান জ্ঞানেআচরণ করিত এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

৫০ ধারা। জীবিত ব্যক্তির অভিমত প্রাসঙ্গিক হইলে তাহার সেই অভিমতের যে মূল কারণ থাকে তাহাও প্রাসঙ্গিক হয় ইতি।

অভিমতের হেতু যেস্থলে প্রাসঙ্গিত হয় তাহার কথা।

উদাহরণ।

প্রবীণ ব্যক্তি আপনার অভিমত স্থির করণার্থে যে দ্রব্যের যদ্রূপ পরীক্ষাদি করিয়াছে তাহার ব্যক্ত করিতে পারিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রমাণের কথা।

৩ পরিচ্ছেদ।—যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করা আবশ্যক নয় তাহার কথা।

৫১ ধারা। আদালত বিচার কার্য্যে প্রাসঙ্গিক যে২ বৃত্তান্ত সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিবেন তাহার সাক্ষ্য দিবার প্রয়োজন নাই ইতি।

বিচারকার্য্যে প্রাসঙ্গিক যে২ বৃত্তান্ত সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান হয় তাহার সাক্ষ্যের অপ্রয়োজনের কথা।

৫২ ধারা। আদালত বিচার কার্য্যে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিবেন।

আদালত যে২ বৃত্তান্ত সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিবেন তাহার কথা।

(১) যে আইন কিম্বা আইনের তুল্য বলবৎ যে বিধি এইক্ষণে কি ইতিপূর্ব্বে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন দেশে প্রবল আছে কি ছিল তাহা।

(২) গ্রেটব্রিটন ও ঐরলণ্ডসংযুক্ত রাজ্যের পারলিমেণ্ট বিচারকার্য্যে স্থানবিশেষের বা ব্যক্তিবিশেষের যে সকল আইন সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিতে আদেশ করেন তাহা।

(3.) Articles of War for Her Majesty's Army or Navy:

(4.) The course of proceeding of the said Parliament and of the Councils for the purpose of making Laws and Regulations established under the Indian Councils' Act, or any other law for the time being relating thereto:

(5.) The accession and the sign manual of the Sovereign for the time being of the United Kingdom of Great Britain and Ireland:

(6.) All seals of which English Courts would take judicial notice. The seals of all the Courts of British India, and of all Courts out of British India, established by the authority of the Governor General in Council:

(7.) The accession to office, names, titles, functions, and signatures of the persons filling for the time being any public office in any part of British India, if the fact of their appointment to such office is notified in the *Gazette of India*, or in the official Gazette of any Local Government:

(8.) The existence, title, and national flag of every State or Sovereign recognized by the British Crown:

(9.) The seals of Courts of admiralty and Maritime Jurisdiction and of Notaries Public:

(10.) The divisions of time, the geographical divisions of the world and public festivals, fasts and holidays notified in the official Gazette:

(11.) The territories under the dominion of the British Crown:

(12.) The commencement, continuance, and termination of hostilities between Her Majesty and any other State or body of persons:

(13.) The names of the members and officers of the Court, and of their deputies and subordinate officers and assistants, and also of all officers acting in execution of its process, and of all advocates, attornies, proctors, vakils, pleaders, and other persons authorised by law to appear or act before it:

(14.) And in the Presidency Towns and Military Cantonments, the rule of the road.

In all these cases, and also on all matters of public history, literature, science or art, the Court may resort for its aid to appropriate books or documents of reference.

If the Court is called upon by any person to take judicial notice of any fact, it may refuse to do so unless and until such person produces any such

(৩) শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্য দলের কিম্বা সামরিক নাবিকদের যুদ্ধসংক্রান্ত আইন।

(৪) উক্ত পারলিমেণ্টের এবং আইন ও ব্যবস্থা করণার্থ ভারতবর্ষীয় মন্ত্রিসভাবিষয়ক আইনমতে স্থাপিত মন্ত্রিসভার কার্য্যানুষ্ঠানের ধারা ও তৎসম্পর্কীয় অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত হয় তাহা।

(৫) যিনি যৎকালে গ্রেট বিটন ও ঐরলণ্ডসংযুক্ত রাজ্যের অধিপতি হন তাঁহার আধিপত্য পদারোহণ ও তদীয় স্বাক্ষর।

(৬) ইঙ্গলণ্ডীয় আদালত বিচারকার্য্যে যে সকল মোহর সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করেন সেই মোহর। ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত সকল আদালতের মোহর এবং ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের আজ্ঞাক্রমে যে সকল আদালত স্থাপিত হয় সেই সকল আদালতের মোহর।

(৭) ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন স্থানে যাঁহারা যে সময়ে কোন রাজকীয় পদভুক্ত হন ইণ্ডিয়া গেজেটে কিম্বা স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্ট গেজেটে তাঁহাদের সেই পদে নিযুক্ত হওয়ার কথা প্রকাশ করা গেলে সেই ব্যক্তিদের পদ গ্রহণ ও তাঁহারদের নাম ও খ্যাতি ও কার্য্য ও স্বাক্ষর।

(৮) ব্রিটনীয় রাজ্যাধিপতি অন্য যে২ অধিকারের কি রাজ্যের সত্তা ও খ্যাতি ও দেশীয় ধ্বজা স্বীকার করেন তাহা।

(৯) যুদ্ধজাহাজের ও সমুদ্রের বিচারাধিপত্যবিশিষ্ট আদালতের ও নোটরি পবলিকের মোহর।

(১০) সময়ের ভাগবিভাগ ও ভূগোলবিদ্যানুসারে ভূবিভাগ এবং রাজকীয় গেজেটে সাধারণের যে পর্ব্ব ও উপবাস ও বন্ধের দিন প্রকাশ করা যায় তাহা।

(১১) ব্রিটনীয় রাজ্যাধিপতির অধীন দেশ।

(১২) অন্যান্য রাজ্যের বা ব্যক্তিদলের সহিত শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সংগ্রামাদি কার্য্যের আরম্ভ ও প্রচলন ও অন্ত।

(১৩) আদালতসংক্রান্ত ব্যক্তিদের ও কর্ত্তৃপক্ষদের ও তাহারদের নাএবদের ও অধীন কর্ম্মকারকদের ও সহকারিদের নাম ও যে সকল কর্ম্মকারক আদালতের আজ্ঞাপত্র সাধনার্থ কার্য্য করে তাহারদের নাম এবং আডবোকেট ও টর্ণি ও প্রক্টর ও উকীল ও পক্ষসমর্থনকারিপ্রভৃতি যে ব্যক্তিরা আইনমতে আদালতে উপস্থিত হইয়া ব্যবহারকার্য্য করিতে অনুমতি পান তাঁহারদের নাম।

(১৪) এবং রাজধানীতে ও সৈন্যাবাস স্থানে পথের বিধি।

উক্ত সকল বিষয়ে এবং সাধারণ ইতিবৃত্ত ও সাহিত্য ও বিদ্যাঘটিত সমস্ত বিষয়ে আদালত স্বীয় সাহায্যার্থে উপযুক্ত পুস্তক কি দলীল দৃষ্টি করিতে পারিবেন।

কোন ব্যক্তি আদালতের নিকট বিচার কার্য্যে কোন বৃত্তান্ত সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিতে প্রার্থনা করিলে, ঐ আদালত তাহা করণার্থে যে পুস্তক কি দলীল দৃ

book or document as it may consider necessary to enable it to do so.

Facts admitted.

53. No fact need be proved in any proceeding which the parties thereto or their agents agree to admit at the hearing, or which they agree to admit before the hearing by any writing under their hands: Provided that, when admissions are made in proceedings under the Code of Criminal Procedure, the Court may in its discretion require the facts admitted to be proved otherwise than by such admissions.

স্বীকৃত বৃত্তান্তের কথা।

৫৩ ধারা। মোকদ্দমা প্রভৃতি শ্রবণ কালে উভয় পক্ষ কিম্বা তাহারদের মোক্তারেরা ঐক্যবাক্য হইয়া কিম্বা শ্রবণের পূর্ব্বে আপনাদের স্বাক্ষরিত লিপি দ্বারা ঐক্যবাক্য হইয়া কোন বৃত্তান্ত স্বীকার করিলে আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্যে সেই বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্য্যে উক্ত বৃত্তান্ত স্বীকার হইলে, আদালত উচিত বোধ করিলে সেই স্বীকৃত বৃত্তান্ত স্বীকার করণভিন্ন প্রকারান্তরে সপ্রমাণ করিবার আদেশ করিতে পারিবেন ইতি।

Chapter IV.—Of primary and secondary evidence.

৪ পরিচ্ছেদ।—মুখ্য ও গৌণ সাক্ষ্যের কথা।

Kinds of evidence.

54. All facts which it is necessary to prove, must be proved either by oral or by documentary, or by material evidence, and such evidence may be either primary or secondary.

দ্বিপ্রকারের সাক্ষ্যের কথা।

৫৪ ধারা। যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করা আবশ্যক বাচনিক বা লিখিত বা দ্রব্যাত্মক সাক্ষ্যদ্বারা তাহার প্রমাণ করিতে হইবে। ঐ সাক্ষ্য মুখ্য বা গৌণ ইতি।

Oral evidence when primary.

55. Oral evidence is primary in relation to all facts other than the existence or contents of any document, or the existence, appearance or condition of any material thing.

বাচনিক সাক্ষ্য যে স্থলে মুখ্য হয় তাহার কথা।

৫৫ ধারা। কোন দলীল যে আছে এই কথা ও তন্মর্ম্ম কিম্বা কোন পদার্থ বস্তু যে আছে এই কথা ও তাহার আকৃতি ও অবস্থাভিন্ন সকল বৃত্তান্ত বিষয়ে বাচনিক সাক্ষ্য মুখ্য ইতি।

Primary evidence as to documents and material things.

56. When the fact to be proved is the existence or contents of any document, or the existence, appearance or condition of any material thing, the document or material thing itself is primary evidence. An oral description, or a copy of the document or material thing, is secondary evidence.

দলীলের ও পদার্থ দ্রব্যের মুখ্য সাক্ষ্যের কথা।

৫৬ ধারা। দলীল যে আছে এই কথা বা তাহার মর্ম্ম কিম্বা পদার্থ কোন দ্রব্য যে আছে এই কথা কি তাহার আকৃতি কি অবস্থারূপ বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে হইলে সেই দলীল কি পদার্থদ্রব্যই মুখ্য সাক্ষ্য। ঐ দলীলের কি পদার্থদ্রব্যের বাচনিক বর্ণনা বা প্রতিলিপি গৌণ সাক্ষ্য হয়।

Explanation.—The word 'copy' includes all documents and all other things which represent to the eye any document or other material thing.

ব্যাখ্যা।—কোন দলীল কিম্বা অন্য পদার্থদ্রব্য পত্রাদি যে সকল দ্রব্যদ্বারা চক্ষুর্গোচর করা যায় প্রতিলিপি শব্দে তাহা গণ্য ইতি।

Documents and material things must be identified.

57. When any document or material thing is produced to the Court, it must be proved to be the document or material thing which it is alleged to be, and if it is a copy, to be a correct copy of that of which it is alleged to be a copy, except in cases in which the Court is directed or authorised to make any presumption as to any such document.

দলীল ও পদার্থদ্রব্য নির্ণয় করিবার আবশ্যকতার কথা।

৫৭ ধারা। কোন দলীল কি পদার্থদ্রব্য আদালতে উপস্থিত করা গেলে, তাহা যে পত্র কি পদার্থদ্রব্য বলিয়া ব্যক্ত হয় প্রকৃত সেই দ্রব্য ইহার প্রমাণ করা আবশ্যক। প্রতিলিপি হইলে যে পত্রাদির প্রতিলিপি বলিয়া ব্যক্ত হয় তাহার যথার্থ প্রতিলিপি ইহার প্রমাণ করা আবশ্যক। কিন্তু স্থলবিশেষে আদালতের প্রতি উক্ত কোন দলীলের বিষয়ে কোন অনুমান করিবার আদেশ কি অনুমতি থাকিলে সেই প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই ইতি।

CHAPTER V.—OF PROOF BY ORAL EVIDENCE.

Oral evidence to be direct.

58. Oral evidence must in all cases whatever be direct. That is to say—

If the fact to be proved is one which could be seen, it must be proved by the evidence of a witness who says that he saw it:

If the fact to be proved is one which could be heard, it must be proved by the evidence of a witness who says that he heard it:

If the fact to be proved is one which could be perceived by any other sense, it must be proved by the evidence of a witness who says that he perceived it by that sense.

This section applies equally to cases in which oral evidence is primary and to cases in which it is secondary, to the proof of facts in issue and to the proof of collateral facts.

Opinions of experts and others, and the grounds on which they are held, must be proved by their own statements.

59. If the fact to be proved is the opinion of any person whose opinion is declared to be a relevant fact by sections forty-four, forty-six, forty-seven or forty-eight, respectively,

or if the fact to be proved is the ground on which any such opinion is held by any such person,

the existence of such opinion and the fact that it is held on such ground must be proved by the evidence of the person himself that he holds that opinion on that ground:

Provided that, if the opinion is relevant under section forty-four, and was expressed in any published treatise, and if the person expressing it is dead or cannot be found, or has become incapable of giving evidence, or cannot be called as a witness without an amount of delay or expense which the Court regards as unreasonable, such opinion, and the grounds on which it was or is entertained, may be proved by the production of such treatise.

CHAPTER VI.—OF PROOF BY DOCUMENTARY EVIDENCE.

Primary evidence to be given to prove contents, &c., of documents, except in certain cases.

60. When the existence, condition, or contents of any document are to be proved, they must be proved by primary evidence, except in the following cases:—

(a) When the original is shown or appears to be in the possession or power of the person against whom the document is sought to be proved or of

৫ পরিচ্ছেদ।—বাচনিক সাক্ষ্যদ্বারা প্রমাণের কথা।

বাচনিক প্রমাণ প্রত্যক্ষ হওয়ার কথা।

৫৮ ধারা। বাচনিক সাক্ষ্য সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ

যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে হইবে তাহা যদি দেখা যাইতে পারে তবে 'আমি দেখিয়াছি' যে সাক্ষী ইহা কহে তাহারই সাক্ষ্যদ্বারা তাহা প্রমাণ করা যাইবে।

যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে হইবে তাহা যদি শুনা যাইতে পারে তবে 'আমি শুনিয়াছি' যে সাক্ষী ইহা কহে তাহারই সাক্ষ্যদ্বারা তাহা প্রমাণ করা যাইবে।

যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে হইবে তাহা অন্য কোন ইন্দ্রীয়দ্বারা গ্রাহ্য হইলে, আমি সেই ইন্দ্রীয়দ্বারা তাহা গ্রাহ্য করিলাম যে সাক্ষী ইহা কহে তাহারই সাক্ষ্যদ্বারা ঐ বৃত্তান্তের প্রমাণ করা যাইবে।

যে স্থলে বাচনিক সাক্ষ্য মুখ্য ও যে স্থলে গৌণ হয় উভয়ের প্রতি এবং ইসুঘটিত ও প্রতিপোষক বৃত্তান্ত এই উভয়ের প্রমাণের প্রতি এই ধারার বিধি বর্ত্তে ইতি।

প্রবীন ব্যক্তি প্রভৃতির অভিমত ও সেই অভিমতের হেতু তাঁহারদের নিজ বাক্যদ্বারা প্রমাণ করিবার কথা।

৫৯ ধারা। ৪৪ বা ৪৬ কি ৪৭ কি ৪৮ ধারামতে কোন ব্যক্তির অভিমত প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত বলিয়া ব্যক্ত হইল, যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে হইবে তাহা সেই ব্যক্তির অভিমত হইলে,

কিম্বা সেই ব্যক্তি যে কারণে সেই অভিমত স্থির করে যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে হইবে তাহা সেই কারণ হইলে,

সেই কারণে সেই ব্যক্তির সেই অভিমত আছে নিজসাক্ষ্যদ্বারা তাহার ঐ কারণে সেই অভিমত থাকার প্রমাণ করিতে হইবে।

পরন্তু সেই অভিমত যদি ৪৪ ধারাক্রমে প্রাসঙ্গিক হয় এবং প্রকাশিত কোন পুস্তকাদিতে ব্যক্ত হইয়া থাকে ও সেই অভিমত প্রকাশক ব্যক্তি যদি গত কিম্বা অনুদ্দেশ্য হয় কিম্বা সাক্ষ্য দিবার অক্ষম হয় কিম্বা তাহাকে উপস্থিত করিতে যত বিলম্ব ও যত অর্থব্যয় হয় যদি আদালতের বিবেচনায় তত কাল বিলম্ব ও তত অর্থব্যয় করা অযুক্ত, তবে সেই পুস্তকাদি উপস্থিত করণদ্বারা সেই অভিমতের প্রমাণ ও তাহা যে২ হেতুতে স্থির করা গিয়াছিল বা স্থির হইয়াছে তাহার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে ইতি।

---

৬ পরিচ্ছেদ।—লিখিত সাক্ষ্যদ্বারা প্রমাণের কথা।

বিশেষ স্থলভিন্ন দলীলের মর্ম্মাদির প্রমাণার্থে মুখ্য সাক্ষ্য দিতে হইবার কথা।

৬০ ধারা। কোন দলীল যে আছে এই কথার ও তাহার অবস্থার কি মর্ম্মের প্রমাণ করিতে হইলে, নিম্নলিখিত স্থলভিন্ন মুখ্য সাক্ষ্যদ্বারা তাহার প্রমাণ করিতে হইবে।

(ক) যে ব্যক্তির বিপক্ষে দলীলের প্রমাণ করিবার চেষ্টা হয় মূলপত্র তাহারই অধিকারে কি ক্ষমতাধীনে কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি আদালতের পরওয়ানার

any person out of reach of or not subject to the process of the Court, or of any person not legally bound to produce it, and when, after the notice mentioned in section sixty-one, such person does not produce it.

(*b.*) When the original has been destroyed or lost, or when the party offering evidence of its contents cannot, for any other reason not arising from his own default or neglect, produce it in reasonable time.

(*c.*) When the original is a record or other document in the custody of a public officer.

(*d.*) When the original is a document of which a certified copy is permitted by this Act or by any other law in force in British India to be given in evidence.

(*e.*) When the originals consist of numerous accounts or other documents which cannot conveniently be examined in Court, and the fact to be proved is the general result of the whole collection.

(*f.*) When the original is of such a nature as not to be easily moveable.

In cases (*a*), (*b*) and (*f*), secondary evidence of the contents of the document is admissible.

In cases (*c*) or (*d*), a certified copy of the document is admissible.

In case (*e*) evidence may be given as to the general result of the documents by any person who has examined them, and who is skilled in the examination of such documents.

61. Secondary evidence of the contents of the documents referred to in section sixty (*a*) shall not be given unless the party proposing to give such secondary evidence has previously given to the party in whose possession or power the document is, such notice to produce it as is prescribed by law; and if no notice is prescribed by law, then such notice as the Court considers reasonable under the circumstances of the case:

Rules as to notice to produce.

Provided that such notice shall not be required in order to render secondary evidence admissible in any of the following cases:—

(1.) When the secondary evidence proposed to be given is a duplicate original, or a counterpart executed by the adverse party.

(2.) When the document to be proved is itself a notice.

(3.) When from the nature of the case the adverse party must know that he will be required to produce it.

বহির্ভূত স্থানে কিম্বা আদালতের পরওয়ানার অনধীন আছে কিম্বা যে ব্যক্তি আইনমতে তাহা উপস্থিত করিতে আবদ্ধ নয় তাহার অধিকারে বা ক্ষমতাধীনে থাকিলে ও ঐ ব্যক্তি ৬১ ধারার উল্লিখিত নোটিস পাইয়াও তাহা উপস্থিত না করিলে,

(খ) মূলপত্র নষ্ট কি অমুদ্দেশ্য হইলে, ও যে পক্ষ ঐ পত্রের মর্ম্মের সাক্ষ্য দিতে উদ্যত হয় সে শৈথিল্য কি ত্রুটিভিন্ন কোন কারণে যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে তাহা উপস্থিত করিতে না পারিলে,

(গ) মূলপত্র রাজকীয় কর্ম্মকারকের রক্ষিত লিপি কি অন্য দলীল হইলে,

(ঘ) মূলপত্র যে প্রকারের দলীল হয় এই আইনদ্বারা কিম্বা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে প্রচলিত অন্য আইনদ্বারা সেই প্রকারের দলীলের সংশিত প্রতিলিপি সাক্ষ্যস্বরূপে দেওয়া যাইতে পারিলে,

(ঙ) অনেক হিসাব খাতা বা অন্য দলীল লইয়া সেই মূলপত্র হইলে ও সেই সকল খাতা ও দলীল সুবিধামতে আদালতে আনা যাইতে না পারিলে ও যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে হইবে তাহা সেই সমুদয় পত্রাদির সার ফল হইলে,

(ছ) যাহা অনায়াসে স্থানান্তর করা যায় না মূলসাক্ষ্য এমন ভাবাপন্ন হইলে।

(ক) (খ) ও (ঙ) প্রকরণের উল্লিখিত স্থলে দলীলের মর্ম্মের গৌণ সাক্ষ্য গ্রাহ্য।

(গ) ও (ঘ) প্রকরণের উল্লিখিত স্থলে দলীলের শংসিত প্রতিলিপি গ্রাহ্য।

(চ) প্রকরণের উল্লিখিত স্থলে সেই প্রকারের দলীল পরীক্ষা করণে যে ব্যক্তির অভ্যাস আছে এমত ব্যক্তি তাহা উত্তমরূপে দৃষ্টি করিয়া ঐ দলীলের সার ফলের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারিবে ইতি।

৬১ ধারা। ৬০ ধারার উপস্থিত করিবার নোটিসের বিধি।

(ক) প্রকরণে যে দলীলের উল্লেখ হইয়াছে, কোন ব্যক্তি তাহার গৌণ সাক্ষ্য দিতে চাহিলে, সেই দলীল যে ব্যক্তির অধিকারে কি ক্ষমতাধীনে থাকে তাহাকে আইনের নির্দ্দিষ্টমতে তাহা উপস্থিত করিবার নোটিস দিবে। আইনে নোটিস নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে মোকদ্দমার গতিক বিশেষে আদালত যে নোটিস যুক্তিমত জ্ঞান করেন সেই নোটিস দিবে। না দিলে ঐ দলীলের মর্ম্মের গৌণ সাক্ষ্য লওয়া যাইবে না।

পরন্তু নিম্নলিখিত কোন স্থলে গৌণ সাক্ষ্য গ্রাহ্য হওয়ার পূর্ব্বে উক্ত প্রকারের নোটিস দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

(১) যে গৌণ সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয় তাহা মূলপত্রের প্রতিরূপ কিম্বা বিপক্ষ পক্ষের সম্পাদিত অনুলিপি হইলে।

(২) যে দলীলের প্রমাণ করিতে হইবে সেই দলীলই নোটিস হইলে।

(৩) বিপক্ষের সেই দলীল উপস্থিত করিতেই হইবে মোকদ্দমার ভাব বিবেচনায় বিপক্ষ ইহা অবশ্য জানিলে,

(4.) When it appears or is proved that the adverse party has obtained possession of the original by fraud or force.

(5.) When the adverse party or his agent has the original in Court.

(6.) When the adverse party or his agent has admitted the loss of the document.

The Court may, whenever it thinks fit, excuse the giving of the notice mentioned in this section.

(৪) বিপক্ষ ব্যক্তি প্রতারণা বা বলক্রমে মূলপত্র হস্তগত করিয়াছে ইহা দৃষ্ট হইলে বা ইহার প্রমাণ হইলে।

(৫) ঐ মূলপত্র আদালতে বিপক্ষ পক্ষের কিম্বা তাহার মোক্তারের নিকট থাকিলে

(৬) বিপক্ষ পক্ষ কিম্বা তাহার মোক্তার ঐ দলীল অনুদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকার করিলে।

আদালত যখন বিহিত বোধ করেন তখন এই ধারার লিখিত নোটিস দেওয়া ক্ষমা করিতে পারিবেন ইতি।

62. If a document is alleged to be signed or to have been written wholly or in part by any person, the signature or the handwriting of so much of the document as is alleged to be in that person's handwriting must be proved to be in his handwriting.

Proof of signature and handwriting of person alleged to have signed or written document produced.

৬২ ধারা। দলীল নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যক্তির স্বাক্ষরিত বলিয়া কিম্বা সম্পূর্ণপত্র কি তাহার এক্বাংশ কোন ব্যক্তির লিখিত বলিয়া কথিত হইলে ঐ স্বাক্ষর তাহারই এবং দলীলের যে অংশ তাহার হস্তলিখিত বলিয়া কথিত হয় তাহা প্রকৃতই তাহার হস্তলিখিত ইহার প্রমাণ করিতে হইবে ইতি।

প্রদর্শিত দলীল অমুকের স্বাক্ষরিত বা লিখিত বলিয়া কথিত হইলে স্বাক্ষরের ও হাতের লেখার প্রমাণের কথা।

63. If a document is required by law to be attested, it shall not be used as evidence until the fact of its execution has been proved by one attesting witness at least, if there be an attesting witness alive, and subject to the process of the Court and capable of giving evidence.

An attested document not required by law to be attested may be proved as if it was unattested.

Proof of execution of document required by law to be attested.

৬৩ ধারা। আইন অনুসারে যদি দলীলে সাক্ষিদের স্বাক্ষর থাকা আবশ্যক, তবে স্বাক্ষরকারিদের মধ্যে ন্যূন কল্পে এক জন সাক্ষী জীবিত থাকিলে এবং আদালতের পরওয়ানা যে স্থানে প্রচলিত হইতে পারে সেই স্থানে থাকিলে ও সাক্ষ্য দিবার সক্ষম হইলে, সেই সাক্ষী ঐ পত্র সম্পাদন হইবার প্রমাণ না করিলে তাহা সাক্ষ্যস্বরূপে ব্যবহার হইবে না।

যে দলীলে সাক্ষিদের স্বাক্ষর করা আইনমতে আবশ্যক নয়, সাক্ষিদের দ্বারা স্বাক্ষরিত না হওয়ার ন্যায় সাক্ষিদের স্বাক্ষরিত ঐ পত্রের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে ইতি।

আইনঅনুসারে যে দলীলে সাক্ষিদের স্বাক্ষর করা প্রয়োজন তাহার স্বাক্ষরের প্রমাণের কথা।

64. If no such attesting witness can be found, or if the document purports to have been executed in the United Kingdom, it must be proved that the attestation of one attesting witness at least is in his handwriting, and that the signature of the person executing the document is in the handwriting of that person.

Proof where no attesting witness found.

৬৪ ধারা। স্বাক্ষরকারি কোন সাক্ষির উদ্দেশ না পাওয়া গেলে, কিম্বা সংযুক্ত রাজ্যের মধ্যে দলীল সম্পাদন হইবার ভাব দেখাইলে স্বাক্ষরকারিদের মধ্যে ন্যূনকল্পে এক জন সাক্ষির স্বাক্ষর তাহার নিজ হাতের লেখা, ও যে ব্যক্তি ঐ পত্র সম্পাদন করে তাহার স্বাক্ষর তাহার নিজ হাতের লেখা আছে এই২ বিষয়ের প্রমাণ করিতে হইবে ইতি।

স্বাক্ষরকারি সাক্ষির উদ্দেশ না পাওয়া গেলে পত্রের প্রমাণের কথা।

65. The admission of a party to an attested document of its execution by himself shall be a relevant fact as against him, though it be a document required by law to be attested.

Admission by party of execution.

৬৫ ধারা। কোন ব্যক্তি সাক্ষিদের স্বাক্ষরিত দলীলে আমি সম্পাদন করিলাম বলিয়া স্বীকার করিলে, আইন অনুসারে সেই দলীলে সাক্ষিদের স্বাক্ষর করা আবশ্যক হইলেও, সেই স্বীকারবাক্য উক্ত ব্যক্তির বিপক্ষে প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হইবে ইতি।

কোন ব্যক্তি পত্র সম্পাদন করিয়াছি বলিয়া স্বীকার করিলে তাহার কথা।

66. If the attesting witness denies or does not recollect the execution of the documents, its execution may be proved by other evidence.

Proof when attesting witness denies the execution.

৬৬ ধারা। দলীল সম্পাদন হইল স্বাক্ষরকারি সাক্ষী এই কথা অস্বীকার করিলে কি তাহা স্মরণ নাই বলিলে, অন্য সাক্ষ্যদ্বারা সেই পত্র সম্পাদনের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে ইতি।

স্বাক্ষরকারি সাক্ষী সেই পত্র সম্পাদন অস্বীকার করিলে প্রমাণের কথা।

67. In order to ascertain whether a signature, writing, or seal is that of the person by whom it purports to have been written or made, any signature, writing, or seal admitted or proved to the satisfaction of the Court to have been written or made by that person may be compared with the one which is to be proved, although that signature, writing or seal has not been produced or proved for any other purpose.

Comparison of handwritings.

The Court may direct any person present in Court to write any words or figures for the purpose of enabling the Court to compare the words and figures so written with any words or figures alleged to have been written by such person.

68. Where any document, purporting or proved to be thirty years old, is produced from any custody which the Court in the particular case considers proper, the Court shall presume that the signature and every other part of such document which purports to be in the handwriting of any particular person is in that person's handwriting, and, in the case of a document executed or attested, that it was duly executed and attested by the persons by whom it purports to be executed and attested.

Documents thirty years old.

Explanation.—Documents are said to be in proper custody if they are in the place in which and under the care of the person with whom they would naturally be; but no custody is improper if it is proved to have had a legitimate origin, or if the circumstances of the particular case are such as to render such an origin probable.

CHAPTER VII.—OF PROOF BY CERTAIN KINDS OF DOCUMENTARY EVIDENCE.

Public documents.

69. The following documents are public documents:—

1. Documents forming the Acts, or records of the Acts—

(1) of the sovereign authority,

(2) of official bodies and tribunals, and

(3) of public officers, legislative, judicial and executive, whether of British India, or of any other part of Her Majesty's dominions, or of a foreign country.

2. Public records kept in British India of private documents.

Private documents.

70 All other documents are private.

৬৭ ধারা। স্বাক্ষর কি লিখন কি মোহর যে ব্যক্তির দ্বারা লেখা কি করা গেল বলিয়া উদ্দিষ্ট হয় প্রকৃত তাহারই স্বাক্ষর কি লিখন কি মোহর ইহা নিশ্চয়মতে জানিবার নিমত্ত, অন্য যে স্বাক্ষর কি লিখন কি মোহর তাহারই লেখা কি করা বলিয়া স্বীকার হইল কিম্বা আদালতের হৃদ্বোধমতে প্রমাণ করা গেল, তাহা অন্য কারণে উপস্থিত বা প্রমাণীকৃত না করা গেলেও উক্ত যে স্বাক্ষরাদির প্রমাণ করিতে হইবে তাহার সঙ্গে তাহা মিলাইয়া দেখা যাইতে পারিবে।

হাতের লেখা মিলাইয়া দেখিবার কথা।

কোন কথা কি অঙ্ক নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির লিখিত বলিয়া কথিত হইলে, আদালত সেই কথার কি অঙ্কের সঙ্গে মিলাইবার নিমিত্ত আদালতে উপস্থিত সেই ব্যক্তিকে অন্য কোন কথা কি অঙ্ক লিখিবার আদেশ করিতে পারিবেন ইতি।

৬৮ ধারা। যে দলীল ত্রিশ বৎসরের লিখিত বলিয়া উদ্দিষ্ট কি প্রমাণীকৃত হয় ও মোকদ্দমাবিশেষ বুঝিয়া আদালতের বিবেচনামতে সেই দলীল যে ব্যক্তির রক্ষণে থাকা উচিত এমত ব্যক্তি তাহা উপস্থিত করিলে, সেই পত্রের স্বাক্ষর ও অন্য সকল ভাগ যে ব্যক্তি বিশেষের লিখিত বলিয়া উদ্দিষ্ট হয় আদালত তাহারই হাতের লেখা বলিয়া অনুমান করিবেন। ও সেই দলীলে সম্পাদকের ও সাক্ষিদের স্বাক্ষর থাকিলে যাহারদের দ্বারা সম্পাদন বা স্বাক্ষর হইল বলিয়া উদ্দিষ্ট হয় তাহারদেরই দ্বারা নিয়মমতে সম্পাদন ও স্বাক্ষর করা গেল এই অনুমান করিবেন।

ত্রিশ বৎসরের দলীলের কথা।

ব্যাখ্যা।—দলীল যথাবিধি স্থানে থাকিলে কিম্বা যথাক্রমে যাহার সংরক্ষণে থাকা উচিত তাহার নিকট থাকিলে উপযুক্ত ব্যক্তির সংরক্ষণে আছে বলা যায়। কিন্তু স্থানান্তরে থাকার ব্যবস্থাসিদ্ধ কারণের প্রমাণ হইলে কিম্বা মোকদ্দমাবিশেষের গতিক বিবেচনায় তদ্রূপ কারণ সম্ভব হইলে যাহার সংরক্ষণে হউক তাহা অনুচিত নয়।

৭ পরিচ্ছেদ।—নির্দ্দিষ্ট প্রকারের লিখিত সাক্ষ্য-দ্বারা প্রমাণের কথা।

প্রকাশদলীলের কথা।

৬৯ ধারা। নিম্নলিখিত দলীল প্রকাশ দলীল হয়।

১। যে দলীল

(১) দেশাধিপতির, কিম্বা

(২) রাজকীয় সমাজদলের ও আদালতের, কিম্বা

(৩) ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর শাসনাধীন অন্য দেশের কিম্বা ভিন্নদেশের ব্যবস্থাপন বা বিচার বা রাজকার্য্য সম্পাদন করণার্থ রাজকীয় কার্য্যকারকদের আইন কি আইনের রিকার্ড হয়।

২। ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে অপ্রকাশ দলীলের যে প্রকাশ রিকার্ড রাখা যায় তাহা ইতি।

অপ্রকাশ দলীলের কথা।

৭০ ধারা। অন্য সকল দলীল অপ্রকাশ ইতি।

71. Every public officer having the custody of a public document, which any person has a right to inspect, shall give that person on demand a copy of it on payment of the legal fees therefor, together with a certificate written at the foot of such copy that it is a true copy of such document or part thereof as the case may be, and such certificate shall be dated and subscribed by such officer with his name and his official title, and such copies so certified shall be called certified copies.

Certified copies of public documents.

৭১ ধারা। যে প্রকাশ লিপি সাধারণ ব্যক্তির দৃষ্টি করিবার স্বত্ব থাকে সেই ব্যক্তি আইনমতে তাহার ফী দিয়া তাহা পাইবার প্রার্থনা করিলে, ঐ দলীল রাজকীয় যে কার্য্যকারকের সংরক্ষণে থাকে তিনি সেই ব্যক্তিকে ঐ পত্রের প্রতিলিপি দিবেন ও সেই প্রতলিপি ঐ পত্রের কিম্বা বিষয় বিশেষে তদংশের যথার্থ প্রতিলিপি আছে ঐ প্রতিলিপির তলভাগে এই মর্ম্মের শংসিত লিপি দিবেন, সেই শংসিত লিপিতে উক্ত কার্য্যকারক তারিখ ও আপন নাম ও পদের খ্যাতি স্বাক্ষর করিবেন। ও তদ্রূপে শংসিত সেই প্রতিলিপি শংসিত প্রতিলিপি নামে খ্যাত হইবে ইতি।

প্রকাশ দলীলের শংসিত প্রতিলিপির কথা।

72. Such certified copies may be produced in proof of the contents of the public documents or parts of the public documents of which they purport to be copies.

Production of such copies.

৭২ ধারা। সেই শংসিত প্রতিলিপি যে প্রকাশ দলীলের কিম্বা তদংশের প্রতিলিপি বলিয়া উদ্দিষ্ট হয় তাহার মর্ম্মের প্রমাণে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে ইতি।

সেই প্রতিলিপি উপস্থিত করিবার কথা।

73. The Court shall presume every document purporting to be a certificate, certified copy, or other document which is by law declared to be admissible as evidence of any particular fact, to be genuine: Provided that such paper is substantially in the form and purports to be executed in the manner directed by law in that behalf. The Court shall also presume that any officer by whom any such paper purports to be signed or certified held, when he signed it, the official character which he claims in such paper.

Presumption as to genuineness of certified copies.

৭৩ ধারা। শংসিতপত্র ও শংসিত প্রতিলিপি ও অন্য যে দলীল আইনমতে কোন বিশেষ বৃত্তান্তের সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল, আদালত তদ্রূপ উদ্দিষ্ট প্রত্যেক পত্র প্রকৃত বলিয়া অনুমান করিবেন। কিন্তু আইনেতে যে পাঠে ও যে মর্ম্মানুসারে সেই পত্র লিখিবার আজ্ঞা থাকে উক্ত দলীল যেন বস্তুতঃ সেই পাঠে ও সেই মর্ম্মানুসারে লেখা থাকে। আরো উক্ত কোন দলীল যে কার্য্যকারকের স্বাক্ষরিত কিম্বা শংসিত বলিয়া উদ্দিষ্ট হয় তিনি উক্ত পত্রে স্বাক্ষর করণ কালে রাজকীয় যে পদ উল্লেখ করিলেন তাঁহার তৎকালে সেই পদ ছিল আদালত ইহার অনুমান করিবেন ইতি।

শংসিতপ্রতিলিপি প্রকৃত বলিয়া অনুমান হইবার কথা।

74. Whenever any document is produced before any Court purporting to be a record or memorandum of the evidence or any part of the evidence given by a witness in a judicial proceeding or before any officer authorized by law to take such evidence, and purporting to be signed by any Judge or Magistrate or by any such officer as aforesaid, the Court shall presume—

that the document is genuine, that the statements purporting to be made by the person signing it are true, and that such evidence was duly taken.

Presumptions on production of record of evidence.

৭৪ ধারা। বিচার কার্য্যসংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কিম্বা আইনমতে সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপন্ন কোন কার্য্যকারকের সম্মুখে সাক্ষির দত্ত সেই সাক্ষ্যের কি তদংশের লিপিবদ্ধ পত্র কি মর্ম্মাত্মকপত্র বলিয়া, কোন দলীল জজ কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত কোন কার্য্যকারকের স্বাক্ষরিত বলিয়া, কোন আদালতে উপস্থিত করা গেলে, আদালত এই অনুমান করিবেন, যে

ঐ দলীল প্রকৃত, ও যে ব্যক্তি তাহাতে স্বাক্ষর করেন তাঁহার উক্তি বলিয়া যে কথা উদ্দিষ্ট হয় তাহা সত্য ও সেই সাক্ষ্য নিয়মিতরূপে লওয়া গেল ইতি।

লিপিবদ্ধ সাক্ষ্য উপস্থিত করা গেলে অনুমানের কথা।

75. The Court shall presume that every document called for and not produced after notice to produce was attested, stamped and executed in the manner required by law.

Presumption as to due execution, &c., of documents not produced.

৭৫ ধারা। দলীল উপস্থিত করিবার আদেশ হইলে ও উপস্থিত করিবার নোটিস দেওয়া গেলে পর উপস্থিত না করা গেলে তাহা আইনের নির্দ্দিষ্টমতে সাক্ষিদের দ্বারা স্বাক্ষরিত হইল ও ইষ্টাম্প করা গেল ও সম্পাদিত হইল, আদালত এই অনুমান করিবেন ইতি।

দলীল উপস্থিত না করা গেলে তাহার উচিতমতে সম্পাদনাদি হইবার অনুমানের কথা।

76. The Court shall presume the genuineness of every document purporting to be the *London Gazette*, or the *Gazette of India*, or the Government Gazette of any Local Government, or of any colony, dependency or possession of the British Crown, or to be a newspaper or journal, or to be a copy of a private Act of Parliament printed by the Queen's Printer.

Presumption as to Gazettes.

৭৬ ধারা। লণ্ডন গেজেট কিম্বা ইণ্ডিয়া গেজেট কিম্বা স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্টের কিম্বা ব্রিটনীয় রাজ্যাধিপতির কোন উপনিবেশের কিম্বা অধীন কি অধীকৃত দেশের গবর্ণমেণ্ট গেজেট কিম্বা সম্বাদপত্র কি দৈনিক পত্র কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রিণ্টরকর্ত্তৃক মুদ্রিত পারলিমেণ্টের বিশেষ আইনের প্রতিলিপি বলিয়া যে দলীল উদ্দিষ্ট হয় আদালত সেই প্রত্যেক প্রকৃত দলীল বলিয়া অনুমান করিবেন ইতি।

গেজেটের বিষয়ে অনুমানের কথা।

77. The Court shall presume the genuineness of every book purporting to be printed or published under the authority of the Government of any country, and to contain any of the laws of that country,

and of every book purporting to contain reports of decisions of the Courts of such country,

and the Court may infer from the statements contained in such books, or in any books, proved to be usually referred to by the Courts of the country as authoritative, that the laws which they assert to exist do exist.

Presumption as to collections of laws and reports of decisions.

৭৭ ধারা। কোন পুস্তকে কোন দেশের কোন আইন আছে ও তাহা ঐ দেশের গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত কি প্রকাশিত হইল বলিয়া উদ্দিষ্ট হইলে,

এবং কোন পুস্তক ঐ দেশের আদালতের নিষ্পত্তির রিপোর্ট বলিয়া উদ্দিষ্ট হইলে আদালত তাহা প্রকৃত বলিয়া অনুমান করিবেন।

এবং সেই পুস্তকের উল্লিখিত ও সেই দেশের আদালত অন্য পুস্তক মান্য বলিয়া নিয়ত তাহার বচন উল্লেখ করিয়া থাকেন সপ্রমাণ হইলে সেই পুস্তকের উল্লিখিত উক্তিদ্বারা অমুকং আইনের প্রবল থাকা ব্যক্ত হইলে আদালত ঐ আইন প্রবল আছে অনুমান করিবেন ইতি।

আইনসংগ্রহের ও নিষ্পত্তির রিপোর্টের বিষয়ে অনুমানের কথা।

78. The Court may in its discretion presume that any book to which it may refer for information on matters of public or general interest, and that any published map or chart, the statements of which are relevant facts, and which is produced for its inspection, was written and published by the person, and at the time and place by whom or at which it purports to have been written or published.

Presumption as to books and maps.

৭৮ ধারা। আদালত রাজকীয় কিম্বা সাধারণের স্বার্থসংক্রান্ত বিষয়ের সন্ধান জানিবার জন্যে যে পুস্তকে দৃষ্টি করেন, এবং প্রকাশিত যে ম্যাপের কি চার্টের কথা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হয় ও আদালতের দেখিবার জন্যে উপস্থিত করা যায় সেই পুস্তক ও ম্যাপাদি যে ব্যক্তিদ্বারা যে স্থানে যে সময়ে লিখিত কি প্রকাশিত হইল বলিয়া উদ্দিষ্ট হয়, সেই পুস্তকাদি সেই ব্যক্তিদ্বারা সেই সময়ে সেই স্থানে প্রকাশিত হইল আদালত আপন বিবেচনামতে এই অনুমান করিবেন ইতি।

পুস্তকের ও ম্যাপের বিষয়ে অনুমানের কথা।

79. The Court shall presume that photographs, machine copies and other representations of material things produced by any process affording a reasonable assurance of correctness correctly represent their objects, and that a message forwarded from a telegraph office to the person to whom such message purports to be addressed corresponds with a message delivered, or caused to be delivered, for transmission by the person by whom the message purports to be sent.

Presumption as to photographs, machine copies and telegraphic messages.

৭৯ ধারা। ফটগ্রাফ ও কলদ্বারা কৃত প্রতিলিপি এবং অন্য যে প্রক্রিয়ারদ্বারা পদার্থ দ্রব্যের প্রকৃত প্রতিবিম্ব পাইবার যুক্তিমত অনুবোধ হয় তদ্দ্বারা যে প্রতিবিম্ব করা যায় আদালত তাহা যথার্থ বলিয়া অনুমান করিবেন। এবং টেলিগ্রাফ আফিসহইতে কোন ব্যক্তির নামে বার্ত্তা আইল বলিয়া ঐ ব্যক্তির নিকট পাঠান গেলে, যে তাহা পাঠাইলেন গেল তিনি যে বার্ত্তা দিলেন বা দেওয়াইলেন ঐ বার্ত্তা তাহার সঙ্গে মিলে আদালতের এমত অনুমান হইবে ইতি।

ফটগ্রাফ ও কলদ্বারা কৃত প্রতিলিপি ও টেলিগ্রাফেরদ্বারা প্রেরিত বার্ত্তা বিষয়ে অনুমানের কথা।

80. The Court shall presume that maps or plans purporting to be made by the authority of Government were so made, and are accurate; but maps or plans made for the purposes of any cause must be proved to be accurate.

Proof of maps made for purposes of any cause.

৮০ ধারা। যে ম্যাপ কি নকশা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে করা যায় তাহা সেই আজ্ঞামতে করা গেল ও তাহা পরিশুদ্ধ আছে আদালতের এমত অনুমান হইবে। কিন্তু কোন মোকদ্দমার উপলক্ষে যে ম্যাপ কি নকশা করা যায় তাহার শুদ্ধতার প্রমাণ করিতে হইবে ইতি।

কোন কার্য্যের নিমিত্ত যে ম্যাপ করা যায় তাহার প্রমাণের কথা।

81. The Court shall presume that every document purporting to be a power of attorney, and to have been executed before and authenticated by a notary public, or any Court, Judge, Magistrate, British Consul or Vice-Consul, or representative of Her Majesty or of the Government of India, was so executed and authenticated.

Presumption as to powers of attorney.

৮১ ধারা। মোক্তারনামা বলিয়া কোন দলীল নোটরি পবলিকের কিম্বা কোন আদালতের কি জজ কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা ব্রিটনীয় কনসলের কি প্রতিনিধি কনসলের কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কি ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি কর্ত্তার সম্মুখে সম্পাদন করা গেল ও তৎকর্ত্তৃক সত্যাকৃত হইল বলিয়া উপস্থিত করা গেলে, তাহা উক্ত প্রকারে সম্পাদিত ও সত্যাকৃত হইল আদালতের এমত অনুমান হইবে ইতি।

মোক্তারনামা বিষয়ক অনুমানের কথা।

82. When any document is produced to any Court purporting to be a document which, by the law in force for the time being in England or Ireland, would be admissible in proof of any particular in any Court of Justice in England or Ireland without proof of the seal or stamp or signature authenticating it, or of the judicial or official character claimed by the person by whom it purports to be signed, the Court shall presume that such seal, stamp or signature is genuine, and that the person signing it held at the time when he signed it the judicial or official character which he claims,

Presumption as to documents admissible in England without proof of seal or signature.

৮২ ধারা। ইঙ্গলণ্ডে কি ঐরলণ্ডে যৎকালে যে আইন প্রচলিত হয় তদনুসারে দলীলে যে মোহর কি ইষ্টাম্পথাকে কিম্বা যথার্থ বলিয়া তাহাতে যে স্বাক্ষর দেওয়া যায় তাহার প্রমাণ না লইয়া ও তাহাতে যে ব্যক্তির স্বাক্ষর উদ্দিষ্ট হয় তিনি আপনার যে পদ ব্যক্ত করিয়াছেন আদালত সংক্রান্ত কিম্বা রাজকার্য্যঘটিত তাঁহার সেই পদের প্রমাণ না লইয়া ইংলণ্ডের কিম্বা ঐরলণ্ডের কোন আদালতে কোন বিশেষ বাক্যের প্রমাণে সেই দলীল উপস্থিত করা যাইতে পারে এমত দলীল বলিয়া কোন দলীল কোন আদালতে উপস্থিত করা গেলে, উক্ত মোহর কি ইষ্টাম্প কি স্বাক্ষর প্রকৃত আছে ও যে ব্যক্তি তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন তিনি আদালত কি রাজসংক্রান্ত যে পদবিশিষ্ট বলিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন তৎকালে তাঁহার সেইপদ ছিল আদালতের এমত অনুমান হইবে,

ইঙ্গলণ্ডে মোহরের কিম্বা স্বাক্ষরের প্রমাণ ভিন্ন যে দলীল গ্রাহ্য হয় তদ্বিষয়ক অনুমানের কথা।

and the document shall be admissible for the same purpose for which it would be admissible in England or Ireland.

এবং ইঙ্গলণ্ডে ও ঐরলণ্ডে ঐ দলীল যে কার্য্যের নিমিত্তে গ্রাহ্য হইত সেই কার্য্যের নিমিত্ত গ্রাহ্য হইবে ইতি।

83. The Court may in its discretion presume that any document purporting to be a certified copy of any judicial record of any country not forming part of Her Majesty's dominions is genuine and accurate, if the document purports to be certified in any manner commonly in use in that country for the certification of copies of judicial records.

Presumption as to certified copies of foreign judicial records.

৮৩ ধারা। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর শাসিত দেশের অন্তর্গত দেশভিন্ন কোন দেশের আদালতের কোন কাগজ পত্রের শংসিত প্রতিলিপি বলিয়া কোন দলীল উদ্দিষ্ট হইলে, তদ্দেশে আদালতের কাগজপত্র শংসিত করিবার যে রীতি চলন আছে ঐ দলীল সেই রীতিমতে শংসিত হইয়াছে বলিয়া উদ্দিষ্ট হইলে আদালত আপনার বিবেচনামতে সেই দলীল প্রকৃত ও পরিশুদ্ধ বলিয়া অনুমান করিবেন ইতি।

ভিন্নদেশীয় আদালতের কাগজ পত্রের শংসিত প্রতিলিপি বিষয়ক অনুমানের কথা।

84. An uncertified copy of any judicial record may be produced in order to prove the contents of the record upon proof—

(1) that the copy produced has been compared by the witness with the original, and is an exact transcript of the whole of it;

(2) that such original was in the custody of the legal keeper of the same; and

(3) if the copy purports to be signed by the legal keeper of the original, or sealed with the seal of the Court, that such signature or seal is genuine,

Production of uncertified copies of judicial records.

৮৪ ধারা। ১। যে প্রতিলিপি উপস্থিত করা গেল সাক্ষী মূলপত্রের সঙ্গে তাহা মিলাইয়া দেখিয়াছে ও তাহা ঐ সম্পূর্ণপত্রের অবিকল প্রতিলিপি আছে।

২। যে ব্যক্তি ঐ মূলপত্র রাখিবার বৈধমতে রক্ষক তাহা তাঁহার রক্ষণে ছিল। ও

৩। মূলপত্র বৈধমত উক্ত রক্ষকের স্বাক্ষরিত কিম্বা আদালতের মোহরে মোহরাঙ্কিত বলিয়া উদ্দিষ্ট হইলে সেই স্বাক্ষর বা মোহর প্রকৃত আছে।

এই২ বিষয়ের প্রমাণ হইলে আদালতসংক্রান্ত কোন কাগজপত্রের মর্ম্মের প্রমাণ করণার্থে সেই কাগজপত্রের অশংসিত প্রতিলিপি উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

আদালত সংক্রান্ত কাগজপত্রের অশংসিত প্রতিলিপি উপস্থিত করিবার কথা।

Proof of other official document.

85. Other official documents may be proved as follows:—

রাজ কার্য্যসংক্রান্ত অন্য২ দলীলের প্রমাণের কথা।

৮৫ ধারা। রাজকীয় অন্য২ দলীলের প্রমাণ নিম্নলিখিতমতে করা যাইবে।

(1.) Acts, orders or notifications of the Executive Government of British India in any of its departments, or of any Local Government or any department of any Local Government,

by the records of the departments, certified by the heads of those departments respectively,

or by any document purporting to be printed be order of any such Government:

(2.) The proceedings of the legislatures,

by the journals of those bodies respectively or by published Acts or abstracts, or by copies purporting to be printed by order of Government:

(3.) Proclamations, orders or regulations issued by Her Majesty or by the Privy Council, or by any department of Her Majesty's Government,

by copies or extracts contained in the *London Gazette*, or purporting to be printed by the Queen's Printer:

(4.) The Acts of the executive or the proceedings of the legislature of a foreign country,

by journals pulished by their authority, or commonly received in that country as such, or by a copy certified under the seal, of the country or sovereign, or by a recognition thereof in some public Act of the Governor General of India in Council:

(5.) The proceedings of a municipal body in British India,

by a copy of such proceedings certified by the legal keeper thereof, or by a printed book purporting to be published by the authority of such body:

(6.) Documents of any other class,

by the original, or by a copy certified by the legal keeper thereof:

(7.) Documents of any other class in a foreign country,

by the original, or by a copy certified by the legal keeper thereof, with a certificate under the seal of a notary public or of a British Consul or diplomatic agent, that the copy is duly certified by the officer having the legal custody of the original, and upon proof of the character of the document according to the law of the foreign country.

(১) ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের কর্ত্তৃত্বকার্য্য সম্পাদনের গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মবিভাগের কিম্বা স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্টের কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্ম বিভাগের আইনের কি আজ্ঞার কি জ্ঞাপনপত্রের প্রমাণ

ঐ২ কর্ম্ম বিভাগের প্রধান কর্ম্মকারকদের শংসিত ঐ২ কর্ম্মবিভাগের রিকার্ডের দ্বারা,

কিম্বা উক্ত কোন গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে মুদ্রিত বলিয়া কোন দলীলেরদ্বারা করা যাইবে।

(২) ব্যবস্থাপ্রণেতাদের আনুষ্ঠানিক কার্য্যের প্রমাণ

ঐ২ কর্ম্মকারকদের কার্য্যের বর্ণনাপত্রদ্বারা কিম্বা প্রকাশিত আইনের কি তাহার সারাংশের কিম্বা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে মুদ্রিত বলিয়া প্রতিলিপিদ্বারা করা যাইবে।

(৩) শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কিম্বা প্রিবি কৌনসেলের কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর গবর্ণমেণ্টের কোন বিভাগের প্রচারিত ঘোষনাপত্র কি আজ্ঞা কি বিধানের প্রমাণ

লণ্ডন গেজেটে প্রকাশিত কিম্বা মহারাণীর প্রিণ্টরের দ্বারা মুদ্রিত বলিয়া প্রতিলিপির কি উদ্ধৃত কথার দ্বারা করা যাইবে।

(৪) ভিন্ন দেশের কর্ত্তৃত্বকার্য্য সম্পাদকদের আইনের কিম্বা ব্যবস্থা প্রণেতৃগণের আনুষ্ঠানিক কার্য্যের প্রমাণ

তাহারদের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত পত্রাদির কিম্বা তদ্দেশে তাঁহারদের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত বলিয়া যে পত্রাদি গৃহীত হইয়া থাকে তদ্দ্বারা কিম্বা তদ্দেশের বা তদ্দেশীয় রাজার মোহরে শংসিত প্রতিলিপি দ্বারা, কিম্বা ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কোন প্রকাশ আইনেতে স্বীকৃত হওন দ্বারা করা যাইবে।

(৫) ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত মুনিসিপল অর্থাৎ নগরসম্বন্ধীয় সমাজের আনুষ্ঠানিক কার্য্যের প্রমাণ,

ঐ অনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিবরণের প্রতিলিপি ঐ কার্য্যবৃত্তান্তের আইনমত রক্ষকের দ্বারা শংসিত হইলে সেই প্রতিলিপির দ্বারা, কিম্বা ঐ সমাজের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত হইল বলিয়া কোন মুদ্রিত পুস্তক দ্বারা করা যাইবে।

(৬) অন্য কোন প্রকারের দলীল,

মূল পত্রদ্বারা কিম্বা মূলপত্রের আইনমত রক্ষকের শংসিত প্রতিলিপিদ্বারা সপ্রমাণ করা যাইবে।

(৭) ভিন্ন দেশীয় অন্য কোন প্রকারের দলীল,

মূলপত্রদ্বারা, কিম্বা মূলপত্র আইনমতে যে কার্য্যকারকের রক্ষণে থাকে তৎকর্ত্তৃক নিয়মিতরূপে শংসিত প্রতিলিপি হইয়াছে ঐ নোটরি পবলিকের কিম্বা ব্রিটনীয় কনসলের কিম্বা রাজদূতস্বরূপ কর্ম্মকারকের মোহরাঙ্কিত এই মর্ম্মের শংসিতপত্র সহিত উক্ত আইনমত রক্ষকের শংসিত প্রতিলিপিদ্বারা, এবং ভিন্ন দেশীয় ব্যবস্থামতে দলীলের ভাবের প্রমাণক্রমে সপ্রমাণ করা যাইবে ইতি।

CHAPTER VIII.—OF MATERIAL EVIDENCE NOT DOCUMENTARY.

Evidence of material things not documentary.

86. The existence, appearance and condition of material things other than documents must be proved by primary evidence,

but the Court may, if it thinks fit, excuse the production of any material thing other than a document, and admit secondary evidence as to its existence, appearance or condition.

Secondary evidence of such things when producible.

87. When the absence of any material thing other than a document can be accounted for to the satisfaction of the Court, or when its production would be impossible, inconvenient, indecent or repugnant to religious feeling or the custom of the country, secondary evidence may be given of its existence, appearance or condition.

Illustrations.

Secondary evidence may be given of the existence and condition—

of anything shown to have been lost, destroyed or altered,

of any immovable property,

of very large or heavy moveable objects, such as ships, boats or railway carriages,

of a dead body, or of wounds upon a living person,

of idols or other things held sacred.

Proof required when material objects other than documents produced for inspection.

88. When any material thing other than a document is produced for the inspection of any Court, the fact that it is the object, the existence, appearance or condition of which is to be proved, or, if it is a copy or representation, the fact that it represents the original correctly, must be proved.

CHAPTER IX.—OF THE EXCLUSION OF ORAL BY DOCUMENTARY EVIDENCE.

Evidence of terms of written contract.

89. When the terms of a contract, or of a grant, or of any other disposition of property, other than a testamentary disposition thereof, have been reduced to the form of a document, and in all cases in which any matter is required by law to be reduced to the form of a document, no evidence shall be given in proof of the terms of such contract, grant or other disposition of property, or of such matter, except the document itself, or secondary evidence of its contents in cases in which secondary evidence is admissible under the provisions hereinbefore contained.

৮ পরিচ্ছেদ।—লিখিত সাক্ষ্যভিন্ন দ্রব্যাত্মক সাক্ষ্যের কথা।

লিখিতসাক্ষ্যভিন্ন দ্রব্যাত্মক সাক্ষ্যের কথা।

৮৬ ধারা। দলীলভিন্নঅন্য দ্রব্যের সত্তার ও আকারের ও অবস্থার প্রমাণ মুখ্যসাক্ষ্য দ্বারা করিতে হইবে

কিন্তু আদালত বিহিত বোধ করিলে দলীলভিন্ন অন্য দ্রব্যের উপস্থিত করা ক্ষমা করিয়া ঐ দ্রব্যের সত্তার ও আকারের ও অবস্থার গৌণ সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন ইতি।

তদ্রূপ দ্রব্যের গৌণসাক্ষ্য যে স্থলে গ্রাহ্য হইতে পারিবে তাহার কথা।

৮৭ ধারা। দলীলভিন্ন কোন দ্রব্য আদালতের হুদ্দে ধমতে উপস্থিত না করিবার কারণ প্রকাশ করা যাইতে পারিলে, অথবা তাহা উপস্থিত করা অসাধ্য কি অসুবিধা কিম্বা লজ্জাকর বা ধর্ম্মজ্ঞানের বা দেশাচারের বিরুদ্ধ হইলে, ঐ দ্রব্যের সত্তার কি আকারের কি অবস্থার গৌণ সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে ইতি।

উদাহরণ।

কোন দ্রব্য অনুদ্দেশ্য কি নষ্ট কি বিকৃত হইল ইহা দর্শান গেলে তাহার ও

কোন স্থাবর দ্রব্যের ও,

জাহাজ, নৌকা, রেলপথের গাড়ীপ্রভৃতি বড়২ কি ভারি সচল দ্রব্যের, ও

শবের কিম্বা জীবিত ব্যক্তির ক্ষতের, ও

দেবপ্রতিমার কিম্বা যে দ্রব্য শুচী বলিয়া জ্ঞান হয় তাহার, সত্তার ও অবস্থার গৌণ সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারে।

দলীলভিন্ন অন্য দ্রব্য দেখিবার জন্যে উপস্থিত করা গেলে যে প্রমাণের প্রয়োজন তাহার কথা।

৮৮ ধারা। দলীলভিন্ন কোন দ্রব্য আদালতের দৃষ্টির জন্যে উপস্থিত করা গেলে, যে দ্রব্যের সত্তার কি আকারের কি অবস্থার প্রমাণ করিতে হইবে, তাহা প্রকৃত সেই দ্রব্য হইলে, কিম্বা তাহার প্রতিমুর্ত্তি কি প্রতিবিম্ব হইলে আসল দ্রব্যের যথার্থ প্রতিমুর্ত্তি আছে এই বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে হইবে ইতি।

৯ পরিচ্ছেদ।—লিখিত সাক্ষ্যদ্বারা বাচনিক সাক্ষ্য নিরাকৃত হওয়ার কথা।

লিখিত চুক্তিপত্রের নিয়মের কথা।

৮৯ ধারা। চুক্তির নিয়ম কিম্বা উইলক্রমে সম্পত্তির নিরূপণভিন্ন সম্পত্তি দানের কি প্রকারান্তরে নিরূপণের নিয়ম দলীলের ভাবাপন্ন করা গেলে, এবং যে সকল স্থলে আইন অনুসারে কোন বিষয় দলীলের ভাবাপন্ন হওয়া প্রয়োজন সেই২ স্থলে, ঐ চুক্তির কি সম্পত্তি দানের কিম্বা অন্য নিরূপণের কিম্বা সেই বিষয়ের প্রমাণে ঐ দলীলভিন্ন, কিম্বা পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে গৌণ সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইলে ঐ দলীলের মর্ম্মের গৌণ সাক্ষ্যভিন্ন কোন সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না।

Explanation 1.—This section applies equally to cases in which the contracts, grants or disposition of property referred to are contained in one document, and to cases in which they are contained in more documents than one.

Explanation 2.—Where there are more originals than one, one original only need be proved.

Explanation 3.—The statement in any document whatever of a fact other than the facts referred to in this section, shall not preclude the admission of oral evidence of the same fact.

Exception.—When the appointment of any public officer is required by law to be made by writing, and when it is necessary to prove that a particular person holds such an appointment, the fact that he acted in that capacity is sufficient proof of his appointment, and his written appointment need not be proved.

Illustrations.

(*a.*) If a contract be contained in several letters, all the letters in which it is contained must be proved, and no other evidence of its provisions can be given.

(*b.*) If a contract be contained in a bill of exchange, the bill of exchange must be proved.

(*c.*) If a bill of exchange is drawn in a set of three, one only need be proved.

(*d.*) A contracts in writing with B for the delivery of indigo upon certain terms. The contract mentions the fact that B had paid A the price of other indigo contracted for verbally on another occasion.

Oral evidence is offered that no payment was made for the other indigo. The evidence is admissible.

(*e.*) A gives B a receipt for money paid by B.
Oral evidence is offered of the payment.

The evidence is admissible.

90. When the terms of any such contract, grant or other disposition of property, or any matter required by law to be reduced to the form of a document, have been proved according to the last section, no evidence of any oral agreement or statement shall be admitted as between the parties to any such instrument or their representatives in interest, for the purpose of contradicting, varying, adding to, or substracting from, its terms:

Exclusion of evidence of oral agreement.

Provided that, where a suit is instituted for the purpose of setting aside or varying a document on the ground of a mistake in the writing thereof, evidence may be given for the purpose of proving that mistake:

Provided also, that, where a suit is instituted for the specific performance of a written contract, evidence may be given by the defendant for the

১ ব্যাখ্যা।—উল্লিখিত চুক্তি কি সম্পত্তি দান কিম্বা নিরূপণের নিয়ম একি দলীলের মধ্যে থাকিতে কিম্বা একের অধিক দলীলের মধ্যে থাকিলেও এই ধারার বিধি বর্ত্তে।

২ ব্যাখ্যা।—একের অধিক মূলপত্র থাকিলে কেবল একেরই প্রমাণ করা আবশ্যক।

৩ ব্যাখ্যা।—কোন দলীলের মধ্যে এই ধারার উল্লিখিত বৃত্তান্তভিন্ন কোন বৃত্তান্তের উক্তি থাকিলে সেই বৃত্তান্তের বাচনিক প্রমাণ গ্রাহ্য হওয়ার নিষেধ নাই।

বর্জ্জনীয় বিধি।—আইনমতে রাজকীয় কোন কার্য্যকারকের নিয়োগ লিখনক্রমে হওয়া আবশ্যক হইলে এবং বিশেষ ব্যক্তি উক্ত পদধারণ করেন ইহার প্রমাণ করা আবশ্যক হইলে, তিনি সেই পদের কর্ম্ম করিলেন এই বৃত্তান্তই তাঁহার নিযুক্ত হওয়ার যথোচিত প্রমাণ তাঁহার নিয়োগপত্রের প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই ইতি।

উদাহরণ।

(ক) কোন চুক্তির কথা অনেক পত্রে লেখা থাকিলে তাহা যে সকল পত্রে লেখা থাকে সেই সকলের প্রমাণ করিতে হইবে। চুক্তির নিয়মের অন্য সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না।

(খ) হুণ্ডীতে চুক্তি লেখা থাকিলে সেই হুণ্ডীর প্রমাণ করিতে হইবে।

(গ) তেকর হুণ্ডী লেখা গেলে কেবল এক কেতার প্রমাণ করা প্রয়োজন।

(ঘ) আনন্দ কোন বিশেষ নিয়মানুসারে নীল দিব বলিয়া বলরামের নিকট চুক্তিপত্র লিখিয়া দেয়। অন্য সময়ে নীল দিবার যে বাচনিক চুক্তি হইয়াছিল বলরাম আনন্দকে তাহার মূল্য দিয়াছে উক্ত চুক্তিপত্রে এই কথা লেখা আছে।

অন্য নীলের জন্যে কিছু টাকা দেওয়া যায় নাই ইহার বাচনিক সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হইলে তাহা গ্রাহ্য।

(ঙ) বলরাম টাকা দিলে আনন্দ তাঁহাকে রসীদ দেয়।

সেই টাকা যে দেওয়া গেল ইহার বাচনিক সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয়।

সেই সাক্ষ্য গ্রাহ্য।

৯০ ধারা। উক্ত প্রকারের কোন চুক্তিপত্রের কিম্বা সম্পত্তি দান কি প্রকারান্তরের নিরূপণপত্রের নিয়ম কিম্বা আইনমতে অন্য যে বিষয় দলীলের ভাবাপন্ন লিখিয়া দেওয়া প্রয়োজন তাহার নিয়ম ইহার পূর্ব্ব ধারামতে সপ্রমাণ করা গেলে, সেই নিয়ম অস্বীকার কি পরিবর্ত্তন করিবার কিম্বা তাহাতে অধিক নিয়ম সংযোগ করিবার কিম্বা তাহাহইতে নিয়ম কাটিবার নিমিত্ত, উক্ত নিদর্শনপত্রের-উভয় পক্ষের কিম্বা স্বার্থপক্ষে তাহারদের প্রতিনিধিদের মধ্যে বাচনিক কোন নিয়মের কি উক্তির সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না।

বাচনিক করারের প্রমাণ অগ্রাহ্য হওয়ার কথা।

কিন্তু দলীলের কথা লিখনে ভুল হইয়াছে বলিয়া দলীলের অন্যথা কি পরিবর্ত্তন করিবার অভিপ্রায়ে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, ঐ ভুলের প্রমাণ করিবার জন্যে সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে।

আরো যদি চুক্তিপত্রানুসারে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তবে উভয় পক্ষ বাস্তব যে চুক্তি করিয়াছিল তাহা সেই চুক্তিপত্র

purpose of showing that such contract is not the contract into which the parties have really entered.

91. Evidence may be given of any of the following facts in relation to any such contract, grant or other disposition of property :—

Facts relevant in relation to instruments.

(1.) Any fact showing to what specific things or persons any description used in the document relates.

(2.) Any fact showing that words, plain in themselves, have several applications, of which one only can have been intended, and any fact showing which of such applications is intended.

But where the words used are in themselves ambiguous, evidence may not be given to show in what sense they were used.

(3.) The fact that any word used in the writing was used in any sense other than the ordinary one.

(4.) The meaning of illegible or not commonly intelligible characters, or of foreign, obsolete, technical, local or provincial expressions.

(5.) Any fact which would invalidate the document, such as forgery of the whole or of any part, fraud, duress, illegality, want of due execution, want of capacity in the contracting party, or want or failure of consideration.

(6.) Any usage or custom by which incidents, not expressly mentioned in any contract, are usually annexed to contracts of that description: Provided that the annexing of such incident would not be repugnant to, or inconsistent with, the express terms of the contract.

Illustrations.

(*a.*) A agrees to sell to B 'my white horse.' Evidence may be given to show what particular horse was meant.

(*b.*) A agrees to accompany B to Hyderabad. Evidence may be given to show whether Hyderabad in the Deccan or Hyderabad in Scinde was the place intended.

(*c.*) A agrees with B to buy a certain house 'for rupees 1,000 or rupees 1,500.' Evidence may not be given to show whether the price was to be rupees 1,000 or rupees 1,500.

92. Nothing in this chapter contained shall prevent evidence from being given of—

Other agreements which may be proved.

নয় প্রতিবাদী ইহা দেখাইবার সাক্ষ্য দিতে পারিবে ইতি।

দিদর্শনপত্রসম্পর্কীয় প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের কথা।

৯১ ধারা। উক্ত কোন চুক্তিপত্র কি সম্পত্তি দান কি অন্য নিরূপণ পত্রবিষয় নিম্নলিখিত বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে।

(১) দলীলে যে বর্ণনা থাকে তাহা বিশেষ যে বিষয়ের বা যে ব্যক্তির প্রতিবর্ত্তে ইহা দেখাইবার সাক্ষ্য।

(২) কোন শব্দ স্পষ্ট হইলেও তাহার নানামত ভাব থাকে কিন্তু দলীলে তাহার কেবল এক ভাব ধরা যাইতে পারে ইহা দেখাইবার বৃত্তান্ত এবং উক্ত নানা ভাবের মধ্যে কোন্ ভাব ধরিবার অভিপ্রায় ইহা দেখাইবার সাক্ষ্য।

কিন্তু যে শব্দের ব্যবহার হয় সেই শব্দই ব্যর্থ হইলে সেই শব্দ যে ভাবে ধরিতে হইবে ইহা দেখাইবার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে না।

(৩) দলীলে যে শব্দের ব্যবহার হয় তাহার সাধারণ অর্থভিন্ন অন্য অর্থানুসারে ব্যবহার হওয়ার সাক্ষ্য।

(৪) দুষ্পাঠ্য অক্ষর কিম্বা যে অক্ষর সামান্যতঃ বুঝা যায় না তাহার অর্থ কিম্বা ভিন্নদেশীয় বা অব্যবহার্য্য বা পারিভাষিক বা স্থান বিশেষের বা প্রদেশ বিশেষের কথার অর্থের সাক্ষ্য।

৫। সম্পূর্ণ দলীল কিম্বা তাহার একাংশ কৃত্রিম, কিম্বা প্রতারণাকার্য্য, বা অসিদ্ধকরণ, বা বেআইনী কার্য্য, বা নিয়মমতে সম্পাদন না হওন, বা যে ব্যক্তি চুক্তি করিল তাহার অযোগ্যতা, বা মূল্যাদির অভাব কি অদান ইত্যাদি যে২ বিষয়ে দলীল অসিদ্ধ হয় তাহার সাক্ষ্য।

(৬) যে আচার বা রীতিমতে তদ্রূপ দলীলে নৈমিত্তিক কথা লেখা গিয়া থাকে কিন্তু উক্তচুক্তি পত্রে লেখা যায় নাই সেই আচারের বা রীতির সাক্ষ্য। কিন্তু এই স্থলে প্রয়োজন যে সেই নৈমিত্তিক কথা লেখা গেলে তাহা চুক্তি পত্রের স্পষ্ট নিয়মের বিপরীত বা অসঙ্গত না হয় ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ 'আমার শাদা ঘোড়া' বলিয়া বলরামকে এক ঘোড়া বিক্রয় করে। সেই ঘোড়া নিশ্চিত কোন্ ঘোড়া ইহা দেখাইবার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারে।

(খ) আনন্দ বলরামের সঙ্গে হয়দরাবাদে যাইতে করার করেন।

কিন্তু সেই করারে দক্ষিণ দেশস্থ হয়দরাবাদ কিম্বা সিন্ধু দেশস্থ হয়দরাবাদ এই দুইয়ের মধ্যে কোনটি লক্ষ্য হইয়াছিল ইহা দেখাইবার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে।

(গ) আনন্দ বলরামের সঙ্গে ১০০০৲ বা ১৫০০৲ টাকাতে কোন ঘর ক্রয় করিতে করার করে।

এই স্থলে ঘরের নিমিত্ত ১০০০ বা ১৫০০ টাকা দিবার অভিপ্রায় ছিল ইহার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে না।

অন্য যে২ চুক্তির প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৯২ ধারা। এই অধ্যায়ের কোন কথাতে নিম্নলিখিত বিষয়ের সাক্ষ্য দেওয়ার নিষেধ নাই।

(1) the existence of any distinct oral agreement on any matter collateral to any such contract, grant or disposition of property;

(2) the existence of any oral agreement constituting a condition on which the performance of any such contract, grant or disposition of property is to depend;

(3) the existence of any distinct subsequent oral agreement to rescind or modify any such contract, grant or disposition of property, except in cases in which such contract, grant or disposition of property is by law required to be in writing, or has been registered according to the law in force for the time being as to the registration of documents.

(১) সেই চুক্তিপত্রের কিম্বা সম্পত্তিদান কি নিরূপণপত্রের প্রতিপোষক কোন বিষয়ের স্পষ্ট বাচনিক নিয়ম থাকার সাক্ষ্য।

(২) যে নিয়মানুসারে কার্য্য না হইলে উক্ত চুক্তিমত কার্য্য বা সম্পত্তিদান কি নিরূপণ হইবে না এমত নিয়ম সূচক কোন বাচনিক চুক্তি থাকার সাক্ষ্য।

(৩) যে স্থলে উক্ত প্রকারের চুক্তিপত্র বা সম্পত্তিদান কি নিরূপণপত্র আইনমতে লিখিয়া দেওয়া প্রয়োজন কিম্বা দলীল রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তদনুসারে যে স্থলে সেই চুক্তি কি দান কি নিরূপণপত্র রেজিষ্টরী করা গেল সেই স্থলভিন্ন উক্ত চুক্তিপত্র বা সম্পত্তিদান কি নিরূপণপত্র রহিত বা মতান্তর করণসূচক স্পষ্ট যে বাচনিক নিয়ম পশ্চাৎ করা যায় এমত নিয়ম থাকার সাক্ষ্য ইতি।

PART III.

PRODUCTION OF PROOF.

CHAPTER X.—OF THE BURDEN OF PROOF.

Burden of proof.

93. Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist. When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person.

Illustrations.

(*a.*) A desires a Court to give judgment that B shall be punished for a crime which A says B has committed.

A must prove that B has committed the crime.

(*b.*) A desires a Court to give judgment that he is entitled to certain land in the possession of B by reason of facts which he asserts and which B denies to be true.

A must prove the existence of those facts.

General burden of proof.

94. The general burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side.

Illustrations.

(*a.*) A sues B for land of which B is in possession, and which, as A asserts, was left to A by the will of C, B's father.

If no evidence were given on either side, B would be entitled to retain his possession.

Therefore the burden of proof is on A.

(*b.*) A sues B for money due on a bond.

The execution of the bond is not disputed, but B says that it was obtained by fraud, which A denies.

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রমাণ উপস্থিত করণের কথা।

১০ পরিচ্ছেদ।—প্রমাণ করিবার ভারের কথা।

প্রমাণের ভারের কথা।

৯৩ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়া সেই বৃত্তান্তের প্রতি আইনমত যে স্বত্ব কিম্বা যে দায় নির্ভর করে তদ্বিষয়ে কোন আদালতের বিচার প্রার্থনা করিলে সেই ব্যক্তির ঐ বৃত্তান্তের সত্তার প্রমাণ করিতে হইবে। কোন ব্যক্তি কোন বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে আবদ্ধ হইলে, প্রমাণ করিবার ভার সেই ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তে ইহা বলা যায় ইতি।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম কোন অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার সেই অপরাধের দণ্ড হয় আনন্দ আদালতে এমন বিচার হইবার প্রার্থনা করে।

বলরাম যে সেই অপরাধ করিয়াছে আনন্দের এই কথার প্রমাণ করিতে হইবে।

(খ) বলরামের অধিকারে ভূমিখণ্ড আছে। আনন্দ কোন২ বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়া সেই বৃত্তান্তপ্রযুক্ত আপনি সেই ভূমির স্বত্ববান আদালতের এমত বিচার প্রার্থনা করেন কিন্তু বলরাম কহে যে ঐ বৃত্তান্ত সত্য নয়।

আনন্দের সেই বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে হইবে।

প্রমাণ করিবার সাধারণ ভারের কথা।

৯৪ ধারা। মোকদ্দমায় কি আনুষ্ঠানিক কার্য্যে সাক্ষ্যমাত্র না দেওয়া গেলে যে ব্যক্তি অকৃতার্থ হয় প্রমাণ করিবার সাধারণ ভার তাহার প্রতি বর্ত্তে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) বলরামের অধিকারে ভূমি আছে। চন্দ্রমামক বলরামের পিতা উইল করিয়া আনন্দকে ঐ ভূমি দিয়া গেলেন আনন্দ ইহা বলিয়া ঐ ভূমি পাইবার নিমিত্তে বলরামের নামে নালিশ করে।

উক্ত কোন পক্ষ সাক্ষ্য না দিলে ঐ ভূমি বলরামের অধিকারে থাকে।

অতএব প্রমাণ করিবার ভার আনন্দের প্রতি থাকে।

(খ) খতের টাকা পাওনা আছে বলিয়া আনন্দ বলরামের নামে নালিশ করে।

ঐ খৎ লেখার বিষয়ে বিবাদ নাই, কিন্তু বলরাম বলে যে আমার স্থানে ছলনা করিয়া ঐ খৎ লওয়া গেল। আনন্দ তাহা অস্বীকার করে।

If no evidence were given on either side, A would succeed, as the bond is not disputed and the fraud is not proved.

Therefore the burden of proof is on B.

খতের বিবাদ নাই ও কোন পক্ষ সাক্ষ্য না দিলে ছল আরও প্রমাণ হয় না, ইহাতে আনন্দ জিতিবে।

অতএব বলরামের উপর প্রমাণ করিবার ভার বর্ত্তে।

95. The burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the Court to believe in its existence, unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on any particular person.

Burden of proof as to particular fact.

৯৫ ধারা। কোন বিশেষ বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার ভার ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বর্ত্তে আইনের এই বিধান যে স্থলে না বর্ত্তে সেই স্থলে ঐ বিশেষ বৃত্তান্ত থাকার বিষয়ে যে ব্যক্তি আদালতের বিশ্বাস জন্মাইবার ইচ্ছা করে তাহারই উপর সেই বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার ভার থাকে ইতি।

বিশেষ বৃত্তান্ত প্রমাণ করিবার ভারের কথা।

Illustration.

A and B, husband and wife, are both drowned in the same wreck. C is entitled to certain property if B survived A, but not if A survived B. D is entitled to the property if A survived B, but not if B survived A. If C claims the property, he must prove that B survived A. If D claims the property, he must prove that A survived B.

উদাহরণ।

নৌকা ভাঙ্গাতে আদরী ও বলরাম নামক তাহার স্বামী জলে ডুবিয়া মরিল। বলরাম আদরীর উত্তরজীবি হইলে চন্দ্রের কোন সম্পত্তি পাইবার অধিকার থাকে। আদরী বলরামের উত্তরজীবী হইলে তাহার সেই অধিকার হয় না। আদরী বলরামের উত্তরজীবী হইলে দীননাথের সেই অধিকার হইবে কিন্তু বলরাম আদরীর উত্তরজীবি হইলে তাহার সেই অধিকার হয় না। চন্দ্র ঐ সম্পত্তির দাওয়া করিলে বলরাম আদরীর উত্তরজীবি ছিল তাহার এই কথার প্রমাণ করিতে হইবে। দীননাথ ঐ সম্পত্তির দাওয়া করিলে আদরী বলরামের উত্তরজীবী ছিল এই কথার প্রমাণ তাহারই করিতে হইবে।

96. The burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence.

Burden of proving fact to be proved to make evidence admissible.

৯৬ ধারা। কোন বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিতে পারিবার জন্যে অন্য বৃত্তান্তের প্রমাণ করা আবশ্যক হইলে, ঐ বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার ভার ঐ সাক্ষ্য দিবার ইচ্ছুক ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তে ইতি।

সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবার নিমিত্তে যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করা প্রয়োজন সেই বৃত্তান্ত প্রমাণ করিবার ভারের কথা।

Illustrations.

(*a.*) A wishes to prove a dying declaration by B. A must prove B's death.

(*b.*) A wishes to prove, by secondary evidence, the contents of a last document.

A must prove that the document has been lost.

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামের মুমূর্ষু বাক্যের প্রমাণ করিতে চাহেন। বলরামের যে মৃত্যু হইয়াছে আনন্দের এই কথার প্রমাণ করিতে হইবে।

(খ) কোন দলীল অনুদ্দেশ্য হইলে আনন্দ গৌণ সাক্ষ্য দ্বারা তাহার মর্ম্মের প্রমাণ করিতে চাহে।

ঐ দলীল যে অনুদ্দেশ্য হইয়াছে আনন্দের এই কথার প্রমাণ করিতে হইবে।

97. When a person is accused of any criminal offence, the burden of proving the existence of circumstances bringing the case within any of the general exceptions in the Indian Penal Code, or within any special exception or proviso contained in any other part of the same Code, is upon him, and the Court shall presume the absence of such circumstances.

Burden of establishing general exceptions.

৯৭ ধারা। কোন ব্যক্তির নামে অপরাধের অভিযোগ হইলে, সেই কার্য্য যাহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের সাধারণ বর্জ্জিত কথার মধ্যে আইসে, কিম্বা ঐ আইনের কোন ভাগের উল্লিখিত বিশেষ বর্জ্জনীয় কথার বা উপবিধির মধ্যে আইসে এমত কোন গতিক থাকার প্রমাণ করিবার ভার ঐ ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তে, এবং আদালত ঐ গতিক না থাকাই অনুমান করিবেন ইতি।

সাধারণ বর্জ্জিত কথা স্থাপন করিবার ভারের কথা।

Illustrations.

(*a.*) A, accused of murder, alleges that, by reason of unsoundness of mind, he did not know the nature of the act.

The burden of proof is on A.

(*b.*) A, accused of murder, alleges that, by grave and sudden provocation, he was deprived of the power of self-control.

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের নামে হত্যা করণের অভিযোগ হওয়াতে সে কহে যে মনের বৈকৃতি প্রযুক্ত আপন ক্রিয়ার ভাব বুঝিতে পারি নাই।

আনন্দের উপর প্রমাণ করিবার ভার বর্ত্তে।

(খ) আনন্দের নামে হত্যা করণের অভিযোগ হওয়াতে সে কহে হঠাৎ গুরুতর ক্রোধ জনক কার্য্য হওয়াতে আমি আত্মদমন করিতে পারিলাম না।

The burden of proof is on A.

(c.) Section 325 of the Penal Code provides that whoever, except in the case provided for by section 335, voluntarily causes grievous hurt, shall be subject to certain punishments.

A is charged with voluntarily causing hurt under section 325.

The absence of circumstances bringing the case under section 335 shall be presumed.

98. When any fact is especially within the knowledge of any person, the burden of proving that fact is upon him.

Burden of proving fact especially within knowledge.

Illustration.

When a person does an act with some intention other than that which the character and circumstances of the act suggest, the burden of proving that intention is upon him.

99. When one person has, by his declaration act or omission, intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, he shall not be allowed, in any suit or proceeding between himself and such person or his representative, to deny the truth of that thing.

Estoppel.

Illustration.

A intentionally and falsely leads B to believe that certain land belongs to A, and thereby induces B to buy and pay for it. The land afterwards becomes the property of A, and A seeks to set aside the sale on the ground that at the time of the sale, he had no title. He must not be allowed to prove his want of title.

100. No tenant of immovable property, or person claiming through such tenant, shall, during the continuance of the tenancy, be permitted to deny that the landlord of such tenant had, at the beginning of the tenancy, a title to such immovable property, and no person who came upon any immovable property by the license of the person in possession thereof, shall be permitted to deny that such person had a title to such possession at the time when such license was given.

Estoppel of tenant.

101. No acceptor of a bill of exchange shall be permitted to deny that the drawer had authority to draw such bill or to endorse it, nor shall any bailee or licensee be permitted to deny that his bailor or licensor had, at the time when the bailment or license commenced, authority to make such bailment or grant such license.

Estoppel of acceptor of bill of exchange, bailee or license.

আমন্দের উপর প্রমাণ করিবার ভার বর্ত্তে।

(গ) দণ্ডবিধির আইনের ৩২৫ ধারার এই বিধি, ৩৩৫ ধারার উপবিধির উল্লিখিত স্থলভিন্ন কোন ব্যক্তি অন্য স্থলে ইচ্ছাপূর্ব্বক কাহারও গুরুতর হানি করিলে তাহার অমুক দণ্ড হইবে।

আনন্দের নামে ৩২৫ ধারামতে ইচ্ছাপূর্ব্বক হানি করিবার অভিযোগ হয়।

সেই অভিযোগ যাহাতে ৩৩৫ ধারার অধীন আইনে এমত গতিক না থাকাই অনুমান হইবে।

৯৮ ধারা। কোন বৃত্তান্ত যদি বিশেষমতে কোন ব্যক্তির জানা থাকে, তবে ঐ বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার ভার তাহারই প্রতি বর্ত্তে ইতি।

যে বৃত্তান্ত বিশেষ ব্যক্তির জানা তাহার প্রমাণ করিবার ভারের কথা।

উদাহরণ।

কোন ক্রিয়ার ভাব ও গতিক বিবেচনায় যে উদ্দেশ্য বোধ হয় ঐ ক্রিয়াকারি ব্যক্তি তদ্ভিন্ন কোন উদ্দেশে ঐ কর্ম্ম করিলে সেই উদ্দেশ্যের প্রমাণ করিবার ভার তাহার প্রতি বর্ত্তে।

৯৯ ধারা। কোন ব্যক্তি আপনার কথার বা ক্রিয়ার দ্বারা কিম্বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করণদ্বারা জ্ঞানপূর্ব্বক কোন বিষয় সত্য বলিয়া অন্য ব্যক্তির বিশ্বাস জন্মাইলে কিম্বা জন্মাইতে দিলে ও সেই বিশ্বাসানুসারে তাহার কার্য্য করাইলে বা তাহাকে কার্য্য করিতে দিলে তাহার নামে সেই ব্যক্তির কিম্বা তাহার স্থলাভিষিক্তের মোকদ্দমা হইলে কিম্বা মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্যানুষ্ঠান হইলে, সে ঐ কথার সত্যতা অস্বীকার করিতে পাইবে না ইতি।

স্বকীয় কার্য্যজন্য বাধার কথা।

উদাহরণ।

কোন ভূমিখণ্ড আমন্দের আছে আমন্দ ইচ্ছাপূর্ব্বক এই অসত্য কথায় বলরামের বিশ্বাস জন্মাইয়া তাহাকে সেই ভূমি ক্রয় করিয়া মূল্য দিবার প্রবৃত্তি দেয়। পশ্চাৎ ঐ ভূমি প্রকৃতই আমন্দের সম্পত্তি হইলে, বলরামের নিকট তাহা বিক্রয় করিবার সময়ে ঐ ভূমিতে আমার স্বত্ব ছিল না বলিয়া আমন্দ ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ করিতে চেষ্টা করে। এই স্থলে পূর্ব্বে তাহার স্বত্ব না থাকার প্রমাণ করিবার অনুমতি হইবে না।

১০০ ধারা। স্থাবর সম্পত্তির প্রজা যে সময়ে প্রজা হয় সেই সময়ের আরম্ভে সেই স্থাবর সম্পত্তিতে ভূস্বামির স্বত্ব ছিল না ঐ প্রজার অধিকার থাকন সময়ে সে কিম্বা তাহার দ্বারা কোন দাওয়াদার ইহা কহিতে পাইবে না। ও কোন স্থাবর সম্পত্তি যে ব্যক্তির অধিকারে থাকে অন্য ব্যক্তি তাহার অনুমতিপত্রক্রমে ঐ সম্পত্তির অধিকার পাইলে, ঐ অনুমতি দেওন সময়ে সেই ব্যক্তির অধিকারের স্বত্ব ছিল না ইহা কহিতে পাইবে না ইতি।

প্রজার স্বকীয় কার্য্যজন্য বাধার কথা।

১০১ ধারা। কোন ব্যক্তি হুণ্ডী স্বীকার করিলে ঐ হুণ্ডীর লেখক তাহা লিখিতে কিম্বা তাহার পৃষ্ঠে লিখিতে সক্ষম নয় ইহা কহিতে পাইবে না। ও দ্রব্যন্যাস বা অনুমতিপত্র প্রথম যে সময়ে দেওয়া যায় সেই সময়ে ন্যাসদাতার বা অনুমতিদাতার ন্যাস বা অনুমতি দিবার ক্ষমতা ছিল না, ঐ ন্যাসধারী কি অনুমতিপ্রাপ্তা ইহা কহিতে পাইবে না।

যে ব্যক্তি হুণ্ডী স্বীকার করে তাহার বা ন্যাসধারীর বা অনুমতি প্রাপ্তার স্বকীয় কার্য্যজন্য বাধার কথা।

Explanation.—The acceptor of a bill of exchange may deny that the bill was really drawn by the person by whom it purports to have been drawn.

ব্যাখ্যা।—হুণ্ডী যে ব্যক্তির লিখিত বলিয়া উদ্দিষ্ট হয় ঐ হুণ্ডী স্বীকারকারি ব্যক্তি সেই ব্যক্তির লিখিত নয় বলিয়া অস্বীকার করিতে পারিবে ইতি।

Necessary inference as to legitimacy.

102. Where the legitimacy of any person is in question, his legitimacy shall be a necessary inference from the fact that he was born during the existence of a valid marriage between his mother and any man, or within two hundred and eighty days after its dissolution, the mother remaining unmarried, unless it can be shown that the parties to the marriage had no access to each other at any time when he could have been begotten.

১০২ ধারা। কোন ব্যক্তি ঔরস কি না ইহার প্রশ্ন হইলে, পিতা মাতার বৈধ বিবাহের সত্তায় কিম্বা স্ত্রী-সম্বন্ধ বিলোপ হইবার পর পুনর্ভূ না হইয়া ২৮০ দিনের মধ্যে তাহার জন্ম হইয়াছিল এই বৃত্তান্তদ্বারা তাহার ঔরসজন্মের অবশ্যানুভূতি হইবে। কিন্তু যে সময়ে মাতার গর্ভসঞ্চারহইতে পারিত সেই সময়ের মধ্যে দম্পতির পরস্পর সংসর্গ না হইলে সেই অনভূতি হইবে না ইতি।

ঔরসজন্মের বিষয়ে অবশ্যানুভূতির কথা।

Illustrations.

উদাহরণ।

(*a*) The question is whether A is the legitimate son of B by C, his wife.

Evidence is offered to show that during the cohabitation of B with C, she committed adultery with D.

The evidence is not admissible.

(ক) আমন্দ গৌরী নাম্নী স্ত্রীর গর্ব্ভে বলরামের ঔরসসন্তান কি না এই প্রশ্ন হয়।

গৌরীর সঙ্গে বলরামের সহবাস কালে দীমনাথ তাহাতে উপগত হইল ইহার সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয়।

সেই সাক্ষ্য অগ্রাহ্য।

(*b*) Evidence is offered to show that, for a year before the birth of A, B was in India and C in England. Evidence of C's adultery with D is admissible.

(খ) আমন্দের জন্মের পূর্ব্ব এক বৎসরাবধি বলরাম ভারতবর্ষে ও গৌরী ইঙ্গলণ্ডে ছিল ইহার সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হইল। এই স্থলে দীমনাথের সঙ্গে গৌরীর ব্যভিচার ক্রিয়ার সাক্ষ্য গ্রাহ্য।

(*c*) A is born six months after B's death. Evidence is offered to show that, for a year before B's death, B was impotent, and that C committed adultery with D during that period. The evidence is admissible.

(গ) বলরামের মৃত্যুর পর ছয় মাস গত হইলে আমন্দের জন্ম হয়। মরণের পূর্ব্ব এক বৎসরাবধি বলরাম অশক্ত ছিল ও তৎকালের মধ্যে দীমনাথের সঙ্গে গৌরীর ব্যভিচারক্রিয়া হইয়াছে, ইহার সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয়। সেই সাক্ষ্য গ্রাহ্য।

Presumption as to death.

103. When it is proved that a person has not been heard of for seven years by the persons who would naturally have heard of him if he had been alive, the Court shall presume that he is dead.

১০৩ ধারা। কোন ব্যক্তি জীবদ্দশায় থাকিলে সেই কথা জ্ঞাত থাকা স্বভাবতঃ যে ব্যক্তিদের সম্ভব হয় তাহারা সাত বৎসরপর্য্যন্ত তাহার কোন উদ্দেশ না পাইলে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে আদালতের এই অনুমান হইবে ইতি।

মরণবিষয়ক অনুমানের কথা।

Presumption as to co-partnership.

104. When it is proved that persons have been acting as co-partners, or landlord and tenant, the Court shall presume that they have entered into a contract of co-partnership or tenancy, and such co-partnership or tenancy shall be presumed to continue till proved to be dissolved.

১০৪ ধারা। কোন ব্যক্তিরা অংশির ন্যায় কিম্বা ভূস্বামি ও প্রজার ন্যায় পরস্পর কর্ম্ম করিয়াছে ইহার প্রমাণ হইলে তাহারা অংশিত্বের বা প্রজাসম্বন্ধের চুক্তি করিয়াছে আদালতের এই অনুমান হইবে ও যত কাল তাহারদের সেই সম্বন্ধ লোপ হওয়ার প্রমাণ না হয় তত কাল সেই অংশিত্ব বা প্রজাসম্বন্ধ প্রবল থাকাই অনুমান হইবে ইতি।

অংশিত্ববিষয়ক অনুমানের কথা।

Chapter XI.—Of witnesses.

একাদশ অধ্যায়।—সাক্ষিদের কথা।

Who may testify.

105. All persons shall be competent to testify, unless the Court considers that they are prevented from understanding the questions put to them, or from giving rational answers to those questions, by tender years, extreme old age, disease, unsoundness or mind, or any other cause of the same kind.

১০৫ ধারা। কোমল বয়স কিম্বা অত্যন্ত বার্দ্ধক্য কিম্বা রোগ কি মনের বৈকৃতি কিম্বা তাদৃশ অন্য কারণে কোন ব্যক্তি আদালতের বিবেচনায় জিজ্ঞাসিত কথা বুঝিতে অক্ষম কিম্বা সবুদ্ধিমতে ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না এমত ব্যক্তিভিন্ন সকলেই সাক্ষ্য দিতে সক্ষম ইতি।

কাহারা সাক্ষ্য দিতে পারে এই বিষয়ের কথা।

Dumb witnesses.

106. A witness, who is unable to speak, may give his evidence in any other manner in which he can make it intelligible, as by writing or by

১০৬ ধারা। কোন সাক্ষী কথা কহিতে না পারিলেও লিখন বা সঙ্কেতপ্রভৃতি কোন প্রকারে ভাব বোধগম্য করিতে পারিলে সেই প্রকারে সাক্ষ্য দিতে পারিবে।

মূক সাক্ষিদের কথা।

signs; but the writing must be written and the signs made in open Court. Evidence so given shall be deemed to be oral evidence.

Married persons in civil and criminal proceedings.

107. In all civil proceedings the parties and their husbands and wives shall be competent witnesses. In criminal proceedings against husbands or wives, the wives or husbands, respectively, shall be competent witnesses.

দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমায় বিবাহিত স্ত্রী পুরুষের কথা।

১০৭ ধারা। দেওয়ানী সকল মোকদ্দমাপ্রভৃতিতে উভয় পক্ষ এবং উভয়পক্ষে মধ্যে স্বামী বা ভার্য্যা যোগ্য সাক্ষী হইবে। স্বামীর বা স্ত্রীর নামে ফৌজদারী মোকদ্দমাপ্রভৃতি হইলে স্ত্রী বা স্বামি যোগ্য সাক্ষী হইবে ইতি।

Judges and Magistrates.

108. No Judge or Magistrate shall be required without his own consent to give evidence as to what occurred in any proceeding before him in Court.

জজের ও মাজিষ্ট্রেটের কথা।

১০৮ ধারা। আদালতে কোন জজের কি মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে যে কার্য্যানুষ্ঠান হয়, সেই কার্য্যে যাহার ঘটিয়াছে তিনি সম্মত না হইলে তাঁহার প্রতি তদ্বিষয়ের সাক্ষ্য দিবার আদেশ হইবে না ইতি।

Communications during marriage.

109. No person, who is or has been married, shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage by any person to whom he is or has been married, nor shall he be permitted to disclose any such communication, unless the person who made it or his representative in interest consents.

বিবাহিত অবস্থায় কথা প্রকাশ করিবার কথা।

১০৯ ধারা। পুরুষ ও স্ত্রী বিবাহিত অবস্থায় পরস্পর যে কথা কহে তাহা তাহারদের একতর ব্যক্তিদ্বারা বলক্রমে প্রকাশ করাইতে পারা যাইবে না, এবং যে ব্যক্তি ঐ কথা কহিল সে কিম্বা স্বার্থপক্ষে তাহার স্থলাভিষিক্ত সম্মত না হইলে তাহার প্রতি উক্ত কথা প্রকাশ করিবার অনুমতি হইবে না ইতি।

Evidence as to affairs of State.

110. No one shall be permitted to give any evidence as to any affairs of State, except with the permission of the officer at the head of the department concerned, who shall give or withhold such permission as he thinks fit.

রাজব্যাপার বিষয়ক সাক্ষ্যের কথা।

১১০ ধারা। রাজ্যের কোন কর্ম্মবিভাগে যে ব্যক্তি কর্ত্তৃপক্ষ হন, তাঁহার অনুমতি না হইলে কোন ব্যক্তি সেই বিভাগসংক্রান্ত কোন রাজব্যাপারের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পাইবে না। ঐ অনুমতি দেওয়া উক্ত বা না দেওয়া কর্ত্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাধীন ইতি।

Official communications.

111. No public officer shall be compelled to disclose communications made to him in official confidence, when the public interest would suffer by the disclosure.

রাজকীয় কার্য্যঘটিত কথাবিষয়ক কথা।

১১১ ধারা। রাজকীয় কার্য্যক্রমে কোন ব্যক্তির নিকট বিশ্বাসপূর্ব্বক যে কথা কহা যায়, তাহা প্রকাশ করিলে যদি সাধারণের স্বার্থের হানি হয় তবে রাজকীয় কার্য্যকারক দ্বারা বলপূর্ব্বক সেই কথা প্রচার করাণ যাইবে না ইতি।

Information as to commission of offences.

112. No Magistrate or police officer shall be compelled to say whence he got any information as to the commission of any offence.

অপরাধবিষয়ক সম্বাদ দেওয়ার কথা।

১১২ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট বা পোলীসের কর্ম্মকারক অপরাধ হওয়ার সন্ধান কোথায় পাইলেন তাহা তাহার দ্বারা বলক্রমে প্রচার করাণ যাইতে পারিবে না ইতি।

Professional communications.

113. No barrister, attorney, pleader or vakíl shall be permitted, unless with his client's express consent, to disclose any communication made to him in the course and for the purpose of his employment as such barrister, attorney or vakíl by or on behalf of his client, or to state the contents or condition of any document with which he has become acquainted in the course and for the purpose of his professional employment, or to disclose any advice given by him to his client in the course and for the purpose of such employment:

উকীল প্রভৃতির নিকট প্রকাশিত বাক্যের কথা।

১১৩ ধারা। কোন বারিষ্টরকে কিম্বা মোক্তারকে কিম্বা উকীলকে নিযুক্ত করণোদ্দেশে কিম্বা তাঁহার কর্ম্ম করণকালে তাঁহার মওক্কেল কিম্বা তৎপক্ষ কোন ব্যক্তি তাঁহাকে যে কথা কহে মওক্কেলের স্পষ্ট অনুমতি না হইলে ঐ বারিষ্টর কি মোক্তার কি উকীল তাহা প্রকাশ করিতে পাইবেন না এবং আপনার সেই কার্য্যক্রমে কিম্বা তদুপলক্ষে কোন দলীলের মর্ম্মের কি অবস্থার বিষয়ে যাহা জ্ঞাত হন তাহা প্রকাশ করিতে পাইবেন না এবং আপনার উক্ত কার্য্যক্রমে বা তদুপলক্ষে মওক্কেলকে যে পরামর্শ দেন তাহা প্রচার করিতে পাইবেন না।

Provided that nothing in this section shall protect from disclosure—

(1) any such communication made in furtherance of any criminal purpose;

(2) any fact, other than those mentioned in the former part of this section, observed by any barrister, attorney or vakíl in the course of such employment, whether his attention was or was not directed to such fact by or on behalf of his client.

Illustrations.

(a) A, a client, says to B, an attorney,—'I have committed forgery, and I wish you to defend me.'

As the defence of a man known to be guilty is not a criminal purpose, this communication is protected from disclosure.

(b) A, a client, says to B, an attorney—'I wish to obtain possession of property by the use of a forged deed on which I request you to sue.'

This communication, being made in furtherance of a criminal purpose, is not protected from disclosure.

(c) A being charged with embezzlement retains B, an attorney, to defend him. In the course of the proceedings, B observes that an entry has been made in A's account-book charging A with the sum said to have been embezzled, which entry was not in the book at the commencement of the proceedings.

This being a fact observed by B in the course of the proceedings, it is not protected from disclosure.

(d.) An attorney is asked the contents of a deed shown him by his client, or whether it was stamped, or whether it contained erasures.

He must not answer either of these questions without his client's express consent.

He is asked whether the deed produced in Court has been shown him during his employment, and whether it is now in the same state as to stamps, erasures or otherwise, as it was in when he saw it first.

He must answer the question, as it relates to facts observed by him during his employment.

114. If any party to a suit gives evidence therein at his own instance or otherwise, he shall not be deemed to have consented thereby to such disclosure as is mentioned in the last section, and if any party to a suit or proceeding calls any such barrister, attorney or vakíl as a witness, he shall be deemed to have consented to such disclosure only in so far as relates to the matters, as to which he requires such barrister, attorney or vakíl to testify, and as to such other matters as may appear to the Court necessary to be known in order to the full understanding thereof.

Waiver of privilege if party volunteers evidence.

কোম পক্ষ স্বইচ্ছাতে সাক্ষ্য দিলে বিশেষ ক্ষমতা ত্যাগ করণের কথা।

পরন্তু এই ধারাক্রমে নিম্নলিখিত কথা গোপনে রাখিবার অনুমতি নাই।

(১) অপরাধ ঘটিত কোন উদ্দেশ্য সাধন করণার্থে উক্ত প্রকারের যে কথা কহা যায় তাহা।

(২) মওক্কেল কিম্বা তৎপক্ষীয় অন্য ব্যক্তি এই ধারার পূর্ব্বভাগের উল্লিখিত বৃত্তান্তভিন্ন কোন বৃত্তান্তে বারিষ্টরের বা মোখ্তারের বা উকীলের মনোযোগ করাইলে বা না করাইলেও তিনি উক্ত কার্য্যক্রমে অন্য যে বৃত্তান্ত অবগত হন সেই বৃত্তান্ত।

উদাহরণ।

(ক) আমন্দ নামক মওক্কেল বলরাম নামক মোখ্তারকে কহে, আমি জালকরণ অপরাধ করিয়াছি আপনি আমার পক্ষসমর্থন করুন।

যাহাকে অপরাধি বলিয়া জানা যায় তাহার পক্ষসমর্থন করা অপরাধঘটিত অভিপ্রায় নয়, অতএব উক্ত কথা গুপ্ত রাখা যাইতে পারিবে।

(খ) আমন্দ নামক মওক্কেল বলরামনামক উকীলকে কহে আমি কৃত্রিম দলীল দেখাইয়া কোম সম্পত্তির অধিকার পাইতে চাহি তুমি সেই দলীলের উপর নালিশ কর।

অপরাধ সফল করিবার উদ্দেশে এই কথা কহা গেল অতএব তাহা অপ্রকাশ থাকিবার কথা নয়।

(গ) আমন্দের নামে তহবীল ভাঙ্গিবার অভিযোগ হওয়াতে তিনি আপনার পক্ষে উত্তর দিবার জন্যে বলরাম নামক উকীলকে নিযুক্ত করেন। আমন্দের নামে তহবীল ভাঙ্গিয়া যত টাকা লইবার অভিযোগ হয় আমন্দের খাতাবহীতে তত টাকা তাহার নামে খরচ লেখা আছে বলরাম মোকদ্দমার চলন সময়ে ইহা দেখিতে পান কিন্তু মোকদ্দমার আরম্ভে খাতায় সেই কথা লেখা ছিল না।

বলরাম মোকদ্দমার কার্য্য চলন সময়ে উক্ত ব্যাপার অবগত হইলেন অতএব তাহা অপ্রকাশ থাকার কথা নয়।

(ঘ) মওক্কেল উকীলকে যে দলীল দেখান অন্য ব্যক্তি উকীলের স্থানে সেই দলীলের মর্ম্ম জানিতে চাহিলেন কিম্বা তাহাতে ইষ্টাম্প দেওয়া গিয়াছে কি না কিম্বা পত্রের কোন কথা চাঁচিয়া ফেলা গেল কি না উকীলের নিকট এইং প্রশ্ন করেন।

মওক্কেল স্পষ্টরূপে অনুমতি না দিলে তিনি ঐং প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন না।

উকীল আদালতে যে দলীল উপস্থিত করেন তাহা তাঁহার নিযুক্ত হইবার পরে তাঁহাকে দেখান গিয়াছে কি না ও প্রথম যখন দেখিলেন তখন যেং ইষ্টাম্প ছিল ও যেং কথা চাঁচিয়া ফেলা গেল ইত্যাদি অন্যং বিষয়ে ঐ দলীল এখনও তদ্রূপ আছে কি না এই প্রশ্ন করা গেল।

তাঁহার নিযুক্ত হইবার পর যেং বৃত্তান্ত তাঁহার চক্ষুতে পড়িয়াছে তদ্বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।

১১৪ ধারা। মোকদ্দমার কোন পক্ষ আপন ইচ্ছামতে কিম্বা অন্য কারণে সাক্ষ্য দিলে তৎপ্রযুক্ত তিনি ইহার পূর্ব্ব ধারার লিখিত কথা প্রকাশ করণবিষয়ে সম্মত হইয়াছেন এমত জ্ঞান করিতে হইবে না। মোকদ্দমার কিম্বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কোন পক্ষ পূর্ব্বোক্ত বারিষ্টরকে বা মোখ্তারকে বা উকীলকে সাক্ষিস্বরূপ আহ্বান করিলে যদ্বিষয়ে ঐ বারিষ্টরের কি মোখ্তারের কি উকীলের সাক্ষ্য প্রার্থনা করে তদ্বিষয়ের সহিত এবং তাহা সম্যকরূপে বোধগম্য করিবার জন্যে অন্য যেং বিষয় জ্ঞাত হওয়া আদালতের আবশ্যক বোধ হয় তদ্বিষয়ের সহিত যতদূর সম্পর্ক থাকে উক্ত পক্ষ কেবল ততদূর তাহা প্রকাশ করণ বিষয়ে সম্মত হইয়াছেন জ্ঞান হইবে ইতি।

115. No one shall be compelled to disclose to the Court any confidential communication which has taken place between him and his legal professional adviser, unless he offers himself as a witness, in which case he may be compelled to disclose any such communications as may appear to the Court necessary to be known in order to explain, or to test the truthfulness of any evidence which he has given, but no others.

Confidential communication with legal advisers.

১১৫ ধারা। কোন ব্যক্তি ব্যবহারাজীবের সঙ্গে পরামর্শ করণকালে বিশ্বাসপূর্ব্বক যে কথা জ্ঞাত করে আদালতে তাহার দ্বারা বলপূর্ব্বক সেই কথা প্রচার করাণ যাইতে পারিবে না। কিন্তু যদি নিজে সাক্ষী হইবার প্রস্তাব করে, তবে যে সাক্ষ্য দেয় তাহার ব্যাখ্যা করণার্থে কিম্বা তাহার সত্যতার পরীক্ষা করণার্থে উক্ত কথার যে অংশ আদালতের বিবেচনায় প্রকাশ করা আবশ্যক হয়, তাহার দ্বারা বলপূর্ব্বক সেই কথা প্রকাশ করাইতে পারা যাইবে অন্য কথা নয় ইতি।

উকীলপ্রভৃতির নিকট বিশ্বাস পূর্ব্বক যে কথা কহা যায় তাহার কথা।

116. No witness who is not a party to a suit shall be compelled to produce his title-deeds to any property or any document in virtue of which he holds any property as pledge or mortgagee, or any document the production of which might tend to criminate him, unless he has agreed in writing to produce them with the person seeking the production of such deeds or some person through whom he claims.

Production of witness' title-deeds.

১১৬ ধারা। মোকদ্দমার এক পক্ষভিন্ন কোন সাক্ষির সম্পত্তির যে আগমপত্র থাকে কিম্বা যে দলীলের শক্তিতে সে বোধ কি বন্ধকগ্রহীতাস্বরূপ কোন সম্পত্তি ভোগ করে কিম্বা অন্য যে দলীল উপস্থিত করা গেলে তাহাকে অপরাধী করা যাইতে পারিবে, সে ঐ দলীল উপস্থিত করিবার প্রার্থকের নিকট কিম্বা তাঁহার দ্বারা অন্য দাওয়াদারের নিকট ঐ দলীল উপস্থিত করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা লিখিয়া না দিলে তাহার দ্বারা বলপূর্ব্বক সেই দলীল উপস্থিত করাণ যাইতে পারিবে না ইতি।

সাক্ষির আগমপত্র উপস্থিত করিবার কথা।

117. No one shall be compelled to produce documents in his possession which any other person would be entitled to refuse to produce if they were in his possession, unless such last-mentioned person consents to their production.

Production of document belonging to another person.

১১৭ ধারা। কোন ব্যক্তির নিকট দলীল থাকিলে যদি তাহা দেখাইতে তাহার অস্বীকার করিবার অধিকার থাকে তবে তাহার অনুমতি না হইলে অন্য ব্যক্তির নিকট তাহার সেই দলীল বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাণ যাইতে পারিবে না ইতি।

অপর ব্যক্তির দলীল উপস্থিত করিবার কথা।

118. A witness shall not be excused from answering any question as to any matter relevant to the matter in issue in any suit or in any civil or criminal proceeding upon the ground that the answer to such question will criminate, or may tend, directly or indirectly, to criminate such witness, or that it will expose or tend, directly or indirectly, to expose such witness to a penalty or forfeiture of any kind:

Witness bound to answer criminating questions.

১১৮ ধারা। কোন মোকদ্দমায় কিম্বা দেওয়ানী কি ফৌজদারী কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যে যে বিষয় লইয়া বিবাদ হয় সাক্ষির নিকট তৎসম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কোন বিষয়ের প্রশ্ন হইলে, সেই প্রশ্নের উত্তর দিলে আমার অপরাধী হইতে হইবে, কিম্বা তদ্দ্বারা আমাকে স্পষ্টরূপে বা চক্রান্তে অপরাধী করা যাইতে পারিবে, কিম্বা আমার অর্থ কি সম্পত্তিদণ্ডের দায়ী হইতে হইবে কিম্বা তদ্দ্বারা আমাকে স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে দণ্ডের দায়ী করা যাইতে পারিবে ইহা বলিয়া ঐ সাক্ষির ঐ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষমা হইবে না।

যে প্রশ্নদ্বারা সাক্ষিকে অপরাধী করা যায় তাহার সেই প্রশ্নের উত্তর দিতেই হইবার কথা।

Provided that no such answer, which a witness shall be compelled to give, shall subject him to any arrest or prosecution, or be proved against him in any criminal proceeding, except a prosecution for giving false evidence by such answer.

Proviso.

কিন্তু সাক্ষির স্থানে বলপূর্ব্বক সেই প্রশ্নের উত্তর লওয়া গেলেও, সেই উত্তর ক্রমে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার যে অভিযোগ হইতে পারে তদ্ভিন্ন ঐ সাক্ষী তদ্ধেতুক ফৌজদারী মোকদ্দমাপ্রভৃতিতে অসিদ্ধ বা অভিযুক্ত হইতে পারিবে না ও তাহার বিপক্ষ সেই উত্তরের প্রমাণ করা যাইবে না ইতি।

উপবিধি।

119. No person charged with an offence shall be a competent witness for or against himself, or for or against any person charged jointly with him.

Persons jointly charged with offence.

১১৯ ধারা। কোন ব্যক্তির নামে অপরাধের অভিযোগ হইলে সে আপনার সপক্ষ বা বিপক্ষ, কিম্বা তাহার সহিত অন্য যে ব্যক্তির অভিযোগ হয় তাহার সপক্ষ বা বিপক্ষ যথাযোগ্য সাক্ষী হইবে না ইতি।

একত্র অপরাধ করিবার অভিযোগ হইলে তাহার কথা।

120. Evidence of the examination before the Magistrate of any accused person or of any confession made by any accused person, which might be proved as against such person, may be given against any person jointly accused with him in reference to the same transaction.

Examination or confession of accused as against a person jointly accused.

১২০ ধারা। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষার কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকার-বাক্যের যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তাহা যদি সেই ব্যক্তির বিপক্ষে প্রমাণীকৃত হইতে পারে তবে সেই ব্যাপারোপলক্ষে তাঁহার সহিত অভিযুক্ত অন্য ব্যক্তিরও বিপক্ষে ঐ সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে ইতি।

অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা বা দোষ স্বীকার করণ সহ-অভিযুক্ত ব্যক্তির বিপক্ষ হওয়ার কথা।

121. In determining whether any one of two or more persons jointly accused of any offence is guilty, the Court may have regard to any statement made by any other such person under the provisions of the law for the time being relating to the examination or addresses to the Court of persons accused.

Statement by person jointly accused.

১২১ ধারা। কোন অপরাধের সহ-অপরাধী বলিয়া দুই বা তদধিক জনের নামে অভিযোগ হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পরীক্ষার বিষয়ে কিম্বা আদালতে তাহারদের প্রচারিত কথার বিষয়ে যৎকালে যে আইন প্রচলিত হয় সেই আইনের বিধানানুসারে তাহারদের কোন ব্যক্তি যে কথা কহে আদালত তাহারদের অন্যতর ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করণে ঐ উক্তির প্রতি লক্ষ করিতে পারিবেন ইতি।

অন্যের সহিত অভিযুক্ত ব্যক্তির উক্তির কথা।

122. An accomplice shall be a competent witness against an accused person.

Accomplice.

১২২ ধারা। সহায় ব্যক্তি অভিযুক্ত ব্যক্তির বিপক্ষে যথাযোগ্য সাক্ষী হইবে ইতি।

সহায়ের কথা।

123. No particular number of witnesses shall in any case be required for the proof of any fact.

Number of witnesses.

১২৩ ধারা। কোন বৃত্তান্তের প্রমাণার্থে সাক্ষিদের কোন বিশেষ সংখ্যা ধরিতে হইবে না ইতি।

সাক্ষিদের সংখ্যার কথা।

Chapter XII.—Of the administration of oaths.

১২ পরিচ্ছেদ।—শপথ করাইবার কথা।

124. All witnesses are bound to state the truth in their evidence.

Witnesses.

১২৪ ধারা। সাক্ষ্য দেওন কালে সকল সাক্ষী সত্য কহিতে আবদ্ধ ইতি।

সাক্ষিদের কথা।

125. The Court shall administer to all witnesses an oath in the following form:—

"I solemnly affirm in the presence of Almighty God that what I shall state shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth."

Except in the following cases:—

(1.) The Court may, in its discretion, permit any witness to omit the words "in the presence of Almighty God" in the said form, and shall do so if it is satisfied that the witness has a conscientious objection to their use, or does not understand them, or regards them as unmeaning or useless.

(2.) If the Court has reason to believe that any witness attaches peculiar sanctity to any form of swearing, and that the employment of such form of swearing would be likely to make him tell the truth, it may employ that form either instead of or in addition to the form above-mentioned, and either in relation to the whole of the witness' evidence, or in relating to such part of it as has reference to any particular fact.

Form of oath.

১২৫ ধারা। আদালত সকল সাক্ষিকে নিম্নলিখিত পাঠে শপথ করাইবেন,

"আমি যাহা কহিব তাহা সত্য ও সম্পূর্ণ সত্য হইবে ও সত্যভিন্ন কহিব না সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ মানিয়া ইহা ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিলাম।"

নিম্নলিখিত স্থলে সেই পাঠের ব্যবহার হইবে না।

(১) উক্ত পাঠে "সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে প্রতক্ষে মানিয়া" যে কথা আছে আদালত আপন বিবেচনামতে কোন সাক্ষিকে সেই কথা ত্যাগ করিতে দিবেন। এবং সাক্ষী ধর্ম্মভয়ে ঐ কথা ব্যবহার করিতে চাহে না, কিম্বা ঐ কথা বুঝে না, বা সেই কথা অনর্থক ও নিষফল জ্ঞান করে আদালতের এমত বোধ হইলে তাহাকে ঐ কথা উচ্চারণ করিতে দিবেন না।

(২) সাক্ষী অন্য কোন প্রকারে শপথ করিলে আপনাকে ধর্ম্মবদ্ধ জ্ঞান করিবেন, ও তাহাকে সেই প্রকারে শপথ করাইলে তাহার সত্য কথা কহা সম্ভাবনা, আদালত কোন কারণে এমত জ্ঞান করিলে, পূর্ব্বোক্ত পাঠে শপথ না করাইয়া সেই অন্য পাঠে কিম্বা ঐ উভয় পাঠে শপথ করাইবেন, এবং সাক্ষির সমুদয় সাক্ষ্য বিষয়ে কিম্বা কোন বিশেষ বৃত্তান্তের সহিত ঐ সাক্ষ্যের যে অংশের সম্পর্ক থাকে সেই অংশ বিষয়ে তদ্রূপে শপথ করাইবেন ইতি।

126. All persons who are appointed to act as interpreters or translators by any Court, whether generally or on any particular occasion, shall be deemed to be public servants, and shall well and truly interpret or translate such matters as they shall be required to interpret or translate to the best of their ability; but such persons shall not be sworn to interpret or translate.

Interpreters and translators.

১২৬ ধারা। আদালত কর্ত্তৃক কোন ব্যক্তিরা সাধারণমতে কিম্বা কোন বিশেষ সময়ে দোভাষি বা অনুবাদকের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলে, তাঁহারদিগকে রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। ও তাঁহারদের প্রতি যে২ কথার অর্থ কি অনুবাদ করিতে আদেশ করা যায় তাঁহারা আপনারদের সাধ্যমতে উত্তম ও যথার্থরূপে তাহার অনুবাদ ও অর্থ করিবেন কিন্তু অর্থ বা অনুবাদ করিব বলিয়া তাঁহারদিগকে শপথ করাণ যাইবে না ইতি।

দোভাষিদের ও অনুবাদকদের কথা।

Chapter XIII.—Of the examination of witnesses.

১৩ পরিচ্ছেদ।—সাক্ষিদের পরীক্ষার কথা।

127. The order in which witnesses are produced and examined shall be regulated as follows:—

Power to produce evidence and question witnesses.

১২৭ ধারা। সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করাইয়া তাহারদের পরীক্ষা করিবার ক্রমের এই২ বিধান।

সাক্ষ্য উপস্থিত করাইবার ও সাক্ষিদের নিকট প্রশ্ন করিবার ক্ষমতার কথা।

(1.) In High Courts, by the law and practice of those Courts for the time being.

(১) হাই কোর্টে হইলে ঐ কোর্টে যৎকালীন যে ব্যবস্থা ও রীতি চলে তদনুসারে,

(2.) In the proceedings under the Codes of Civil and Criminal Procedure, by the laws for the time being relating to Civil and Criminal Procedure, respectively.

(২) দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের কার্য্য বিধানের আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্য্য হইলে, উক্ত দেওয়ানী বা উক্ত ফৌজদারী কার্য্যবিধান সম্পর্কে যৎকালীন যে আইন প্রচলিত হয় তদনুসারে।

(3.) In other cases, by the discretion of the Court.

(৩) অন্য২ স্থলে আদালতের বিবেচনামতে।

128. When either party proposes to give evidence of any fact, the Judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact, if proved, would be relevant, and the Judge shall admit the evidence if he think that the fact if proved would be relevant and not otherwise.

Judge to decide as to relevancy of facts.

১২৮ ধারা। কোন এক পক্ষ কোন বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিতে প্রস্তাব করিলে, ঐ কথিত বৃত্তান্ত প্রমাণীকৃত হইলে কি প্রকারে প্রাসঙ্গিক হয় বিচারপতি ঐ সাক্ষ্য দেওনের প্রস্তাবকারিকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন। ও সেই বৃত্তান্তের প্রমাণ হইলে তাহা প্রাসঙ্গিক হয় বিচারপতি এমত জ্ঞান করিলে ঐ সাক্ষ্য গ্রাহ্য করিবেন নতুবা করিবেন না।

বৃত্তান্তের প্রাসঙ্গিকতার কথা বিচারপতির নির্ণয় করণের কথা।

If the fact proposed to be proved is one of which evidence is admissible only upon proof of some other fact, such last-mentioned fact must be proved before evidence is given of the fact first-mentioned.

যে বৃত্তান্ত প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয় অন্য বৃত্তান্তের প্রমাণ ভিন্ন তাহার সাক্ষ্য গ্রাহ্য না হইলে প্রথমোক্ত বৃত্তান্তের প্রমাণ দিবার পূর্ব্বে শেষোক্ত বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে হইবে।

If the relevancy of one alleged fact depends upon another alleged fact being first proved, the Judge may in his discretion either permit evidence of the first fact to be given before the second fact is proved, or require evidence to be given of the second fact before evidence is given of the first fact.

কথিত এক বৃত্তান্তের প্রমাণ না হইলে যদি কথিত অন্য বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক না হয়, তবে বিচারপতি স্বীয় বিবেচনামতে দ্বিতীয় বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার পূর্ব্বে প্রথম বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিবার অনুমতি দিবেন কিম্বা প্রথম বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিবার পূর্ব্বে দ্বিতীয় বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিবার আদেশ করিবেন ইতি।

Illustrations.

উদাহরণ।

(*a.*) It is proposed to prove a statement about a relevant fact by a person alleged to be dead, which statement is relevant under section thirty-eight.

The fact that the person is dead must be proved before evidence is given of the statement.

(ক) কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে কথিত হইয়া প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের বিষয়ে সেই ব্যক্তির উক্তি প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয়, ও ৩৮ ধারামতে সেই উক্তি প্রাসঙ্গিক।

এই স্থলে, ঐ উক্তির প্রমাণ দিবার পূর্ব্বে উক্ত ব্যক্তির যে মৃত্যু হইয়াছে এই বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে হইবে।

(*b.*) It is proposed to prove the contents of a document said to be lost by a copy.

The fact that the original is lost must be proved before the copy is produced.

(খ) কোন দলীল হারাইয়াছে বলিয়া প্রতিলিপি দ্বারা তাহার মর্ম্মের প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয়।

মূলপত্র যে হারাইয়াছে প্রতিলিপি উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে ইহার প্রমাণ করিতে হইবে।

(c.) A is accused of receiving stolen property knowing it to have been stolen.

It is proposed to prove that he denied the possession of the property.

The relevancy of the denial depends on the identity of the property. The Court may in its discretion either require the property to be identified before the denial of the possession is proved, or permit the denial of the possession to be proved before the property is identified.

(গ) আমন্দের নামে চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া গ্রহণ করিবার অভিযোগ হইল।

ঐ দ্রব্য তাহার নিকট নাই তাহার এই কথা প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয়।

ঐ দ্রব্য প্রকৃত সেই দ্রব্য কি না তদনুসারে তাহার অস্বীকার বাক্য প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিক হইবে। অতএব ঐ দ্রব্য তাহার নিকট নাই এই কথার প্রমাণ হইবার পূর্ব্বে আদালত আপনার বিবেচনামতে ঐ দ্রব্য নিশ্চিত করিবার আজ্ঞা দিবেন, অথবা ঐ দ্রব্য নিশ্চিত হইবার পূর্ব্বে ঐ দ্রব্য তাহার নিকট নাই এই কথার প্রমাণ করিবার অনুমতি দিবেন।

129. The examination of the witness by the party who calls him shall be called his examination-in-chief.

Examination-in-chief.

The examination of the witness by the adverse party shall be called his cross-examination.

Cross-examination.

The examination subsequent to the cross-examination by the party who called the witness shall be called his re-examination.

Re-examination.

১২৯ ধারা। যে পক্ষ সাক্ষিকে আহ্বান করে তাহার দ্বারা সাক্ষির যে পরীক্ষা হয় তাহা মুখ্য পরীক্ষা বলা যায়, বিপক্ষ পক্ষদ্বারা ঐ সাক্ষির যে পরীক্ষা হয় তাহা কূটপরীক্ষা কহা যায়।

মুখ্য পরীক্ষা।

কূটপরীক্ষার কথা।

পুনঃপরীক্ষার কথা।

যে ব্যক্তি সাক্ষিকে আহ্বান করে কূটপরীক্ষার পর তাহার দ্বারা ঐ সাক্ষির যে পরীক্ষা হয় তাহা পুনঃপরীক্ষা বলা যায় ইতি।

130. Witnesses shall be first examined-in-chief, then (if the adverse party so desires) cross-examined, then (if the party calling him so desires) re-examined.

Order of examinations. Direction of re-examination.

The examination and cross-examination must relate to relevant facts, but the cross-examination need not be confined to the facts to which the witness testified on his examination-in chief.

The re-examination shall be directed to the explanation of matters referred to in cross-examination, and if new matter introduced in re-examination, the adverse party may further cross-examine upon that matter.

১৩০ ধারা। প্রথমে সাক্ষিদের মুখ্য পরীক্ষা হইবে। পরে বিপক্ষ পক্ষের ইচ্ছা হইলে তাহার কূটপরীক্ষা হইবে। যে পক্ষ তাহাকে আহ্বান করিল তৎপশ্চাৎ তাহার ইচ্ছা হইলে সাক্ষির পুনঃপরীক্ষা হইবে।

পরীক্ষা ও কূটপরীক্ষা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত ধরিয়া করিতে হইবে। কিন্তু মুখ্য পরীক্ষাকালে সাক্ষী যে বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দেয়, কূটপরীক্ষাকালে সেই বৃত্তান্তভিন্ন অন্য বৃত্তান্তেরও সাক্ষ্য লওয়া যাইতে পারিবে।

কূটপরীক্ষাকালে যে২ বিষয়ের উল্লেখ হয়, তাহার ব্যাখ্য করণোদ্দেশে পুনঃপরীক্ষা হইবে। পুনঃপরীক্ষাকালে কোন নূতন বিষয় উপস্থিত করা গেলে বিপক্ষ পুনরায় সেই বিষয় ধরিয়া কূটপরীক্ষা করিতে পারিবেন ইতি।

পরীক্ষা লইবার ক্রম। পুনঃপরীক্ষার আজ্ঞার কথা।

131. A witness called merely to produce a document may be cross-examined by the party who does not call for the document, although such witness gives no evidence in the case.

Cross-examination of person called to produce a document.

১৩১ ধারা। কোন সাক্ষী কেবল দলীল দেখাইবার নিমিত্তে আহূত হইলে ও মোকদ্দমায় কোন সাক্ষ্য না দিলেও, যে পক্ষ ঐ দলীল আনাইল না তাঁহারদ্বারা ঐ সাক্ষির কূটপরীক্ষা হইতে পারিবে ইতি।

দলীল দেখাইবার জন্যে আহূত ব্যক্তির কূটপরীক্ষার কথা।

Witnesses to character.

132. Witnesses to character may be cross-examined and re-examined.

১৩২ ধারা। চরিত্রবিষয়ক সাক্ষিদের কূটপরীক্ষা ও পুনঃপরীক্ষা হইতে পারিবে ইতি।

চরিত্র বিষয়ক সাক্ষিদের কথা।

133. Any question suggesting the answer which the person who puts it wishes or expects to receive, is called a leading question.

Leading questions.

১৩৩ ধারা। প্রশ্নকারি ব্যক্তি প্রশ্নের যে উত্তর পাইবার ইচ্ছা বা আশা রাখে প্রশ্নদ্বারাই সেই উত্তর জানা গেলে তাহাকে উত্তরলক্ষ্য প্রশ্ন বলা যায় ইতি।

বিশেষ উত্তরলক্ষ্য প্রশ্নের কথা।

134. Leading questions must not, if objected to by the adverse party, be asked in an examination-in-chief, or in a re-examination, except with the permission of the Court.

When they must not be asked.

১৩৪ ধারা। উত্তরলক্ষ্য কোন প্রশ্ন বিষয়ে বিপক্ষ পক্ষের আপত্তি হইলে আদালতের অনুমতিবিনা মুখ্য পরীক্ষা বা পুনঃপরীক্ষাকালে ঐ প্রশ্ন করা যাইবে না।

যে স্থলে তদ্রূপ প্রশ্ন করা অবিধেয় তাহার কথা।

The Court shall permit leading questions as to matters which are introductory or undisputed, or which have, in its opinion, been already sufficiently proved.

When they may be asked.

135. Leading questions may be asked in cross-examination.

Evidence as to matters in writing.

136. Any witness may be asked, whilst under examination, whether any matter as to which he is giving evidence was not stated in a document, and if he says that it was, or if he is about to make any statement as to the contents of any document, or as to any material thing which, in the opinion of the Court, ought to be produced, the adverse party may object to such evidence being given until such document or material thing is produced, or until facts have been proved which entitle the party who called the witness to give secondary evidence of it.

Explanation.—A witness may give oral evidence of statements made by other persons about the contents of documents if such statements are in themselves relevant facts.

Illustration.

The question is whether A assaulted B.

C deposes that he heard A say to D—'B wrote a letter accusing me of theft, and I will be revenged on him.' This statement is relevant, as showing A's motive for the assault, and evidence may be given of it though no other evidence is given about the letter.

Cross-examination as to previous statements in writing.

137. A witness may be cross-examined as to previous statements made by him in writing or reduced into writing and relevant to matters in question without such writing being shown to him; but if it is intended to contradict him by the writing, his attention must, before the writing can be proved, be called to those parts of it which are to be used for the purpose of contradicting him.

Questions lawful in cross-examination.

138. When a witness is cross-examined, he may, in addition to the questions hereinbefore referred to, be asked any questions which tend to test his veracity, or to shake his credit, by injuring his character, although the answer to such questions might tend directly or indirectly to criminate him or might expose or tend directly or indirectly to expose him to a penalty or forfeiture.

কোন কথা উপস্থিত করণোদ্দেশে যে বিষয় ব্যক্ত হয় সেই বিষয়ের কিম্বা অবিবাদীয় বিষয়ের কিম্বা আদালতের বিবেচনায় কোন বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ হইলে পর আদালত সেইং বিষয়ের উত্তরলক্ষ্য প্রশ্ন করিতে দিবেন ইতি।

যে স্থলে ঐ প্রশ্ন বিধেয় তাহার কথা।

১৩৫ ধারা। কূটপরীক্ষাকালে উত্তরলক্ষ্য প্রশ্ন করা যাইতে পারিবে ইতি।

লিখিত কথার সাক্ষ্যের কথা।

১৩৬ ধারা। কোন সাক্ষির পরীক্ষা হইতেছে এমন সময়ে তুমি যে বিষয়ের সাক্ষ্য দিতেছ তাহা কোন দলীলে লেখা আছে কি না তাহার নিকট এই প্রশ্ন করা যাইতে পারিবে, ও সে স্বীকার করিলে কিম্বা দলীলের মর্ম্ম বিষয়ে কিম্বা আদালতের বিবেচনায় যে দ্রব্য উপস্থিত করা কর্ত্তব্য এমত দ্রব্য বিষয়ে কোন কথা কহিতে উদ্যত হইলে সেই দ্রব্য কি দলীল যতকাল উপস্থিত না করা যায় কিম্বা যে বৃত্তান্তের প্রমাণ হইলে সাক্ষির আহবানকারি ব্যক্তির গৌণসাক্ষ্য দিবার অধিকার হয় যত কাল সেই বৃত্তান্তের প্রমাণ না করা যায় বিপক্ষ ব্যক্তি তত কাল ঐ সাক্ষ্য দেওনের আপত্তি করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—দলীলের মর্ম্ম বিষয়ে অন্য ব্যক্তিদের উক্তি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত হইলে সাক্ষী সেই উক্তির বাচনিক সাক্ষ্য দিতে পারিবেন ইতি।

উদাহরণ।

আমন্দ বলরামের প্রতি আক্রমণ করিল কি না এই প্রশ্ন হইল।

বলরাম পত্র লিখিয়া আমার নামে চৌর্য্যাপরাধের অভিযোগ করিয়াছে আমিও তাহার প্রতিহিংসা করিব আমন্দ দীননাথকে এই কথা কহিল, চন্দ্র কহে আমি সেই কথা শুনিয়াছি। এই কথার দ্বারা আমন্দের মনে আক্রমণ করিবার প্রবর্ত্তকভাব প্রকাশ হয়, অতএব প্রাসঙ্গিক কথা হওয়াতে ঐ পত্রের অন্য সাক্ষ্য না দেওয়া গেলেও উক্ত কথার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে।

লিখিত পূর্ব্বোক্তির কূটপরীক্ষার কথা।

১৩৭ ধারা। সাক্ষী যদি লিখিয়া কোন উক্তি করে কিম্বা করিবার পর তাহা লিখিয়া দেয় তবে সেই কথা বিবাদীয় বিষয়ে প্রাসঙ্গিক কথা হইলে ঐ লিখন তাহাকে না দেখাইয়া তাহার সেই কথার বিষয়ে কূটপরীক্ষা হইতে পারিবে। কিন্তু যদি সেই লিখনদ্বারা তাহার উক্তি খণ্ডন করিবার অভিপ্রায় থাকে, তবে ঐ লিখনের যেং কথার দ্বারা তাহার কথা খণ্ডিবার অভিপ্রায় হয় ঐ লিখনের প্রমাণ করিবার পূর্ব্বে সেইং কথার প্রতি তাহাকে মনোযোগ করাইতে হইবে ইতি।

কূটপরীক্ষাকালে যে প্রশ্ন বিধেয় হয় তাহার কথা।

১৩৮ ধারা। সাক্ষির কূটপরীক্ষা হওনকালে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নভিন্ন অন্য যেং প্রশ্নের দ্বারা তাহার সত্যবাদিতার পরীক্ষা হয় কিম্বা তাহার চরিত্রের দোষ প্রকাশ করণদ্বারা তাহার বিশ্বস্ততার প্রতি সন্দেহ জন্মে, সেই প্রশ্ন তাহাকে স্পষ্টরূপে বা চক্রান্তে অপরাধি করিবার ভাবাপন্ন হইলেও কিম্বা তদ্দ্বারা তাহার অর্থ কি সম্পত্তিদণ্ড হইবার সম্ভাবনা হইলে কিম্বা স্পষ্টরূপে বা চক্রান্তে তাহার সেই দণ্ড হইবার সম্ভাবনার প্রবর্ত্তক হইলেও, তাহাকে ঐ প্রশ্ন করা যাইতে পারিবে ইতি।

When witness to be compelled to answer.

139. If any such question relates to a matter relevant to the suit or proceeding, the provisions of section one hundred and eighteen shall apply thereto.

যে স্থলে সাক্ষির উত্তর বলক্রমে লওয়া যাইবে তাহার কথা।

১৩৯ ধারা। উক্ত কোন প্রশ্ন মোকদ্দমার কিম্বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যের প্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রশ্ন হইলে তাহার প্রতি ১১৮ ধারার বিধান বর্ত্তিবে ইতি।

When witness not to be compelled to answer.

140. If any such question relates to a matter not relevant to the suit or proceeding, except in so far as it affects the credit of the witness by injuring his character, the witness shall not be compelled to answer it, and if he does answer it, or refuses to answer it, no evidence shall be given of any such answer or refusal to answer in any subsequent suit or proceeding, except a criminal prosecution of such witness for giving false evidence by such answer.

যে স্থলে সাক্ষির উত্তর বলক্রমে লওয়া যাইবে না তাহার কথা।

১৪০ ধারা। পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন মোকদ্দমার কিম্বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যের অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রশ্ন হইলে সাক্ষির স্থানে বলক্রমে তাহার উত্তর লওয়া যাইবে না। কেবল তাহার চরিত্রদোষ প্রকাশ করণদ্বারা তাহার বিশ্বাসযোগ্যতার হানি হইতে পারিলে তাহার সেই প্রশ্নের উত্তর দিতেই হইবে। অন্যস্থানে উত্তর দিলে বা উত্তর দিতে অস্বীকার করিলে ঐ উত্তরে মিথ্যা সাক্ষ্য দিল বলিয়া তাহার নামে অপরাধের যে অভিযোগ হইতে পারিবে তদ্ভিন্ন অন্য মোকদ্দমায় কি আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ঐ উত্তরের কিম্বা উত্তর দিবার অনঙ্গীকারের সাক্ষ্য দেওয়া যাইবে না ইতি।

No such question to be asked by barrister, &c., without written instructions.

141. No such question as is mentioned in section one hundred and forty shall be asked by any barrister, advocate, attorney, pleader or other agent without express written instructions signed by the party on whose behalf he appears, or by the agent of such party.

বারিষ্টর প্রভৃতি লিখিত উপদেশ না পাইলে তাহার তদ্রূপে প্রশ্ন না করিবার কথা।

১৪১ ধারা। বারিষ্টর কি আডবোকেট কি টর্ণি কি উকীল বা অন্য মোক্তার যে ব্যক্তির সপক্ষে উপস্থিত হন, তাহার স্থানে কিম্বা তাহার কোন কর্ম্মকারকের স্থানে উক্ত প্রকারের প্রশ্ন করিবার স্পষ্ট লিখিত উপদেশ না পাইলে ১৪০ ধারার উল্লিখিত প্রশ্ন করিবেন না ইতি।

Court may require production of instructions. If none, or if insufficient, contempt of Court.

142. When any such question is asked by any such barrister, attorney, pleader or agent, the Court may, if it thinks fit, require from the person asking it the production of such written authority, and if he does not produce it, or if, when produced, it appears to the Court insufficient to authorize the question asked, the person asking such question shall be deemed to have committed a contempt of Court; but no such barrister, attorney, pleader or agent shall be held to have committed any other offence, or to have subjected himself to any civil proceedings by asking any such questions.

উপদেশপত্র দেখাইবার আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা। ও না থাকিলে কিম্বা উপযুক্ত না হইলে আদালতের অবজ্ঞা হওয়ার কথা।

১৪২ ধারা। উক্ত কোনবারিষ্টর কি টর্ণি কি উকীল কি মোক্তার উক্ত কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আদালত উচিত বোধ করিলে প্রশ্নকারিকে সেই লিখিত অনুমতি দেখাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। তিনি না দেখাইলে, কিম্বা দেখাইলেও যদি আদালত সেই অনুমতি ঐ প্রশ্ন করিবার প্রচুর অনুমতি জ্ঞান না করেন তবে ঐ প্রশ্নকারী আদালতের অবজ্ঞা করণাপরাধ করিয়াছেন এমত জ্ঞান হইবে। কিন্তু উক্ত বারিষ্টর কি টর্ণি কি উকীল কি মোক্তার তদ্রূপ কথা জিজ্ঞাসা করণ দ্বারা অন্য কোন অপরাধ করিলেন, কিম্বা দেওয়ানী কোন মোকদ্দমার যোগ্য হইয়াছেন এমত জ্ঞান করিতে হইবে না ইতি।

Court may impound instructions and deliver them to witness.

143. The Judge may, if he thinks fit, take possession of such written instructions upon their production and write upon them a memorandum identifying the document as one called for by him under the power hereby conferred upon him, and specifying the time, place and occasion on which, and the person by whom the question suggested in them was asked. The Judge shall sign such memorandum with his name and official title, and deliver the instructions and memorandum to the person of whom the question was asked. Upon the production in any civil or criminal proceeding of any

সেই উপদেশপত্র আদালতের আটক করিয়া সাক্ষিদিগকে দিবার কথা।

১৪৩ ধারা। উক্ত লিখিত উপদেশ দেখান গেলে আদালত বিহিত বোধ করিলে তাহা স্বীয় অধিকারে লইয়া এই আইন দ্বারা আমার প্রতি যে ক্ষমতা প্রদান করা গিয়াছে সেই ক্ষমতানুসারে এই দলীল আনাইবার আজ্ঞা করিলাম, এই কথা লিখিয়া ঐ পত্রের প্রস্তাবিত প্রশ্ন যে সময়ে যে স্থানে যে গতিকে ও যাহার দ্বারা করা গিয়াছে এই কথা ঐ দলীলের উপর লিখিবেন, এবং আপনার নাম ও পদের খ্যাতি লিখিয়া সেই লিখনে স্বাক্ষর করিয়া যে ব্যক্তির নিকট ঐ কথা জিজ্ঞাসা করা গেল তাঁহাকেই ঐ উপদেশ ও মন্তব্যাত্মকপত্র দিবেন। দেওয়ানী কিম্বা ফৌজদারী কোন মোকদ্দমায় তদ্রূপ দলীল বলিয়া কোন দলীল উপস্থিত করা

document purporting to be such a document, the Court shall presume that it is genuine, and that the person signing it published the imputation suggested by it with the intention of harming the reputation of the person of whom it was asked.

Such questions asked by party may be recorded.

144. When any such question is asked by any party to any suit or proceeding, the Judge may make a memorandum of the question or questions asked, and the answers given to them, and sign the same and give such memorandum to the witness of whom such question was asked.

Instructions and questions not privileged.

145. No such instructions and no such questions shall be deemed to fall within any of the exceptions to section four hundred and ninety-nine of the Indian Penal Code, or to be a privileged communication merely because the instructions were given or because the question was asked under the provisions of this Act.

Indecent and scandalous questions.

146. The Court may forbid any questions or inquiries which it regards as indecent or scandalous, although such questions or inquiries may have some bearing on the questions before the Court, unless they relate to facts in issue, or to matters absolutely necessary to be known in order to determine whether or not the facts in issue existed.

Questions intended to insult or annoy.

147. The Court shall forbid any question which appears to it to be intended to insult or annoy, or which, though proper in itself, appears to the Court needlessly offensive in form.

Exclusion of evidence to contradict answers to questions testiug veracity.

148. When a witness has been asked and has answered any question which is relevant to the inquiry only in so far as it tends to test his veracity or credibility, no evidence shall be given to contradict him; but if he answers falsely, he may afterwards be charged with giving false evidence.

Illustrations.

(*a.*) A claim against an underwriter is resisted on the ground of fraud.

The claimant is asked whether, in a former transaction, he had not made a fraudulent claim. He denies it.

গেলে, আদালত তাহা প্রকৃত অনুমান করিবেন। ও যাহার নিকট এ কথা জিজ্ঞাসা করা যায় ঐ পত্র স্বাক্ষরকারি ব্যক্তি তাহার মানের হানি করণাভিপ্রায়ে ঐ পত্রের প্রস্তারিত অপবাদ প্রকাশ করিল আদালত ইহা অনুমান করিবেন।

মোকদ্দমার একপক্ষ সেই প্রশ্ন করিলে তাহা লিপিবদ্ধ হইতে পারিবার কথা।

১৪৪ ধারা। কোন মোকদ্দমার কিম্বা আনষ্ঠানিক কার্য্যের একপক্ষ তদ্রূপ প্রশ্ন করিলে, বিচারপতি জিজ্ঞাসিত কথার ও উত্তরের মর্ম্ম লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া যে সাক্ষির নিকট ঐ কথা জিজ্ঞাসা করা যায় তাহাকে ঐ মর্ম্মাত্মক কথা দিবেন ইতি।

উপদেশ ও প্রশ্ন গোপনীয় না হওয়ার কথা।

১৪৫ ধারা। উক্ত কোন উপদেশ ও জিজ্ঞাসিত উক্ত কথা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৯৯ ধারার বর্জ্জিত কথার মধ্যে আইসে, কিম্বা যে উপদেশ দেওয়া গেল ও যে কথা জিজ্ঞাসা করা গেল তাহা এই আইনের বিধানমতে দেওয়া গেল ও করা গেল কেবল এই কারণে তাহা অপ্রকাশ থাকার উপযুক্ত কথা আছে, এমত জ্ঞান করিতে হইবে না ইতি।

লজ্জাকর ও নিন্দাজনক প্রশ্নের কথা।

১৪৬ ধারা। আদালতের সম্মুখে বিবাদীয় যে বিষয় উপস্থিত থাকে কোন প্রশ্ন কি জিজ্ঞাসা তৎসম্পর্কীয় হইলেও আদালত তাহা লজ্জাকর কি নিন্দাজনক জ্ঞান করিলে, সেই জিজ্ঞাসা কি প্রশ্ন করিবার নিষেধ করিতে পারিবেন। কিন্তু যদি ইস্যুঘটিত বৃত্তান্ত সম্পর্কীয় প্রশ্ন হয়, কিম্বা ইস্যুঘটিত বৃত্তান্ত সত্য কি না ইহা নির্ণয় করণার্থে যে কথা জ্ঞাত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক ঐ জিজ্ঞাসা কি প্রশ্ন যদি সেই কথা সম্পর্কীয় হয় তবে নিষেধ করিবেন না ইতি।

অপমান কি বিরক্ত করণার্থ প্রশ্নের কথা।

১৪৭ ধারা। অপমান করিবার কিম্বা বৈরক্তি জন্মাইবার উদ্দেশে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা যায়, কিম্বা সেই কথার দোষ না থাকিলেও যে ভাবে জিজ্ঞাসা করা যায় তাহাতে অনাবশ্যকমতে বৈরক্তি জন্মিতে পারে আদালত ইহা বোধ করিলে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতে নিষেধ করিবেন ইতি।

সত্যবাদিতার পরীক্ষার্থ প্রশ্নের উত্তর খণ্ডন করিবার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিবার কথা।

১৪৮ ধারা। অনুসন্ধানার্থ কার্য্যের প্রাসঙ্গিক কোন প্রশ্ন দ্বারা সাক্ষির সত্যবাদিতা কি বিশ্বাসযোগ্যতা যত দূর পরীক্ষা করা যায় তত দূর সেই প্রশ্ন করা গেলে ও তাহার উত্তর দেওয়া গেলে পর, ঐ সাক্ষির কথা খণ্ডাইবার কোন সাক্ষ্য দেওয়া যাইবে না। কিন্তু যদি তাহার উত্তরবাক্য সত্য না হয় তবে তৎপরে তাহার নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনাপরাধের অভিযোগ হইতে পারিবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) যে ব্যক্তি জাহাজের বিমাপত্র দেয় তাহার উপর টাকার দাওয়া হইলে প্রতারণা হইয়াছে বলিয়া সে ঐ দাওয়ার বিপক্ষতা করে।

ইহার পূর্ব্ব কোন ব্যাপারে দাওয়াদার প্রতারণাপূর্ব্বক কোন দাওয়া করিয়াছিল কি না, তাহার নিকট এই কথা জিজ্ঞাসা হওয়াতে সে অস্বীকার করিল।

Evidence is offered to show that he did make such a claim.

The evidence is inadmissible.

(*b.*) A witness is asked whether he was not dismissed from a situation for dishonesty. He denies it.

Evidence is offered to show that he was dismissed for dishonesty.

The evidence is not admissible.

(*c.*) A affirms that on a certain day he saw B at Lahore.

A is asked whether he himself was not on that day at Calcutta. He denies it.

Evidence is offered to show that A was on that day at Calcutta.

The evidence is admissible, not as contradicting A on a fact which affects his credit, but as contradicting the alleged fact that B was seen on the day in question in Lahore.

In each of these cases the witness might, if his denial was false, be charged with giving false evidence.

Exception 1.—If a witness is asked whether he has been previously convicted of any crime and does not admit it, evidence may be given of his previous conviction.

Exception 2.—If a witness is asked any question tending to impeach his impartiality and answers it by denying the facts suggested, he may be contradicted.

Cross-examination by party producing witness.

149. The Court may in its discretion permit the person who calls a witness to put any questions to him which might be put in cross-examination by the adverse party.

Impeaching credit of witness.

150. The credit of a witness may be impeached in the following ways by the adverse party, or with the consent of the Court, by the party who calls him :—

(1.) By the evidence of persons who testify that they, from previous knowledge of the witness, believe him to be unworthy of the credit.

A witness declaring another witness to be unworthy of credit may not, upon his examination-in-chief, give reasons for his belief, but he may be asked his reasons in cross-examination, and the answers which he gives cannot be contradicted, though, if they are false, he may afterwards be charged with giving false evidence.

(2.) By proof that the witness has been bribed or has had the offer of a bribe, or has received any othre corrupt inducement to give his evidence.

কিন্তু সেই প্রকারের দাওয়া করিয়াছিল ইহা দেখাইবার সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হইল।

ঐ সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইতে পারে না।

(খ) প্রবঞ্চনাহেতুক তোমাকে কর্ম্মহইতে ছাড়াইয়া দেওয়া গেল কি না, কোন সাক্ষির নিকট এই কথা জিজ্ঞাসা হওয়াতে সে তাহা অস্বীকার করিল।

প্রবঞ্চনাহেতুক তাহাকে কর্ম্মহইতে ছাড়াইয়া দেওয়া গেল ইহা দেখাইবার সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায়।

সেই সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইতে পারে না।

(গ) অমুক দিন লাহোরে বলরামকে দেখিলাম আমন্দ এই কথা কহিল।

তাহাতে তুমিই সেই দিনে কলিকাতায় ছিলা কি না আমন্দের নিকট এই কথা জিজ্ঞাসা হওয়াতে সে অস্বীকার করিল।

আমন্দ সেই দিনে কলিকাতায় ছিল ইহা দেখাইবার সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয়।

সেই সাক্ষ্য গ্রাহ্য। যে কথার দ্বারা আমন্দের বিশ্বাস যোগ্যতার হানি হইতে পারে তদ্বিষয়ে আমন্দের কথা খণ্ডাইবার জন্যে তাহা গ্রাহ্য নয়, কিন্তু সেই দিনে বলরামকে লাহোরে দেখিল তাহার এই কথা খণ্ডাইবার জন্যে ঐ সাক্ষ্য গ্রাহ্য।

উক্ত অন্যতর স্থলে সাক্ষী অস্বীকার করিয়া যে কথা কহিয়াছিল তাহা যদি মিথ্যা হয়, তবে তাহার নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনোপরাধে অভিযোগ হইতে পারিবে।

১ বর্জ্জনীয় কথা। ইহার পূর্ব্বে তোমার অমুকঅপরাধ নির্ণয় হইয়াছিল কি না সাক্ষির নিকট এই প্রশ্ন হইলে যদি তাহা স্বীকার না করে তবে পূর্ব্বে তাহার অপরাধ নির্ণয় হওয়ার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারিবে।

২ বর্জ্জনীয় কথা।—যে প্রশ্নদ্বারা সাক্ষিকে পক্ষপাতী বলিয়া জানা যাইতে পারে তাহার নিকট এমত প্রশ্ন হইলে সে যদি প্রস্তাবিত বৃত্তান্ত অস্বীকার করিয়া উত্তর দেয় তবে তাহার কথা খণ্ডান যাইতে পারিবে ইতি।

যে ব্যক্তি সাক্ষি উপস্থিত করে তাহার দ্বারা কূটপরীক্ষার কথা।

১৪৯ ধারা। বিপক্ষ পক্ষ কূটপরীক্ষা করিয়া যে প্রশ্ন করিতে পারে, যে ব্যক্তি সাক্ষিকে আহ্বান করে আদালত বিহিত বোধ করিলে তাহাকেও সাক্ষির নিকট সেই প্রকারের প্রশ্ন করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন ইতি।

সাক্ষির বিশ্বাসযোগ্যতা ভঙ্গ করণের কথা।

১৫০ ধারা। বিপক্ষ পক্ষ কিম্বা আদালতের অনুমতি হইলে যে ব্যক্তি সাক্ষিকে আহ্বান করে সেই ব্যক্তিও নিম্নলিখিত প্রকারে সাক্ষির বিশ্বাসযোগ্যতা ভঙ্গ করিতে পারিবে।

(১) আমরা পূর্ব্বাবধি এই সাক্ষিকে জানিয়া তাহাকে বিশ্বাসের অযোগ্য জ্ঞান করি, এই সাক্ষ্যদায়ি ব্যক্তিদের সাক্ষ্য দ্বারা।

এক সাক্ষী অন্য সাক্ষিকে বিশ্বাসের অযোগ্য কহিলে, সে মুখ্য পরীক্ষাকালে আপনার সেই জ্ঞানের হেতু জানাইতে আবদ্ধ নয়। কিন্তু কূটপরীক্ষা কালে তাহাকে সেই হেতুর প্রশ্ন করা যাইতে পারিবে ও তাহার উত্তর খণ্ডাইতে পারা যাইবে না। কিন্তু সেই উত্তর মিথ্যা হইলে পশ্চাৎ তাহার নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনের অভিযোগ হইতে পারিবে।

(২) সাক্ষিকে উৎকোচ দেওয়া গিয়াছে কিম্বা তাহাকে উৎকোচ দিবার প্রস্তাব হইয়াছে কিম্বা সাক্ষ্য দিবার প্রবর্ত্তনাস্বরূপ অন্য কোন কুটিল কার্য্য হইয়াছে ইহার প্রমাণ করণদ্বারা।

(3.) By proof of former statements inconsistent with any part of his evidence which is liable to be contradicted.

Illustrations.

(*a.*) A sues B for the price of goods sold and delivered to B.

C says that he delivered the goods to B.

Evidence is offered to show that, on a previous occasion, he said that he had not delivered the goods to B.

The evidence is admissible.

(*b.*) A is indicted for the murder of B.

C says that B, when dying, declared that A had given B the wound of which he died.

Evidence is offered to show that, on a previous occasion, C said that the wound was not given by A or in his presence.

The evidence is admissible.

151. When a witness whom it is intended to corroborate gives evidence of any relevant fact, he may be questioned as to any other facts which he observed at or near to the time or place at which such relevant fact occurred, and the truth of such statements is relevant if the Court is of opinion that proof of them would corroborate the testimony of the witness as to the relevant facts to which he testifies.

Corroborative facts are relevant.

Illustration.

A, an accomplice, gives an account of a robbery in which he took part. He describes various incidents unconnected with the robbery which occurred on his way to and from the place where it was committed.

Independent evidence of these facts may be given in order to corroborate his evidence as to the robbery itself.

152. If evidence is given that a witness has on a former occasion made a statement inconsistent with his evidence given in Court, evidence may be given, in reply, of any other statement made by such witness relating to the fact in question at or about the time when the fact took place or made at any time before any authorioy legally competent to investigate the fact.

Evidence in reply to evidence of former inconsistent statements.

153. A witness may, while under examination, refresh his memory by referring to any writing made by himself at the time of the transactions concerning which he is questioned, or so soon afterwards that the Court considers it likely that the transaction was at that time fresh in his memory.

Refreshing memory.

(৩) তাহার সাক্ষ্যের যে অংশ খণ্ডান যাইতে পারে সেই অংশসহিত তাহার পূর্ব্ব যে উক্তি অসঙ্গত হয় সেই উক্তির প্রমাণ করণদ্বারা।

উদাহরণ।

(ক) বলরামের নিকট কোন দ্রব্য বিক্রয় হইয়া তাহাকে দেওয়া গেলে আনন্দ ঐ দ্রব্যের মূল্য পাইবার নিমিত্ত বলরামের নামে নালিশ করে।

চন্দ্র কহে, আমি বলরামকে ঐ দ্রব্য দিয়াছিলাম।

কিন্তু বলরামকে ঐ দ্রব্য দি নাই সে পূর্ব্বে এই কথা কহিয়াছিল ইহা দেখাইবার সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায়।

সেই সাক্ষ্য গ্রাহ্য।

(খ) বলরামের বধ করণাপরাধে আনন্দের নামে অভিযোগ হয়।

যে আঘাতে আমার প্রাণ বিয়োগ হইতেছে আনন্দদ্বারা আমার সেই আঘাত হইয়াছে বলরাম মুমূর্ষু কালে এই কথা কহিল, চন্দ্রের এই সাক্ষ্য।

কিন্তু আনন্দের দ্বারা কিম্বা তাহার সাক্ষাৎ ঐ আঘাত করা যায় নাই চন্দ্র পূর্ব্ব কোন সময়ে এই কথা কহিল ইহার সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায়।

সেই সাক্ষ্য গ্রাহ্য।

১৫১ ধারা। যে সাক্ষির কথা প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায় থাকে সে প্রাসঙ্গিক কোন বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিলে, সেই প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত যে সময়ে ও স্থানে ঘটিয়াছিল, তৎসন্নিহিত কোন সময়ে ও স্থানে অন্য যে বৃত্তান্ত জানিতে পাইয়াছিল, সেই বৃত্তান্ত বিষয়ে তাহাকে প্রশ্ন করা যাইতে পারে। এবং সাক্ষী যে প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দেয় সেই উক্তির প্রমাণ সেই সাক্ষ্যের প্রতিপাদক হয় আদালতের এই অভিমত থাকিলে ঐ উক্তির সত্যতাই প্রাসঙ্গিক হয় ইতি।

প্রতিপাদক বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হইবার কথা।

উদাহরণ।

আনন্দ কোন দস্যুতা ব্যাপারের সহায় হইয়া সেই ব্যাপারের বৃত্তান্ত কহে। ও যে স্থানে দস্যুক্রিয়া হইয়াছিল সেই স্থানে যাইবার ও তথাহইতে আসিবার সময়ে যেং ব্যাপার ঘটিয়াছিল এমত অনেক ব্যাপারের বৃত্তান্ত কহে কিন্তু ঐ দস্যুক্রিয়ার সহিত ঐং ব্যাপারের সম্পর্ক নাই।

ঐ দস্যুতা বিষয়ে যে সাক্ষ্য দেয় তাহার প্রতিপাদনার্থে ঐং বৃত্তান্তের স্বতন্ত্র সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে।

১৫২ ধারা। সাক্ষী আদালতে যে সক্ষ্য দেয় সেই সাক্ষ্যের সহিত তাহার পূর্ব্ব কথা সঙ্গত নয় যদি ইহার সাক্ষ্য দেওয়া যায়, তবে কথিত বৃত্তান্ত যে সময়ে ঘটিয়াছিল সেই সময়ে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে ঐ সাক্ষী তদ্বিষয়ের অন্য যে কথা কহিল, কিম্বা আইনমতে ঐ বৃত্তান্তের অনুসন্ধান লইবার ক্ষমতাপন্ন কোন কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে কোন সময়ে অন্য যে কথা কহিল. উক্ত সাক্ষ্যের উত্তরস্বরূপ সেই কথার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে ইতি।

পূর্ব্বে যে অসঙ্গত কথা কহা গেল তদ্বিষয়ের সাক্ষ্য পরিহারার্থ সাক্ষ্যের কথা।

১৫৩ ধারা। সাক্ষির নিকট যে ব্যাপারের প্রশ্ন করা যায় সেই ব্যাপার ঘটিবার সময়ে কিম্বা তৎপশ্চাৎ যৎকালের মধ্যে আদালতের বিবেচনামতে তাহার মনে ঐ ব্যাপারের স্পষ্ট স্মরণ থাকিতে পারে তৎকালে যে কথা লিখিয়া রাখিল পরীক্ষা হওন সময়ে সে ঐ লিখন দেখিয়া আপন স্মরণ শক্তির সাহায্য করিতে পারিবে।

স্মরণের সাহায্যের কথা।

The witness may also refer to any such writing made by any other person and read by the witness within the time aforesaid if when he read it he knew it to be correct.

Court may permit a copy of document to be used to refresh memory.

Whenever a witness may refresh his memory by reference to any document, he may, with the permission of the Court, refer to a copy of such document: Provided the Court be satisfied that there is sufficient reason for the non-production of the original.

An expert may refresh his memory by reference to professional treatises.

আরো যদি অন্য কোন ব্যক্তি ঐ কথা লিখিয়া থাকে এবং সাক্ষী উক্ত কালের মধ্যে তাহা পাঠ করিয়া তাহা যথার্থ জানিয়া থাকে, তবে সেই লিখনও দেখিয়া স্মরণের সাহায্য করিতে পারিবে।

স্মরণের সহায্যের নিমিত্তে দলিলের প্রতিলিপি ব্যবহার করিবার অনুমতির কথা।

কোন স্থলে সাক্ষির প্রতি দলীল দেখিয়া স্মরণের সাহায্য করিবার অনুমতি হইতে পারিলে, সাক্ষী সেই স্থলে আদালতের অনুমতিক্রমে ঐ দলীলের প্রতিলিপিতেও দেখিতে পারিবে। কিন্তু মূলপত্র উপস্থিত না করিবার উপযুক্ত কারণ আছে এই কথা আদালতের হৃদ্বোধমতে জ্ঞাত করা আবশ্যক।

প্রবীণ ব্যক্তি বিদ্যাদিঘটিত পুস্তক দৃষ্টে আপনার স্মরণের সাহায্য করিতে পারিবেন ইতি।

154. Any such writing as is mentioned in the last section must be produced and shown to the adverse party if he requires it, who may, if he pleases, cross-examine the witness thereupon.

Producing writing used to refresh memory.

স্মরণের সাহায্যার্থে যে২ লিপির ব্যবহার হয় তাহা উপস্থিত করিবার কথা।

১৫৪ ধারা। ইহার পূর্ব্ব ধারায় যে লিপির কথা আছে বিপক্ষ পক্ষ তাহা দেখিতে চাহিলে তাহা উপস্থিত করিয়া তাহাকে দেখাইতে হইবে ও সে ইচ্ছা করিলে সেই দলীল ধরিয়া সাক্ষির কূটপরীক্ষা করিতে পারিবে ইতি।

155. A witness summoned to produce a document shall, if it is in his possession or power, bring it to Court, notwithstanding any objection which there may be to its production or to its admissibility. The validity of any such objection shall be decided on by the Court.

Production of documents.

দলীল উপস্থিত করিবার কথা।

১৫৫ ধারা। সাক্ষিকে দলীল দেখাইবার জন্যে সমন করা গেলে, সেই দলীল যদি তাহার অধিকারে কিম্বা ক্ষমতার মধ্যে থাকে তবে ঐ দলীল দেখাইবার কি গ্রাহ্য করিবার যে আপত্তি হউক তাহার ঐ দলীল আদালতে আনিতে হইবে। সেই আপত্তি যথার্থ কি না আদালত ইহা নিষ্পত্তি করিবেন।

The Court, if it sees fit, may inspect the document, unless it refers to matters of State, or take other evidence to enable it to determine on its admissibility.

আদালত যদি বিহিত বোধ করেন, তবে রাজকীয় ব্যাপারবিষয়ক দলীল না হইলে তাহাতে দৃষ্টি করিতে পারিবেন কিম্বা ঐ দলীল গ্রাহ্য কি না ইহা নির্ণয় করিবার উপযুক্ত অন্য সাক্ষ্য লইতে পারিবেন।

If for such a purpose it is necessary to cause any document to be translated, the Court may, if it think fit, direct the translator to keep the contents secret, unless the document is to be given in evidence, and if the interpreter disobeys such directions, he shall be held to have committed an offence under section one hundred and sixty-six of the Indian Penal Code.

Translation of documents.

দলীলের অনুবাদের কথা।

উক্ত কার্য্যহেতুক প্রয়োজন হইলে দলীল অনুবাদ করা ও সেই দলীল সাক্ষ্যস্বরূপ উপস্থিত করিতে না হইলে আদালত বিহিত বিবেচনায় অনুবাদককে ঐ দলীলের মর্ম্ম কাহাকেও না জানাইতে আজ্ঞা করিবেন। অনুবাদক সেই আজ্ঞা না মানিলে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৬৬ ধারামত অপরাধ করিয়াছে এমত জ্ঞান হইবে ইতি।

156. When a party calls for a document which he has given the other party notice to produce, and such document is produced and inspected by the party calling for its production, he is bound to give it as evidence if the party producing it requires him to do so.

Giving as evidence of document called for and produced on notice.

নোটিস দিয়া যে দলীল তলব হইয়া উপস্থিত করা যায় তাহা সাক্ষ্যস্বরূপ দিবার কথা।

১৫৬ ধারা। যদি এক পক্ষ দলীল আনাইবার আদেশ করিয়া অপর পক্ষকে তাহা আনিবার নোটিস দেয় ও সেই দলীল যদি উপস্থিত করা যায় ও যে ব্যক্তি উপস্থিত করিবার আদেশ করিল সে যদি তাহা দেখে ও যে পক্ষ তাহা উপস্থিত করে সে যদি ঐ পত্র সাক্ষ্যস্বরূপে সমর্পণ করিবার আদেশ করে তবে সেই ব্যক্তি সাক্ষ্যস্বরূপ তাহা দিতে আবদ্ধ আছে ইতি।